আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ইউক্রেন যুদ্ধ | মিডয়া ও পশ্চিমাদের ভণ্ডামি

গত তিনদিন আগে রাশিয়ার আগ্রাসী হামলার মধ্য দিয়ে বেজে ওঠে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দামামা। রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ব মিডিয়া থেকে শুরু করে মানবাধিকার সংস্থা, জাতিসংঘ ও কথিত সুশীল সমাজ সবারই সরব ভূমিকা দেখা যাচ্ছে।

যুদ্ধে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের বিষয়ে উদ্বেগ ও বিবৃতি প্রকাশ করছে তারা। গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করছে যুদ্ধের খবরাখবর। আগ্রাসী এ হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলও করেছে বেশ কয়েকটি দেশের সাধারণ মানুষ।

রাশিয়া শুধু ইউক্রেনেই আগ্রাসী হামলা চালিয়েছে এমন নয়। এর আগে আগ্রাসন চালিয়েছে চেচনিয়া, ক্রাইমিয়া, সিরিয়া ও লিবিয়ায়। হামলা চালিয়ে গোরস্থানে পরিণত করা হয়েছে এসব দেশকে।

মুসলিম দেশসমূহে যখন লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে লাখ লাখ মানুষকে। নির্মমভাবে যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে মুসলিম নারী ও শিশুদের উপর। কথিত সুশীল সমাজ, হলুদ মিডিয়া, মানবাধিকার সংস্থা, জাতিসংঘ এবং পশ্চিমা বিশ্ব ঐ সময় কোন কথা বলেনি। নির্যাতনের খবর প্রচার করবে তো দূরে থাক উল্টো হলুদ মিডিয়া ও সুশীল সমাজ আগ্রাসী রাষ্ট্রের সুরে সুর মিলিয়ে জঙ্গি-সন্ত্রাসী ট্যাগ লাগিয়ে বৈধতা দিয়েছে মুসলিমদের হত্যার।

হলুদ মিডিয়া ও পশ্চিমারা মুসলিমদের কেমন চোখে দেখে- তার কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায় সাম্প্রতিক ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ইস্যুতে সিবিএস নিউজের একটি অনুষ্ঠানে।

সিবিএস নিউজের এক সাংবাদিক অনুষ্ঠানে দাবি করে যে, 'ইউক্রেন একটি সভ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র, ইউক্রেন আফগানিস্তান বা ইরাক নয়'। অর্থাৎ মুসলিম জাতিকে তারা অসভ্য জাতি মনে করে, যাদেরকে জেকন সময়

যেকোন অজুহাতে হত্যা করা যায়। অথচ এই মুসলিমরাই পশ্চিমাদেরকে সভ্যতা শিখিয়েছে, অন্ধকার ইউরোপে জ্বেলেছে জ্ঞানের আলো।

মানে তারা বলতে চাইছে, ইউক্রেনের সভ্য জাতীকে রক্ষা করা বিশ্ববাসীর দায়িত্ব। পক্ষান্তরে আফগানিস্তান ও ইরাকের মুসলিমদের হত্যা করা যেন রাশিয়ার পক্ষে ভাল কাজই হয়েছিল!

এজন্য এসব হলুদ মিডিয়াকে বয়কট করে মুসলিমদের নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী মিডিয়া গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছেন আলিম সমাজ।

তথ্যসূত্র:

১। Hypocrisy of the west- https://tinyurl.com/3p5swxth

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সরকারের লুকচুরির উদাসিনতা : দুর্ভিক্ষ কি তবে অত্যাসন্ন?

শেখ হাসিনার কথিত আওয়ামী সরকার। গদি টিকিয়ে রাখতে মোদীর হাতে দেশ তুলে দিয়েছেন, মোদীর পছন্দের লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাচ্ছেন, মোদীর ইশারাতেই নানা ইস্যুতে দেশের নীতি নির্ধারণ করছেন, আবার মোদীর ইশারাতেই এদেশের সাধারণ মুসলিমদের হাতেও মারছে ভাতেও মারছে।

তবে আজকের ইস্যু সরকার-সৃষ্ট মূল্যস্ফীতি, এবং তা নিয়ে সরকারের লুকচুরির বিলাসিতা। আর সাথে আসন্ন দুর্ভিক্ষের হাতছানি তো আছেই।

গত তিন বছরে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে আড়াই গুন! আর হিন্দুত্ববাদের পেটোয়া আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে, মানে হাসিনার পুরো শাসনামলের হিসাব করলে সেই অংকটা আরও লাগামহীন ঠেকবে।

আওয়ামী লীগ সরকার এই মেয়াদে দায়িত্ব নিয়েছিল ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি। খোদ সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ওই দিনের বাজারদরের তালিকা ও গত বৃহস্পতিবারের তালিকা ধরে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোটা চালের দাম ১৫, মোটা দানার মসুর ডাল ৭৭, খোলা সয়াবিন তেল ৫৪, চিনি ৪৯ ও আটার দাম ২১ শতাংশ বেড়েছে।

অথচ, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বুধবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্যে দেখা যায়, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে জানুয়ারিতে সাধারণ মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৫ দশমিক ৮৬ শতাংশ। গত ডিসেম্বরে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৬ দশমিক ০৫ শতাংশ; তার আগের মাস নভেম্বরে এ হার ছিল ৫ দশমিক ৯৮ শতাংশ। অর্থাৎ গত জানুয়ারি মাসে মূল্যস্ফীতি কমেছে বা পণ্যের দাম কমেছে। খাদ্যসহ ভোগ্যপণ্যের দামের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে বিবিএসের এই তথ্যে সাধারণ মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না। যেখানে খাদ্যপণ্য চাল,

তেল, ডাল থেকে শুরু করে টিস্যু ও কাপড় কাচার সাবানের দাম পর্যন্ত বেড়েছে। সেখানে সরকারি জরিপ সংস্থা বলছে দাম কমেছে। সরকারের এ কি নির্জলা মিথ্যাচার!

বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ সরকারের মূল্যস্ফীতি পরিমাপ করার পুরনো আমলী 'সিপিআই' পদ্ধতিকে খুবই ত্রুটিপুর্ণ বলেছেন। সরকারি কর্তারা 'এভ্রিডে প্রাইসিং' পদ্ধতিতে হিসাব করে না। বরং পুরানো এবং ভুল পদ্ধতির মাধ্যমে বছর বা প্রান্তিকের সুবিধাজনক সময়ে সুবিধাজনক স্থানে পাইকারি বাজারের গিয়ে বাজারের সবচেয়ে নিম্নমান পণ্যের দাম হিসেব করে মূল্যস্ফীতি অনেক অনেক কম করে দেখায় তারা। এর বাইরে বিবিএস এর বিরুদ্ধে ব্যাক ক্যাল্কুলেশান করে সংখ্যা উপস্থাপনের নিয়মিত অভিযোগ তো আছেই।

অথচ দেশের জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকাগুলোর দ্রব্যমূল্য বিষয়ক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সংস্থার তথ্যের আলোকে হিসেব করে গড় মূল্যস্ফীতি ২০% এর কাছাকাছি পাওয়ার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

এখানে বলা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক বাজারেও দাম বেড়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি ৫-৬% কিন্তু দেশে ১৫ থেকে ২০%। বাজেট ঘাটতি মেটাতে, শুল্ক ছাড় না দিয়ে উল্টা রাজস্ব আয় বাড়াতে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি তেলের দাম আরো বাড়াতে যাচ্ছে সরকার, ফলে মূল্যস্ফীতি ২০% ছাড়ানোর সতর্কবার্তা দিচ্ছিলেন বিশেষজ্ঞরা!

গত কয়েক মাস আগেই সরকার জ্বালানী তেলের দাম লিটার প্রতি ১৫ টাকা করে বাড়িয়েছে। আবার এই সরকারের আমলেই গ্যাসের দাম আড়াই গুণ ও বিদ্যুৎ'এর দাম দ্বিগুণ হওয়ার পরেও, সরকারের লুটেরা ও দুর্নীতিবাজ সংস্থাগুলো আবারো এই পরিসেবাগুলোর দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

যেহেতু গ্যাস পানি ও বিদ্যুতের দাম বাড়তে যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞরা তাই জোড় দিয়ে বলছেন যে, বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি নিশ্চিতভাবেই ২০% ছড়াতে যাচ্ছে।

এদিকে বিগত দুই বছরে করোনার ধাক্কায় অর্থনীতি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পথে বসে গেছেন অনেকেই, আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত হয়েছে হত-দরিদ্র। **ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) একটি যৌথ জরিপে সম্প্রতি জানানো হয়, দেশে করোনাকালে তিন কোটি ২৪ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে।**

এমন পরিস্থিতিতে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির উদ্যোগ জনজীবনকে স্থবির করে দেবে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধিকে থামিয়ে দেবে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিদ্যুৎ-জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি কৃষি, পরিবহন, দ্রব্যমূল্য, শিল্প উৎপাদন থেকে শুরু করে দেশের প্রায় সব সেক্টরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। থমকে যায় অর্থনীতির অগ্রযাত্রা। এরই মধ্যে নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এখন বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানো হলে বড় ধরনের দুর্যোগ দেখা দেবে। মূল্যবৃদ্ধির নিচে চাপা পড়া জনগণের জন্য তা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে দেখা দেবে।

ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে মানুষ তখন উৎপাদন ক্ষমতাও হারাবে। উৎপাদন কাজে ব্যবহার করার মতো সামান্য পুঁজিও তখন মানুষের কাছে থাকবে না। আর এর প্রথম ও প্রধান প্রভাব পরবে কৃষি উৎপাদনের উপর। গ্রামের হতদরিদ্র কৃষক, যারা মূল্যবৃদ্ধির সামান্যতম সুবিধা তো পায়-ই না, তার উপর সুদি মহাজনের ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে ভিটে-মাটি আর সহায়-সম্বল হারায়। এই সুদি মহাজন আর পুঁজিপতিরা আর যাই পারুক, মাঠে গিয়ে তো আর চাষাবাদ বা উৎপাদন করতে পারবে না, এই কাজ কৃষককেই করতে হবে।

কৃষক আর শ্রমজীবীদের হতদরিদ্র বানিয়ে তাই সরকার নিজেকেও পঙ্গু করছে। কৃষিদ্রব্যের দেশীয় উৎপাদন কমে গেলে দেশে এক মহাদুর্ভিক্ষের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এছাড়াও, মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার এই প্রভাব আমাদের দেশের মুদ্রাবাজার ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। ডলার ও বিদেশী মুদ্রার বিপরীতে টাকার দামে আরও পতন আসতে যাচ্ছে, যার আলামত আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি। এই পরিস্থিতি আরও দীর্ঘায়িত হলে এদেশের সরকারি-বেসরকারি আমদানিকারকরা ক্রয়ক্ষমতা হারাবে আর আমদানিও কমে যাবে। আর আমদানি-নির্ভর এই দেশের আমদানির পরিমাণ কমে গেলে দেশে দুর্ভিক্ষ লাগা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

মূল্যস্ফীতি কমানর কোন ফিকির ও পদক্ষেপ না নিয়ে দালাল হাসিনা সরকার এ নিয়ে তথ্য সন্ত্রাস করছে, আর জনগণকে ধীরে ধীরে নিয়ে ফেলছে প্রবল আর্থিক মন্দা ও দুর্ভিক্ষের গহ্বরে।

ঘুনে ধরা অর্থনৈতিক কাঠামো আর মেকির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এদেশকে এদেশের মুসলিম জনসাধারণকে শুধু আর্থিক দুরাবস্থা, অন্যায়-জুলুম, বিদেশীদের দালালি আর দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ ছাড়া কিছুই দিতে পারিনি।

ভঙ্গুর এসব কাঠামো ও তন্ত্র-মন্ত্রের শিকল ভেঙ্গে এদেশের মুসলিম সাধারণকে তাই আল্লাহ্‌ মনোনীত হক্ক দ্বীন - দ্বীন আল ইসলামের ছায়াতলে আসার আহ্বান জানিয়েছেন হক্কপন্থী উলামাগণ। আর সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামি পদ্ধতির বাস্তবায়ন ব্যতীত এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির ভিন্ন কোন উপায় নেই বলেও মত ব্যক্ত করেছেন তাঁরা।

লিখেছেন : **আব্দুল্লাহ বিন নজর**

তথ্যসূত্র :

১। গ্যাসের দাম আড়াই গুণ, বিদ্যুৎ দ্বিগুণ তবু বাড়ানোর চেষ্টা https://tinyurl.com/52ekrtwu

২। গরিব সংকটে, মধ্যবিত্ত দুর্দশায় https://tinyurl.com/2p88apan

৩। দাম বাড়ছে বাজারে, রাজস্ব দ্বিগুণ সরকারের https://tinyurl.com/a3ehk5d2

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

মোগাদিশুতে মুজাহিদদের হামলায় ৪ ক্রুসেডার সহ ১৯ সেনা হতাহত

সোমালিয়ার রাজধানী মগাদিশুতে পৃথক ২টি স্থানে অভিযান চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ক্রুসডার সহ ৯ সেনা নিহত এবং আরও ১০ সেনা আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা আজ ২৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে পৃথক ২টি হামলা চালিয়েছেন। যার প্রথমটি চালানো হয় রাজধানীর উত্তরে বালাদ শহরের উপকণ্ঠে। যেখানে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর ২ সেনা নিহত এবং অপর ২ সেনা আহত হয়।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ রাজধানীতে তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান পশ্চিম বারিরি শহরে। যেটি পশ্চিমাদের পোষা সোমালি গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৭ সেনা নিহত হয়। সেই সাথে আরও ৮ গাদ্দার সেনা গুরুতর আহত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সামরিক ঘাঁটিতে থাকা অসংখ্য সরঞ্জাম।

আশ-শবাব এখন সোমালিয়ার ভূখণ্ড ও এর আশেপাশের অঞ্চলে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের উপর হামলাকে একটি নিয়মিত ও স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত করেছে। ধারাবাহিক এসকল হামলার তীব্রতায় শত্রুদের সোমালিয়া ছেড়ে পলায়ন এখন সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের তকমা দেওয়ার দাবি হিন্দুত্ববাদী বিজেপি বিধায়কের

ভারতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা কৌশলে মুসলিমদেরকে একরকম দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রেখেছে। শুধু মুসলিম হওয়ার কারনে সকল কিছুতেেই অঘোষিতভাবে হিন্দুত্ববাদীদের বৈষম্যের শিকার ভারতীয় মুসলিমরা। কিন্তু তাতেও তাদের মন ভরে না, চাই প্রকাশ্য ঘোষণা যে- মুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

গত বৃহস্পতিবার (২৫/০২/২২) মধুবনি জেলার বিসফি কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক হরিভূষণ ঠাকুর বলেছে, **"১৯৪৭ সালে যখন আমাদের দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তখন মুসলিম সম্প্রদায়কে আলাদা একটি দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা পাকিস্তান নামে পরিচিত। মুসলিমদের সেখানেই যাওয়া উচিত ছিল। আমরা ওদের আমাদের**

দেশে দেখতে চাই না। ওরা আমাদের দেশের জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়াচ্ছে। ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্র বানাতে চায় ওরা। মুসলিম নেতাদের একটাই এজেন্ডা বিশ্বের প্রতিটি দেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র বানাতে চায় ওরা। আমরা কখনোই তা হতে দেব না। তাই আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি মুসলিমদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হোক এবং ওদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের তকমা দেওয়া হোক।"

ঐ উগ্র সন্ত্রাসী ঠাকুর আরও বলেছে, "মুসলিমরা আমাদের দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত হয়। আমি বলবো যে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহৃত সংখ্যালঘু শব্দটি সংবিধানের উপহাস। ওরা সংখ্যালঘু নয়। ওদের জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আখতারুল ইমাম আগে জানিয়েছিলেন, তিনি এবং (AIMIM)এআইএমআইএম-এর অন্যান্য সদস্যরা কোনও পাবলিক প্ল্যাটফর্মে বিশেষ করে বিহার বিধানসভা এবং বিধান পরিষদে 'বন্দে মাতরম' গাইবেন না। বন্দেমাতরম গাইতে বা বলতে আপত্তি আছে আমার। বন্দে মাতরমের পরিবর্তে আমি আনন্দের সাথে 'মাদার-ই-ওয়াতন' বলব।"

আর ঐ হরিভূষণ ঠাকুর এআইএমআইএম নেতাদের এই মনোভাবকে দেশের অপমান আখ্যা দিয়েছে। এবং স্পিকারকে বলেছে তাঁদের সদস্যপদ বাতিল করতে হবে।

কথিত উদার গণতন্ত্র পন্থীরা হিন্দুত্ববাদীদের কথা মতো যতই ভোটাভোটি করুক, নির্বাচনে পাশ করে বিধান সভায় যাক, আর যতই বলুক সকলের সমান অধিকার; কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তারাও হিন্দুত্ববাদীদের কথা পুরাপুরি না মানলে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। কেননা তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না মুসলিমরা তাদের মত অমুসলিম হয়ে যায়।

হকপন্থী আলেমগণ বলেছেন, কোন মুসলিম কখনো 'বন্দে মাতরম' এর মতো কুফরী কথা বলতে পারে না। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের খুশি করতে হলে এমনটাই করতে হবে বলেই আদবি করছে হিন্দুত্ববাদীরা।

তথ্যসূত্র:

১। মুসলিমদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হোক,দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের তকমা দেওয়া হোক, সরকারের কাছে দাবি BJP বিধায়কের https://tinyurl.com/2p8bvfcd

---

কোয়েটায় পাক-তালিবানের হামলায় ৩ পুলিশ সদস্য নিহত

বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় গাদ্দার পাকি-পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যার ফলে ৩ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের একটি হোটেলে হামলা চালিয়েছেন দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। হামলাটি চালানো হয়েছে হোটেলে খাবররত গাদ্দার পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে। এতে পুলিশের ঐ ৩ এএসআই নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা যায় যে, পুলিশ সদস্যরা হোটেলের একপাশে বসে খাবার খাচ্ছিল। আর তখনই ২ জন সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধা উক্ত ৩ পুলিশ সদস্যকে দু'দিক থেকে টার্গেট করে মাথায় কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়।

আক্রমণের খবর পাওয়া মাত্রই দেশটির অন্য নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এবং পুলিশ সদস্যদের নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। কিন্তু ততক্ষণে উক্ত ৩ পুলিশ সদস্য মারা যায়।

একে একে ইসলাম ও মুসলিমের সাথে গাদ্দারি করা সরকার, প্রশাসন, সেনা ও পুলিশ কর্তাদের এভাবেই সায়েস্তা করে যাচ্ছেন টিটিপি'র বীর মুজাহিদিন।

ব্যভিচারের দায়ে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির উপর 'শরিয়াহ হদ' জারি করেছে তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকার ব্যভিচারের অপরাধে সম্প্রতি এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন। পরে তার উপর 'শরিয়াহ হদ' জারি করা হয়।

ঘটনাটি ঘটেছে আফগানিস্তানের উরুজগান প্রদেশের প্রধান শহর তিরিনকোটে। যেখানে জনসমাগমস্থলে অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়।স্থানীয়রা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন। এবং শরয়ি হদ বাস্তবায়ন হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে, পশ্চিমাদের পোষা সাবেক আফগান সরকারের সমর্থকরা এবং অন্যান্য বিরোধীরা তালিবানদের এধরণের শাস্তির বিষয়টিকে তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করছে। অপরদিকে তালিবান সরকার প্রতিবারই স্পষ্টভাবে বলে আসছেন যে, তাঁরা দেশ চালাবেন ইসলামি শরিয়াহ্ দ্বারা।

উল্লেখ্য যে, শরীয়তে অবিবাহিত ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপরাধে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা সূরা আন-নূর এবং হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

শরয়ি হদ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বায়হাকী ও তাবারানির এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে- ন্যায়পরায়ণ নেতার অধীনে একটি দিন ষাট বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর পৃথিবীতে হক অনুযায়ী শরয়ি 'হাদ' চল্লিশ দিনের বৃষ্টির চেয়ে উত্তম।

ইউক্রেন থেকে আফগানদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে কাজ শুরু করেছে তালিবান সরকার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আবদুল কাহের বেলহি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে জানিয়েছেন, তাঁরা ইউক্রেনে অবস্থানরত আফগান নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইমারতে ইসলামিয়া "ইউক্রেনে অবস্থানরত আফগান নাগরিক এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। তাই তালিবান সরকার আফগান নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তাঁদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সমস্ত উপলব্ধ উপায় কাজ শুরু করেছেন। সেই সাথে সরকার সেখানে আটকে পড়া আফগনদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করছে।"

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিষয়ে তালিবান সরকারের বিবৃতি

রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতি আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসন আহ্বান জানিয়ে বলেছে যে, যুদ্ধ নয় বরং আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধান করতে হবে।

আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারাত প্রশাসন ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিষয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে পক্ষগুলোকে শান্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিবৃতি তালিবান উভয় পক্ষকে আহ্বান করে জানায় যে, "আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারত ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। আমরা বেসামরিক নাগরিক হতাহতের উচ্চ সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন।"

বিবৃতিতে ইসলামি ইমারত উভয় পক্ষকে সংযমের আহ্বান জানায়। সহিংসতা বাড়াবে এমন অবস্থান নেওয়া থেকে সব পক্ষকে বিরত থাকতে হবে বলেও পরামর্শ দেয়।

সেই সাথে নিরপেক্ষতা-ভিত্তিক বৈদেশিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সংঘাতে জড়িত উভয় পক্ষকে আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে সংকট সমাধানের আহ্বান জানায়।

এছাড়াও ইমারতে ইসলামিয়া সংঘাতে জড়িত পক্ষগুলোকে ইউক্রেনে আফগান ছাত্র ও অভিবাসীদের জীবন রক্ষায় মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়।

মুসলিম নিধনে জড়িত মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে অস্ত্র দিবে পাকিস্তান

রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে গণহত্যা চালিয়ে আসছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। বর্তমানেও তারা এই নিধন অভিযানের এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে। আর এমন একটি গণহত্যার এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী উগ্র বৌদ্ধ জাতির সেনাবাহিনীর কাছে অস্ত্র বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছে গাদ্দার পাকিস্তান।

কিছুদিন পূর্বে মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তান সফরে যায়। সফরের সময়, মায়ানমার পাকিস্তানের কাছ থেকে বিভিন্ন ক্যালিবার মর্টার, গ্রেনেড লঞ্চার এবং মেশিনগান, পাশাপাশি হেলিকপ্টারের জন্য এয়ার-টু-সার্ফেস মিসাইল কেনার অনুরোধ জানায়। পরে আলোচনায় অস্ত্র ব্যবসায় দুই দেশ একমত হয়।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান মিয়ানমার সফর করে। এসময় দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরীত হয়।

মিয়ানমারের সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে দেশটিতে মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়ে আসছে। কুখ্যাত উগ্র বৌদ্ধ দলগুলোর সাথে সেনাবাহিনীর হামলায় হাজার হাজার রোহিঙ্গা নিহত হন। যার ফলে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। যাদের মাঝে প্রায় ১০ লাখেরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন প্রতিবেশি মুসলিম প্রধান দেশ বাংলাদেশে।

আর মুসলিম নামধারি এই দেশটিই কি না ইসলাম ও মুসলিমের শত্রু মিয়ানমারের সেনাদের অস্ত্র দিচ্ছে, যেন তারা আরও ব্যাপক আকারে মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালাতে পারে। এই অস্ত্র বিক্রির ঘটনা তাই পাকিস্তানের মুনাফিক গাদ্দার সেনা ও প্রশাসনের মুখুশ উম্মাহর সামনে আবারো উন্মোচন করে দিল বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

কেনিয়ায় আশ-শাবাবের অভিযানে নিহত ১৩ : গ্রাম বিজয়সহ আহত অসংখ্য

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার মতো সম্প্রতি প্রতিবেশি খৃষ্টান প্রধান দেশ কেনিয়াতেও লাগাতার সফল অভিযান চালাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

সেই ধারা জারি রেখেই গত **২৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবারও** দেশটিতে হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যা কেনিয়ার উপকূলীয় লামু রাজ্যের কিউঙ্গা এলাকায় চালানো হয়েছে। যেখানে দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধারা অতর্কিত হামলাটি চালান। এতে ১৩ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়। সেই সাথে একটি সামরিক যান ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি তাতে থাকা আরও ডজন খানেক সৈন্য আহত হয়।

এদিন সোমালিয়া ও কেনিয়ার মধ্যকার কৃত্রিম সীমান্তের কালবিও শহরের কাছেও একটি সফল ও অতর্কিত হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতেও কেনিয়ার বেশ কিছু ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

বরকতময় এই হামলার একদিন আগেও কেনিয়ার লামু রাজ্যেই আরও একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যা রাজ্যটির বারগান জেলার উপকণ্ঠে একটি খ্রিস্টান প্রধান গ্রামে ক্রুসেডার সৈন্যদের লক্ষ্য করে চালানো হয়। কিন্তু ক্রুসেডার সৈন্যরা এতটাই ভীতু যে, তারা কয়েক মিনিটের জন্যেও মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস করতে পারি নি। ফলে কেনিয়ান সেনারা এবং অনেক খৃষ্টান ক্রুসেডার সমর্থক গ্রামটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সেনাবাহিনীর পালিয়ে যাওয়ার পর মুজাহিদগণ গ্রামটির নিয়ন্ত্রণ নেন। সেই সাথে ১টি সামরিক ট্রাক ও ২টি মোটরবাইক গনিমত লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, কেনিয়ার লামু অঞ্চলে দেশটির ক্রুসেডার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্দান্ত সফল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এটি কেনিয়ার কৌশলগত একটি শহর, যা দেশটির প্রধান পর্যটন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

পাক-তালিবানের পৃথক হামলায় গাদ্দার প্রশাসনের ১০ সেনা সদস্য হতাহত

পাকিস্তানে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে **২টি** সফল অভিযান চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। এতে **৩** সেনা নিহত এবং আরও **৭** সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

প্রতিরোধ বাহিনীর অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে জানানো হয় যে, গত ২২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকালে ডেরা ইসমাইল খান জেলায় একটি হামলা চালান **তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ।** এসময় মুজাহিদগণ গাদ্দার সেনাদের টার্গেট করে একটি সফল বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। যাতে সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে এসময় গাড়িতে থাকা তিন গাদ্দার সেনা গুরুতর আহত হয়।

এর একদিন আগে মুজাহিদগণ আরও একটি হামলা চালান পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে। যেখানে পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে পরপর দুটি বিস্ফোরণ ঘটান **ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি'র** মুজাহিদগণ।

ফলশ্রুতিতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর দুটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে **৩** গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও **৪** গাদ্দার সেনা গুরুতর আহত হয়।

গুজরাটে মুসলিম ব্যক্তিকে "সন্ত্রাসী" আখ্যা দিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের মারধর

ভারতের গুজরাটের শেরা গ্রামে ৩৫ বছর বয়সী বাসিন্দা মোহাম্মদ আতাউল্লাহ। গত (২২/০২/২২) মঙ্গলবার কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা "সন্ত্রাসী" আখ্যা দিয়ে বেদম মারধর করেছে।

মুহাম্মদ আতাউল্লাহ, যিনি একটি মোটরসাইকেল মেরামতের দোকান চালান। তিনি যখন কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন হিন্দুত্ববাদী হামলাকারীরা তাঁর গাড়ি থামিয়ে দেয়। তার মধ্য থেকে ৩-৪ জন লোক বেরিয়ে এসে তাকে মারধর শুরু করে।

অন্তত নয়জন হিন্দুত্ববাদী লোকের একটি উগ্র দল গোদরার সেতুতে আতাউল্লাহর গাড়িতে পাথর ছুঁড়ে মারধর করে এবং তাকে জয় শ্রী রাম বলতে বাধ্য করে। পরে আবার হামলাকারীরা উল্টো আতাউল্লাহর বিরুদ্ধেই এফআইআর করে।

মুহাম্মদ আতাউল্লাহ মাকতুব মিডিয়াকে জানিয়েছেন, "আমি ভিকটিম এবং তারা এখন আমাকেই অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করছে। আমি আমার শরীরকে নড়াচড়া করতে পারছি না এবং এই অবস্থায় হিন্দুত্ববাদীরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে।"

মুহাম্মদ আতাউল্লাহ বলেছেন,মাথায় আঘাত ও মুখে ঘুষি মারা হয়। “তারা আমার দাড়ি টেনেছে। তারা আমাকে গালিগালাজ করেছে এবং আমাকে আতঙ্কবাদী [সন্ত্রাসী] বলেছে।”

আতাউল্লাহ আরও বলেন, তাকে জয় শ্রী-রাম বলতে বাধ্য করা হয়। "আমি প্রত্যাখ্যান করলে, তাদের মধ্যে একজন গাড়িতে যায়, একটি রিভলভার পায় এবং রিভলভারের বাট দিয়ে আমাকে আঘাত করে। তারপর সে আমার মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে আমাকে হুমকি দেয়- আমি যদি "জয় শ্রী রাম" না বলি, তাহলে সে আমাকে মেরে ফেলবে। সে চিৎকার করে বলেছিল যে, আমার এখানে [ভারতে] থাকার অধিকার নেই এবং আমি এখানে খাই এবং এখানে বাস করি এবং জয় শ্রী রাম জপ করি না।

“আমি এখন তিন দিন ধরে হাসপাতালে শুয়ে আছি। মাথায় এবং ডান পায়ে বেশি আঘাত রয়েছে যাতে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে।
তারা মামলা ফিরিয়ে নিতে চাপ দেয়। আমরা না করাায়, এখন তারা আমার বিরুদ্ধে পাল্টা এফআইআর দায়ের করেছে।

আতাউল্লাহর চাচাতো ভাই মোহাম্মদ ইলিয়াস (৪০) জানান, এ ঘটনায় লোক দেখানোর জন্য পুলিশ এ পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। “আমি ভীত যে তারা শীঘ্রই তাদের ছেড়ে দিবে। তিনজনের মধ্যে একজন স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতার ভাগ্নে”।

মিডিয়ার পক্ষ থেকে বিজেপি নেতা ও হামলাকারীদের নাম জানতে চাইলে ইলিয়াস হামলাকারীদের ভয়ে ও পরিবারের ক্ষতির আশঙ্কায় উত্তর দিতে রাজি হননি।

আতাউল্লাহর বাবা আমির আলম(৬০) বলেন, "এটি একটি লিঞ্চিংয়ের মতো ছিল।" “তারা আমার ছেলেকে হঠাৎ রাস্তায় আক্রমণ করেছে। আমার ছেলে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য। সে যা করেনি তার জন্য তারা তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। আমি জানি না কীভাবে আমরা এর মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকব।

আতাউল্লাহ তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য যার মধ্যে তার স্ত্রী, চার সন্তান রয়েছে; এক মেয়ে এবং তিন ছেলে, সবার বয়স ২-১০ বছরের মধ্যে। আছেন বাবা এবং মা।

ভারতে মুসলিমদের এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, যেকোনো সময় যে কেউ উগ্র হিন্দুদের হামলায় আহত বা নিহত হতে পারে, সর্বময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও জিঘাংসার বিষবাষ্প। এর এই পরিস্থিতিকেই গণহত্যা শুরুর ঠিক আগের অবস্থা বলেছেন ডঃ স্ট্যান্টন ও নোয়াম চমস্কি'র মতো আরও কিছু নিরপেক্ষ বিশ্লেষকও। এই স্তর থেকেই যেকোনো মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে মুসলিম গণহত্যা।

বিশেষজ্ঞরা তাই বলছেন, মুসলিমদের নিজেদের আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার এখনি উপযুক্ত সময়।

তথ্যসূত্র:

1. Called “terrorist,” Muslim man beaten in Gujarat https://tinyurl.com/rn34ndp5

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

আশ-শাবাবের হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত ১৩ সেনা সহ হতাহত ৩৯ গাদ্দার সেনা

সোমালিয়ায় দখলদার পশ্চিমাদের গোলাম সরকারি বাহিনীর উপর পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে সামরিক বাহিনীর **২০** গাদ্দার নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, তাদের প্রতিরোধ যোদ্ধারা গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি সোমালিয়া জুড়ে **প্রায় ৩ ডজনেরও বেশি** অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য দিবালোকেই একযোগে রাজধানী মোগাদিশু সহ দেশের ১২টি জেলায় সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাদে অসংখ্য ক্রুসেডার ও গাদ্দার সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। হামলাগুলো শত্রু বেষ্টিত "নিরাদ" এলাকায় হওয়ায় হতাহতের সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।

এদিন কেন্দ্রীয় শাবেলি রাজ্যে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধিন অঞ্চলে হামলা চালানোর চেষ্টা করে ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত *'দানব'* ফোর্স। এসময় শাবাব মুজাহিদগণ সোমালি বিশেষ এই বাহিনীকে কঠিন হস্তে দমন করেন। ফলে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় দানব ফোর্সের **৭** সদস্য, গুরুতর আহত হয় আরও **৬** সেনা সদস্য। মুজাহিদদের এই বীরত্বপূর্ণ অপারেশনে ধ্বংস হয় মার্কিন প্রশাসনের দেওয়া কয়েকটি সাঁজোয়া যানও।

মুজাহিদদের হাতে পরাজিত এই বাহিনীর জীবিত সদস্যদের জীবন বাঁচাতে ঘটনাস্থলে অবতরণ করে মার্কিন হেলিকপ্টার। পরে বিমানগুলোর সহায়তায় পালাতে সক্ষম হয় 'দানব' নামক আমেরিকার পালিত এই গোলমা ফোর্সের কমান্ডোরা।

এই অপারেশনের একদিন আগে সোমালিয়ার আফজাউয়ী, কিসমায়ো ও বারী শহরে আরও **৩টি** পৃথক অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যাতে **৪** গোয়েন্দা সদস্য সহ **৭** গাদ্দার সেনা নিহত হয়। সেই সাথে একজন আঞ্চলিক প্রশাসক সহ আরও **১৩** গাদ্দার সেনা আহত হয়। যাদের মাঝে **৫** সেনার অবস্থাই আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

অপরদিকে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানী মোগাদিশু, বাকুল ও আফজাউয়ী শহরে আরও **৩টি** পৃথক অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর **৩** গুপ্তচর, ইথিওপিয়ার **৩** সেনা ও সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর **১** সেনা কমান্ডার নিহত হয়। এই হামলাগুলোতে আতত হয় আরও বেশ কিছু গাদ্দার ও কুফ্ফার সেনা।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্লেষকরা বলছেন- একদিকে যখন স্থানীয় এবং পশ্চিমা ক্রুসেডার ও গাদ্দার গোষ্ঠী আশ-শবাএর সাথে আলোচনা শুরু ও জেকন উপায়ে সোমালিয়া ছাড়ার সুযোগ খুঁজছে, সেই সময় আশ-শাবাব মুজাহিদিন তাদের উপর হামলার মাত্রা বৃদ্ধি করে এটাই প্রমান করছেন যে, সোমালিয়া ছাড়তে হলে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদেরকে সোমালিয়া ছাড়তে হলে তাঁদের কথা মেনে ও নত হয়েই ছাড়তে হবে। আর এমনটাই ঘটেছিল আফগানিস্তানেও।

আফগানিস্তানে তিন জাদুকরকে আটক করেছে তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সদস্যরা ৩ জাদুকর কে গ্রেফতার করে ইসলামি আদালতে হস্তান্তর করেছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ শহর হেরাত থেকে তালিবান নিরাপত্তা কর্মকর্তারা যাদুবিদ্যা ও তাবিজের মত ঘৃণিত ব্যাবসার সাথে জড়িত ৩ ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করেছেন। জানা যায়, গ্রেফতারকৃত অপরাধীরা যাদু ও তাবিজের নামে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিত।

আটক করার সময় তাদের থেকে যাদু ও তাবিজ লেখার যাবতীয় জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিরাপত্তা কর্মীরা। পরে তাদেরকে বিচারের জন্য ইসলামি আদালতে হস্তান্তর করেন মুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য যে, জাদুবিদ্যা এবং তাবিজ নিয়ে ভন্ডামি হেরাতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। যেখানে এটি একটি নিয়মিত পেশা ও ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল আগের ইসলামবিরোধী সরকারের আমলে। তবে এটিকে প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারাত পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাদুকর ও তাদের অনুশীলনকারীদের বিরুদ্ধে জোরদার গ্রেফতার অভিযান চালাচ্ছে দেশটির নবগঠিত সরকার।

পাকি-সেনা ও পাক-তালিবানের মধ্যকার ১০ ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ে নিহত ১০

পাকিস্তানে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মধ্যে তীব্র এক লড়াই সংঘটিত হয়েছে। যাতে প্রতিরোধ বাহিনীর ৫ জন বীর মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন এবং গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনীর এক অফিসার সহ ৫ সেনা নিহত হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিন ওয়াম সীমান্তে ইসলাম বিরোধী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মধ্যে দীর্ঘ দশ ঘন্টার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

এই যুদ্ধে কাপুরুষ পাকিস্তানের গাদ্দার বাহিনী তাদের শত শত সৈন্য নিয়ে মাত্র পাঁচজন মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করে। এসময় তারা অত্যাধুনীক সামরিক সরঞ্জাম ও সাঁজোয়া যান নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সেই সাথে এই যুদ্ধে স্থল বাহিনীকে সহায়তা করতে হেলিকপ্টার নিয়ে যুক্ত হয় বিমান বাহিনীও।

ফলে অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত গাদ্দার সেনাবাহিনী ও প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়। এক ঘন্টা আর দুই ঘন্টা বরং ৫ জন মুজাহিদকে পরাস্ত করতে প্রায় ১০ ঘন্টা যাবৎ অভিযান চালায় গাদ্দার সেনারা। অবশেষে শত শত ইসলাম বিদ্বেষী সৈন্যের বিরুদ্ধে ঘন্টার পর ঘন্টা সাহসিকতার সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পানে ধন্য হন ৫ জন বীর মুজাহিদ। এরমধ্যমে এই বীর যোদ্ধারা তাদের পূর্ববর্তী সহযোদ্ধাদের মতো বুকে শাহাদাতের পদক নিয়ে জান্নাতের গন্তব্যের দিকে যাত্রা করেন। (ইনশাআল্লাহ্)

তবে দশ ঘন্টা ধরে চলা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি মুজাহিদদের শাহাদাতের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় নি। কেননা এই বীরেরা শাহাদাতের আগে পাকিস্তানি গাদ্দার সেনাবাহিনীর এক এসএসজি অপারেটিভ সহ অন্তত ৫ সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করেন।

অবশ্য বিশ্লেষকরা বলছেন, গাদ্দার পাকি সেনা ও টিটিপি মুজাহিদিনের মধ্যে সংঘটিত এসকল লড়াইয়ের তীব্রতা দেখেই বুঝা যায় যে, অতি দ্রুত সময়ের মধ্যেই ঐ অঞ্চলটিও ইসলামি শরিয়তের শাসনাধিনে আসতে যাচ্ছে।

"যে হিন্দুরা আমায় ভোট দেবে না তাঁদের শরীরে বইছে মুসলিম রক্ত" : বিজেপি বিধায়কের

ভারতে চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণের আগে এক নির্বাচনী প্রচারসভায় বিতর্কিত মন্তব্য করছে ডোমারিয়াগঞ্জ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং। এই বিজেপি বিধায়ক এক জনসভায় বলেছে, *"যে সমস্ত হিন্দুরা আমায় ভোট দেবে না তাঁদের শরীরে নিশ্চিতভাবেই মুসলিম সম্প্রদায়ের রক্ত বইছে।"* মুহূর্তের মধ্যেই বিজেপি বিধায়কের এই বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই যথারীতি বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দার ঝড়।

৩ মার্চ ডোমারিয়াগঞ্জ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। এবার পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য লড়াই চালাচ্ছে রাঘবেন্দ্র প্রতাপ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে বিধায়ককে বলতে শোনা গেছে, ***"বলুন তো কোনও মুসলিম কি আমায় ভোট দেবে? তাই প্রত্যেক হিন্দুর উচিত আমাকে ভোট দেওয়া। মনে রাখবেন, যে সমস্ত হিন্দু***

আমাকে সমর্থন না করে অন্য কোন পক্ষকে সমর্থন করবেন নিশ্চিতভাবেই তাঁদের শিরা ধমনীতে মুসলিম রক্ত বইছে। আসলে ওরা হলেন দেশদ্রোহী। অতীতে এত হিংসার ঘটনা দেখার পরও যদি কোন হিন্দু আমাকে ভোট না দিয়ে অন্য কাউকে ভোট দেয় তবে সেটা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।”

ভোটারদের কার্যত হুমকি দিয়ে রাঘবেন্দ্র বলেছে, “কেউ যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে আমি সেটা মেনে নেব না। যদি কেউ আমায় অপমান করা তবে আমি সেটা মেনে নেব। কিন্তু যদি আমাদের হিন্দু সমাজকে কেউ অসম্মান বা অপমান করার চেষ্টা করে তবে আমি সেটা কখনওই মানব না।”

ডোমারিয়াগঞ্জে প্রায় ৩৯.৮ শতাংশ মুসলিম বসবাস করে।কার্যত সে মুসলিমদের হুমকি দিয়ে রেখেছে। পাশাপাশি যারা সাধারণ হিন্দু যারা তাদেরকেও হিন্দুত্ববাদীদের আওতায় আনতে মুসলিম বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়েছে।

বিশ্লেষকরা তাই আশংকা প্রকাশ করেছেন, উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে বিজেপি বা অন্য কোন দল - যে ই নির্বাচিত হোক না কেন, উভয় অবস্থাতেই নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় মুসলিমদের উপর হিন্দুদের চড়াও হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. ‘Hindu Who Doesn’t Vote For Me Has Miyan Blood in Veins’: BJP MLA Threatens Muslims With Violence https://tinyurl.com/yeymyz26

আল-কায়েদার সফল আঘাতে ৩ এরও বেশি ইথিওপিয়ান সৈন্য নিষ্ক্রিয়

দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ায় ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়নের কথিত *'শান্তিরক্ষী'*দের লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এত বেশ কিছু ইথিওপিয় ক্রুসেডার নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছে।

বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব নিশ্চিত করেছে যে, তাদেরর বীর যোদ্ধারা এই হামলাটি চালিয়েছেন। যাতে ক্রুসেডার ইথিওপিয়ান বাহিনীর **৩** সৈন্য নিহত হয়েছে। এবং আরও বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে।

একটি স্থানীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বাকুল রাজ্যের ওয়াজিদ শহরের রাস্তার পাশে একটি কূপের কাছে এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। যেটি এলাকায় অবস্থানরত দখলদার ইথিওপিয়ান সৈন্যরা ব্যবহার করতো।

বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই এক সেনা নিহত হয়। এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর আহত সেনাদের মধ্য থেকে আরও ২ সেনা মারা গেছে।

সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের হাতে মার খেতে খেতে এখন তাই আফ্রিকান ক্রেসেডার ইউনিয়ন ও পশ্চিমারা যেকোন উপায়ে সোমালিয়া ও পূর্ব আফ্রিকা ছেড়ে পালানর পথ খুঁজছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

আশ-শাবাবের হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত ১৩ সেনা সহ হতাহত ৩৯ গাদ্দার সেনা

সোমালিয়ায় দখলদার পশ্চিমাদের গোলাম সরকারি বাহিনীর উপর পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে সামরিক বাহিনীর **২০** গাদ্দার নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, তাদের প্রতিরোধ যোদ্ধারা গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি সোমালিয়া জুড়ে **প্রায় ৩ ডজনেরও বেশি** অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য দিবালোকেই একযোগে রাজধানী মোগাদিশু সহ দেশের ১২টি জেলায় সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাদে অসংখ্য ক্রুসেডার ও গাদ্দার সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। হামলাগুলো শত্রু বেষ্টিত "নিরাদ" এলাকায় হওয়ায় হতাহতের সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।

এদিন কেন্দ্রীয় শাবেলি রাজ্যে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধিন অঞ্চলে হামলা চালানোর চেষ্টা করে ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত *'দানব'* ফোর্স। এসময় শাবাব মুজাহিদগণ সোমালি বিশেষ এই বাহিনীকে কঠিন হস্তে দমন করেন। ফলে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় দানব ফোর্সের **৭** সদস্য, গুরুতর আহত হয় আরও **৬** সেনা সদস্য। মুজাহিদদের এই বীরত্বপূর্ণ অপারেশনে ধ্বংস হয় মার্কিন প্রশাসনের দেওয়া কয়েকটি সাঁজোয়া যানও।

মুজাহিদদের হাতে পরাজিত এই বাহিনীর জীবিত সদস্যদের জীবন বাঁচাতে ঘটনাস্থলে অবতরণ করে মার্কিন হেলিকপ্টার। পরে বিমানগুলোর সহায়তায় পালাতে সক্ষম হয় 'দানব' নামক আমেরিকার পালিত এই গোলমা ফোর্সের কমান্ডোরা।

এই অপারেশনের একদিন আগে সোমালিয়ার আফজাউয়ী, কিসমায়ো ও বারী শহরে আরও **৩টি** পৃথক অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যাতে ৪ গোয়েন্দা সদস্য সহ **৭** গাদ্দার সেনা নিহত হয়। সেই সাথে একজন আঞ্চলিক প্রশাসক সহ আরও **১৩** গাদ্দার সেনা আহত হয়। যাদের মাঝে **৫** সেনার অবস্থাই আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

অপরদিকে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানী মোগাদিশু, বাকুল ও আফজাউয়ী শহরে আরও **৩টি** পৃথক অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর **৩** গুপ্তচর, ইথিওপিয়ার **৩** সেনা ও সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর **১** সেনা কমান্ডার নিহত হয়। এই হামলাগুলোতে আতত হয় আরও বেশ কিছু গাদ্দার ও কুফফার সেনা।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্লেষকরা বলছেন- একদিকে যখন স্থানীয় এবং পশ্চিমা ক্রুসেডার ও গাদ্দার গোষ্ঠী আশ-শবাএর সাথে আলোচনা শুরু ও জেকন উপায়ে সোমালিয়া ছাড়ার সুযোগ খুঁজছে, সেই সময় আশ-শাবাব মুজাহিদিন তাদের উপর হামলার মাত্রা বৃদ্ধি করে এটাই প্রয়ান করছেন যে, সোমালিয়া ছাড়তে হলে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদেরকে সোমালিয়া ছাড়তে হলে তাঁদের কথা মেনে ও নত হয়েই ছাড়তে হবে। আর এমনটাই ঘটেছিল আফগানিস্তানেও।

আফগানিস্তানে তিন জাদুকরকে আটক করেছে তালিবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সদস্যরা ৩ জাদুকর কে গ্রেফতার করে ইসলামি আদালতে হস্তান্তর করেছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ শহর হেরাত থেকে তালিবান নিরাপত্তা কর্মকর্তারা যাদুবিদ্যা ও তাবিজের মত ঘৃণিত ব্যাবসার সাথে জড়িত ৩ ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করেছেন। জানা যায়, গ্রেফতারকৃত অপরাধীরা যাদু ও তাবিজের নামে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিত।

আটক করার সময় তাদের থেকে যাদু ও তাবিজ লেখার যাবতীয় জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিরাপত্তা কর্মীরা। পরে তাদেরকে বিচারের জন্য ইসলামি আদালতে হস্তান্তর করেন মুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য যে, জাদুবিদ্যা এবং তাবিজ নিয়ে ভন্ডামি হেরাতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। যেখানে এটি একটি নিয়মিত পেশা ও ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল আগের ইসলামবিরোধী সরকারের আমলে। তবে এটিকে প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারাত পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাদুকর ও তাদের অনুশীলনকারীদের বিরুদ্ধে জোরদার গ্রেফতার অভিযান চালাচ্ছে দেশটির নবগঠিত সরকার।

পাকি-সেনা ও পাক-তালিবানের মধ্যকার ১০ ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ে নিহত ১০

পাকিস্তানে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মধ্যে তীব্র এক লড়াই সংঘটিত হয়েছে। যাতে প্রতিরোধ বাহিনীর ৫ জন বীর মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন এবং গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনীর এক অফিসার সহ ৫ সেনা নিহত হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিন ওয়াম সীমান্তে ইসলাম বিরোধী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মধ্যে দীর্ঘ দশ ঘন্টার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

এই যুদ্ধে কাপুরুষ পাকিস্তানের গাদ্দার বাহিনী তাদের শত শত সৈন্য নিয়ে মাত্র পাঁচজন মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করে। এসময় তারা অত্যাধুনীক সামরিক সরঞ্জাম ও সাঁজোয়া যান নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সেই সাথে এই যুদ্ধে স্থল বাহিনীকে সহায়তা করতে হেলিকপ্টার নিয়ে যুক্ত হয় বিমান বাহিনীও।

ফলে অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত গাদ্দার সেনাবাহিনী ও প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়। এক ঘন্টা আর দুই ঘন্টা বরং ৫ জন মুজাহিদকে পরাস্ত করতে প্রায় ১০ ঘন্টা যাবৎ অভিযান চালায় গাদ্দার সেনারা। অবশেষে শত শত ইসলাম বিদ্বেষী সৈন্যের বিরুদ্ধে ঘন্টার পর ঘন্টা সাহসিকতার সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পানে ধন্য হন ৫ জন বীর মুজাহিদ। এরমধ্যমে এই বীর যোদ্ধারা তাদের পূর্ববর্তী সহযোদ্ধাদের মতো বুকে শাহাদাতের পদক নিয়ে জান্নাতের গন্তব্যের দিকে যাত্রা করেন। (ইনশাআল্লাহ্)

তবে দশ ঘন্টা ধরে চলা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি মুজাহিদদের শাহাদাতের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় নি। কেননা এই বীরেরা শাহাদাতের আগে পাকিস্তানি গাদ্দার সেনাবাহিনীর এক এসএসজি অপারেটিভ সহ অন্তত ৫ সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করেন।

অবশ্য বিশ্লেষকরা বলছেন, গাদ্দার পাকি সেনা ও টিটিপি মুজাহিদিনের মধ্যে সংঘটিত এসকল লড়াইয়ের তীব্রতা দেখেই বুঝা যায় যে, অতি দ্রুত সময়ের মধ্যেই ঐ অঞ্চলটিও ইসলামি শরিয়তের শাসনাধিনে আসতে যাচ্ছে।

"যে হিন্দুরা আমায় ভোট দেবে না তাঁদের শরীরে বইছে মুসলিম রক্ত" : বিজেপি বিধায়কের

ভারতে চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণের আগে এক নির্বাচনী প্রচারসভায় বিতর্কিত মন্তব্য করছে ডোমারিয়াগঞ্জ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং। এই বিজেপি বিধায়ক এক জনসভায় বলেছে, *"যে সমস্ত হিন্দুরা আমায় ভোট দেবে না তাঁদের শরীরে নিশ্চিতভাবেই মুসলিম সম্প্রদায়ের রক্ত বইছে।"* মুহূর্তের মধ্যেই বিজেপি বিধায়কের এই বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই যথারীতি বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দার ঝড়।

৩ মার্চ ডোমারিয়াগঞ্জ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। এবার পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য লড়াই চালাচ্ছে রাঘবেন্দ্র প্রতাপ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে বিধায়ককে বলতে শোনা গেছে, ***"বলুন তো কোনও মুসলিম কি আমায় ভোট দেবে? তাই প্রত্যেক হিন্দুর উচিত আমাকে ভোট দেওয়া। মনে রাখবেন, যে সমস্ত হিন্দু আমাকে সমর্থন না করে অন্য কোন পক্ষকে সমর্থন করবেন নিশ্চিতভাবেই তাঁদের শিরা ধমনীতে মুসলিম রক্ত বইছে। আসলে ওরা হলেন দেশদ্রোহী। অতীতে এত হিংসার ঘটনা দেখার পরও যদি কোন হিন্দু আমাকে ভোট না দিয়ে অন্য কাউকে ভোট দেয় তবে সেটা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।"***

ভোটারদের কার্যত হুমকি দিয়ে রাঘবেন্দ্র বলেছে, "কেউ যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে আমি সেটা মেনে নেব না। যদি কেউ আমায় অপমান করা তবে আমি সেটা মেনে নেব। কিন্তু যদি আমাদের হিন্দু সমাজকে কেউ অসম্মান বা অপমান করার চেষ্টা করে তবে আমি সেটা কখনওই মানব না।"

ডোমারিয়াগঞ্জে প্রায় ৩৯.৮ শতাংশ মুসলিম বসবাস করে।কার্যত সে মুসলিমদের হুমকি দিয়ে রেখেছে। পাশাপাশি যারা সাধারণ হিন্দু যারা তাদেরকেও হিন্দুত্ববাদীদের আওতায় আনতে মুসলিম বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়েছে।

বিশ্লেষকরা তাই আশংকা প্রকাশ করেছেন, উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে বিজেপি বা অন্য কোন দল - যে ই নির্বাচিত হোক না কেন, উভয় অবস্থাতেই নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় মুসলিমদের উপর হিন্দুদের চড়াও হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. 'Hindu Who Doesn't Vote For Me Has Miyan Blood in Veins': BJP MLA Threatens Muslims With Violence https://tinyurl.com/yeymyz26

আল-কায়েদার সফল আঘাতে ৩ এরও বেশি ইথিওপিয়ান সৈন্য নিষ্ক্রিয়

দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ায় ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়নের কথিত *'শান্তিরক্ষী'*দের লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এত বেশ কিছু ইথিওপিয় ক্রুসেডার নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছে।

বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব নিশ্চিত করেছে যে, তাদেরর বীর যোদ্ধারা এই হামলাটি চালিয়েছেন। যাতে ক্রুসেডার ইথিওপিয়ান বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে। এবং আরও বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়েছে।

একটি স্থানীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বাকুল রাজ্যের ওয়াজিদ শহরের রাস্তার পাশে একটি কূপের কাছে এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। যেটি এলাকায় অবস্থানরত দখলদার ইথিওপিয়ান সৈন্যরা ব্যবহার করতো।

বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই এক সেনা নিহত হয়। এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর আহত সেনাদের মধ্য থেকে আরও ২ সেনা মারা গেছে।

সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের হাতে মার খেতে খেতে এখন তাই আফ্রিকান ক্রেসেডার ইউনিয়ন ও পশ্চিমারা যেকোন উপায়ে সোমালিয়া ও পূর্ব আফ্রিকা ছেড়ে পালানর পথ খুঁজছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ফিলিস্তিন বলতে কোন রাষ্ট্র থাকবে না : দাবি ইসরাইলের

উড়ে এসে জুড়ে বসা ইহুদিরা ফিলিস্তিনে শুধু দখলদারিত্ব ও আগ্রাসনই কায়েম করেনি, তারা এখন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে।

সম্প্রতি জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হয় তথাকথিত মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে। কনফারেন্সে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যুতে, বিশেষ করে ক্রুসেডারদের স্বার্থে আঘাত এসেছে- এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা হয় আফগানিস্তান পরাজয়, মালিতে মুজাহিদিনদের কাছে ক্রমশ খারাপ হতে থাকা ক্রুসেডারদের পরিস্থিতি, হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চলসহ ইউক্রেন ও রাশিয়া ইস্যুতে।

উক্ত কনফারেন্স-এ দখলদার অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেনি গ্যান্টেজও ইসরাইলের নিরাপত্তা ইস্যুতে বক্তব্য দেয়। তার বক্তব্যে উঠে আসে ফিলিস্তিন নিয়ে ইসরাইলের ঘৃণ্য পরিকল্পনা কথা।

সন্ত্রাসী গ্যান্টেজ ইসরাইলের নিরাপত্তা ইস্যু টেনে এনে দাবি করে, 'ভবিষ্যতে ফিলিস্তিনিদের পূর্ণাঙ্গ কোন রাষ্ট্র থাকবে না। শুধু ফিলিস্তিনিদের একটি সত্তা থাকবে।'

কনফারেন্সে কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল। তবে এরা কেউ সন্ত্রাসী গ্যান্টেজের বক্তব্যের কোন বিরোধিতা করেনি। বরং উল্টো ঐ সন্ত্রাসির বক্তব্যের প্রতি তাদেরকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াই গিয়েছে।

অথচ, কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘসহ বরাবরই ইসরাইল ও ফিলিস্তিন দুটি আলাদা রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলে আসছে। ইসরাইল এখন তাদের সম্মুখেই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে অস্বীকার করেছে। এছাড়াও নিয়মিতই দখলদারত্ব বৃদ্ধি করছে ফিলিস্তিনে, বাড়িঘর গুড়িয়ে দিচ্ছে মুসলিমদের, অন্যায়ভাবে খুন ও গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখছে মুসলিমদের- এরপরও ঐ 'কথিত মানবতাবাদীরা' নিরব।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ নিরবতা তখনই ভাঙবে, যখন মুসলিমরা নিজেদের রক্ষার্ সংগ্রামে নিজেরা ব্রত হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Israel's War minister: Palestinians will have 'an entity,' not a state- https://tinyurl.com/2p82syar

---

আবারো পিটিয়ে মুসলিম খুন : আবারো স্পটলাইটে 'কথিত গোরক্ষা ইস্যু'

ভারতে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু করতে যেন আর তর সইছে না উগ্র হিন্দুদের। একের পর এক ইস্যু দাড় করিয়ে তারা হয়তো দ্রুত সময়ের মধ্যেই মুসলিম গণহত্যা শুরু করে দিতে চাইছে। হিজাব ইস্যু্যে রেশ না কাটতেই এখন তাই আবার সামনে এসেছে গো-রক্ষার নামে পিটিয়ে মুসলিম হত্যার পুরানো ইস্যু।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, খলিল আলম নামে এক মুসলিম তরুণকে গোরক্ষকরা পিটিয়ে খুন করে। পরে তার দেহটি পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করে ঐ বর্বর হিন্দু সন্ত্রাসীরা। শেষ পর্যন্ত দেহটি বুড়িগন্ডক নদীর তীরে পুঁতে দেয় উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোরক্ষকরা। তার লাশের উপর লবন ছিটিয়ে দিয়েছে, যেন দ্রুত পঁচে যায়।

ভারতে এখন যেন এমনই শস্তা হয়ে গেছে মুসলিমদের জীবন!

জানা গিয়েছে, খলিল আলম বিহারের সমস্তিপুর জেলার বাসিন্দা। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর পরিবার স্থানীয় থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে। কয়েকদিন ধরে এক ব্যক্তি খলিলের মোবাইলে ফোন করে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। ওই ব্যক্তি জানান, খলিল তাঁর থেকে ৫ লক্ষ টাকা ধার করেছে। ওই টাকা শোধ না করলে খলিলের কিডনি বিক্রি করে সে টাকা তুলবে।

কিন্তু এরই মধ্যে সামনে আসে আরও একটি ভিডিও। এই ভিডিওতে দেখা যায়, খলিল হাতজোড় করে গোরক্ষকদের কাছে ক্ষমা চাইছেন। গোরক্ষকরা খলিলের কাছে জানতে চাইছে, - 'তারা কোথায় গো-হত্যা করে? গো-হত্যার সঙ্গে কারা জড়িত? তোদের কোরআন কি গোমাংস খেতে বলেছে?' ইত্যাদি নানা অবান্তর প্রশ্ন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ভিডিওতে গোরক্ষকদের অশালীন ভাষা ব্যবহার করতেও দেখা গেছে। ইতিমধ্যেই ওই ভিডিও নিয়ে মানুষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা শুরু হয়েছে।

বিগত কয়েক বছর আগে গোমাংস রাখার অজুহাতে উত্তরপ্রদেশে হিন্দুত্ববাদী গোরক্ষকরা পিটিয়ে খুন করেছিল আখলাক আহমেদকে। সেই খুনের এখনো বিচার হয়নি আর হবারও সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। মুসলিমদের উপর জুলুম-নিপীড়নের বিচার না করে হিন্দুত্ববাদীদের অভয় দেওয়ার যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে, তার ফলে একই জুলুমের পুনরাবৃত্তি হল এবার বিহারে।

একে একে নামাজে বাধা, গণহত্যার আহ্বান, হিজাব বিতর্ক ও হিজাব ইস্যু নিয়ে হামলা-আক্রমনের পর এখন আবার গো-রক্ষার ইস্যু সামনে মুসলিমদের উপর চরান্ত গণহত্যা চালানোর তোড়জোড় শুরু করেছে হিন্দু সন্ত্রাসীরা। অবস্থাদৃষ্টে তাই মুসলিমদেরকে নিজের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে জোড় তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন হকপন্থী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

১। Bihar: তরুণকে পিটিয়ে খুন, অভিযোগ গোরক্ষকদের বিরুদ্ধে
https://tinyurl.com/2p8fvtx2
https://tinyurl.com/mwtjsp3c

এফ সি বার্সেলোনা : ফুটবলের আড়ালে সহজগ্রাহ্য করছে বিকৃত যৌনতা

গত কিছুদিন আগে নিজেদের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজে সমকামিতার পক্ষে পোস্ট করে ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা।

বর্তমানে আমদের তরুন সমাজের একটি বড় অংশই নিজেদের ব্যস্ত রাখে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে। এই তরুনদের অনেকেই হয়তো শুক্রবার ছাড়া নামায পড়ার সময়টাও করে উঠতে পারে না, দুনিয়াবি 'ব্যস্ততার' কারণে। **অথচ এই ক্লাব ফুটবলে তারা নির্দ্বিধায় অপচয় করছে নিজেদের মূল্যবান সময়।**

আর এই বার্সিলোনা তো আমাদের দেশের অধিকাংশ তরুণের কাছেই নিজের পছন্দের ক্লাব। নিজের পছন্দের দলের সমর্থনে তারা অপর দলের সমর্থক অপর মুসলিম ভাইকে গালিগালাজ এমনকি মারধর করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

কোন আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট হলে তো আমাদের দেশের প্রায় এলাকাতেই ব্রাজিল-সমর্থক আর আর্জেন্টিনা-সমর্থকদের মধ্যে মারামারি একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এখন এর সাথে যুক্ত হয়েছে বার্সা-রিয়াল কিংবা ম্যানইউ-ম্যানসিটি নিয়ে হানাহানি।

তবে এর চেয়েও ভয়াবহ বিষয় হলো, সমকামিতার মতো জঘন্য একটি ব্যপারকে প্রচারের জন্য পশ্চিমারা আজ ব্যবহার করছে এসকল ক্লাবকে। আর নাদান মুসলিমরা জেনেরাশন-ট্রেন্ড ফলো করার নামে এই নির্লজ্জতা আর অশ্লীলতার স্রোতে গা ভাসাচ্ছে।

নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের মুসলিম তরুণদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে সেসকল ক্লাবের কথিত 'স্টার'দের। খুব কৌশলে তাদের অবচেতন মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ্‌র আইনের সাথে অবাধ্যতার বিষয়টি।

এভাবেই তারা কৌশলে নিজেদের নোংরা ভ্রষ্টতার আদর্শকে ছড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের মুসলিম তরুণদের মাঝে।

তাই এখন সময় হয়েছে আমাদের সচেতন হবার। এবং সেই সাথে আমাদের মুসলিম ভাইদেরও এই বিষয়ে সচেতন করার। তা না হলে, সেদিন বেশি দূরে নয় যে, পশ্চিমাদের মতো আমাদের সমাজের কিছু কুলাঙ্গারও সমকামি বিয়ের আইনি বৈধতার দাবিতে রাস্তায় মিছিল করবে।

লিখেছেন : আবু-উবায়দা

কর্ণাটকে প্রতিবাদী মুসলিম ছাত্রীর ভাইয়ের উপর হিন্দুত্ববাদীদের হামলা, বাবার দোকানপাট ভাঙ্গচুর

কর্নাটকে স্কুল-কলেজে হিজাব নিষিদ্ধ করার বিরোধিতা করে কথিত আদালতে গিয়েছেন মুসলিম ছাত্রী হাজরা শিফা। হিন্দুত্ববাদী আদালতে গিয়ে নিজেদের অধিকার পাওয়ার পরিবর্তে নানাভাবে হয়রানি হয়েছেন। এ বার তার পরিবারের উপর হামলা করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই ছাত্রী জানান, হিজাব পরা নিয়ে তার অবস্থানের কারণেই হিন্দুত্ববাদী উগ্র জনতা তার ভাইকে আক্রমণ করেছে।ব্যাপক মারধর করেছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে। এবং তার বাবার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে গেরুয়া সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে।

মুসলিম ছাত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, **'এর পর হামলার শিকার কে হবেন?'**

"হিন্দুত্ববাদীরা আমার ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল। শুধু এই কারণে যে, আমি আমার হিজাবের পক্ষে দাঁড়িয়েছি যা আমার ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার। আমাদের সম্পত্তিও নষ্ট হয়েছে। কেন?? আমি কি আমার অধিকার চাইতে পারি না?"

জানা গেছে, কর্ণাটকের উদুপি জেলার মালপের বিসমিল্লাহ হোটেলে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ ওই ছাত্রীর ভাই সাইফকে মারধর করা হয়েছে। হামলাকারীরা ২০-৩০ জন ছিল।

সারাদেশে মুসলিম ছাত্র, কর্মী এবং বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, যে মুসলিমদের ধর্মীয় পোষাক এবং বিধিবিধানের উপর এই নিষেধাজ্ঞা দেশের ২০০ মিলিয়ন মুসলমানদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী মূল্যবোধ আরোপ করার বৃহত্তর হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডার অংশ।

যাদেরকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল বিশ্বের বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ, তারাই নিজেদের অধিকারের জন্য কথা বলার কারণে প্রকাশ্যে মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে।

তবে বিভিন্ন ইস্যুতে মুসলিম উম্মাহ ও বিশ্ববাসী এখন এটা নিশ্চিত হয়েছে যে, ভারত শুধুই মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য হিন্দুত্ববাদের নরখাদক দেহের উপর গনতন্ত্রের পোশাক পরেছিল। মুসলিমদের তখন এই বলে ধোঁকা দেওয়া হত যে, সকলের মত তোমাদের অধিকারও সমান। কিন্তু এখন যখন ভারত তার ঐ কথিত গণতন্ত্র ও সমঅধিকারের খোলস ছেড়ে তার হিন্দুত্ববাদী ভয়ংকর চেহারা সামনে আনছে, সকল ক্ষেত্রেই মুসলিমরা হিন্দুত্বাদীদের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

তাই মুসলিমদেরকে মুখোশধারি ও মুখোশ-ছাড়া - সকল হিন্দুত্ববাদীদের মিথ্যার বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে বাস্তবতাকে মকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

১। My brother attacked, father's shop targeted for fighting hijab ban: Muslim student in Karnataka
https://tinyurl.com/mpxu6phb
২। https://tinyurl.com/2p97j63j

২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

চট্রগ্রামে ২১শে বই মেলায় নিষিদ্ধ ইসলামি বই

চট্রগ্রাম একুশে গ্রন্থমেলায় ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশকারী কোন প্রতিষ্ঠানকে স্টল দেওয়া হয়নি। এমনকি অন্যান্য স্টলেও ইসলামি মৌলবাদের অভিযোগ তুলে কোন ইসলামিক বই রাখতে দেয়া হয়নি।

ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশকারী কোন প্রতিষ্ঠান স্টল না পেলেও, স্টল পেয়েছে বহুল সমালোচিত উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন **ইসকন**। বাংলাদেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদের চর্চা এবং সাম্প্রদায়িক উসকানির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সংগঠনটিকে বইমেলায় স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

চট্টগ্রাম সিটি (চসিক) মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছে, *'আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, চট্টগ্রামের একুশে বই মেলায় কোনো মৌলবাদী বই রাখা যাবে না।'*

পাঠকদের অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে, 'মৌলবাদী' বই কোনগুলো?

এই কপট নেতারা এ প্রশ্নের উত্তর কখনোই দিবে না। বরং এটাকে অজুহাত হিসেবে সকল ইসলামি বইকে নিষিদ্ধ করাই তাদের উদ্দেশ্য।

তারা যে বইগুলোকে 'মৌলবাদী' বই বলে সেগুলো তো কুরআন হাদিস থেকেই লেখা হয়। তাহলে তাদের সমস্যা কোথায়?

প্রকৃত সমস্যা হল তাদের অন্তরে লুকায়িত কোরআন-হাদিসের প্রতি অবজ্ঞা আর ইসলাম ও মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষ। সরাসরি বললে মুসলিমদের বোকা বানানো যাবে না তাই, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বা অন্য কোন পরিভাষা ব্যবহার করে কথাগুলো বলে থাকে এরা। মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ থাকলেও হিন্দুদের প্রতি তাদের নমনীয়তার কমতি নেই।

একুশের বইমেলায় ইসকনকে কোন আইনে স্টল বরাদ্দ দেয়া হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। **৯২% মুসলিমদের দেশে যে মেলায় ইসলামী কোনো প্রকাশনীকে স্টল বরাদ্দ দেয়া হয় না, সেখানে কেন ইসকনকে স্টল বরাদ্দ দেয়া হলো এ নিয়ে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও প্রশ্ন তুলেছেন।**

আর এই প্রশ্নের উত্তর এবং এর সমাধান এদেশের ইসলামপ্রিয় সাধারণ মুসলিমদেরকেই করতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন হক্কানি উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

১। চট্টগ্রাম বই মেলায় রাখা যাবেনা মৌলবাদী বই : চসিক মেয়র -https://tinyurl.com/5fnrakcn

২। 'মৌলবাদী বই' নিষিদ্ধ চট্টগ্রামের মেলায় - https://tinyurl.com/8vbjuknr

---

ফটো রিপোর্ট | ভারতের কর্ণাটকের শিমোগা শহরে হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা ২দিন ধরে মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে

হিজাব নিয়ে মুসলিমদের অনড় অবস্থান ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মুসলিমদের বাড়িঘর, দোকানপাট, মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরস্তানে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা।

বিজেপির মুসলিম বিদ্বেষী নেতা ঈশ্বরাপ্পা বজরং দলের এক সদস্যের মৃত্যু দায়ভার ভিত্তিহীনভাবে গায়ের জোরে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে উক্ত ঘটনার রাজনীতিকরণ করেছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উস্কে দিয়েছে। **এর পরেই মূলত কর্ণাটকের শিমোগা শহরে ও বিভিন্ন স্থানে মুসলিম-বিরোধী ক্ষোভ ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।** উগ্র হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা নিরপরাধ মুসলমানদের টার্গেট করে হামলা চালাতে শুরু করে। এখন পর্যন্ত অনেক মুসলিমের ঘরবাড়ি, ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদরাসার উপর হামলা করেছে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, সাথে পুলিশ থাকলেও হামলা করা থেকে বারণ করেনি। কর্ণাটকের হিন্দুত্ববাদী পুলিশ প্রশাসন বজরং দলকে মুসলিমদের উপর হামলা চালাতে সহায়তা করেছে। বজরং দলের সন্ত্রাসীরা এক মুসলিম ট্রাক ডাইভারকে রাস্তায় পেয়ে মারধর করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। এমনকি যে মুসলিমকেই সামনে পেয়েছে তার উপরই হামলে পড়ছে।

ভারতে ব্যাপক ভিত্তিক মুসলিম নিধনযজ্ঞ কি তাহলে শুরুই করে দিল হিন্দুরা? - এমন প্রশ্ন এখন করছেন খোদ বিশ্লেষকরা।

তবে সেটা শুরু হতে যে খুব বেশি বাকি নেই, এব্যপারে সকলেই একমত।

নীচে মুসলিমদের উপর ও তাদের বিভিন্ন স্থাপনার উপর উগ্র হিন্দুদের হামলার কিছু দৃশ্য ও তথ্যসূত্রের লিংক থেকে ভিডিও দেখুন -

https://alfirdaws.org/2022/02/22/55797/

দেশে দেশে ইসলামবিদ্বেষ || নিউজিল্যান্ডে মুসলিম কিশোরীর হিজাব ছিঁড়ে মারধর

নিউজিল্যান্ডের একটি গার্লস স্কুলে মুসলিম কিশোরীকে নৃশংসভাবে মারধর করার পর হিজাব টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে ক্রুসেডীয় আদর্শধারী একদল খ্রিস্টান।

বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টস অপরেশন এগেইনস্ট মুসলিম (DOAM) জানায়, স্থানীয় কয়েকজন খ্রিস্টান যুবক মুসলিম শিক্ষার্থীদের অপমান করার উদ্দেশ্যে আরবি শব্দের অর্থ জানতে চায়। মুসলিম শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

এর পরই কিশোরীদের উপর চড়াও হয় ঐ খ্রিস্টান যুবকরা। এসময় তারা কিশোরীদের শারীরিকভাবে আঘাত করতে থাকে। কিল-ঘুষি মারতে মারতে এক সময় তাদের হিজাব টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

পরে আহত অবস্থায় তাদের হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতালে নেয়ার পরও আক্রমণকারীরা সহিংস ছিল। তারা সেখানে চিৎকার করে মুসলিম নারীদের নিয়ে অশ্লীল গালাগালি ও সন্ত্রাসী বলতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, নিউজিল্যান্ডের এ ঘটনাটি হলুদ মিডিয়া ঠাই পায়নি। কেননা এ ঘটনাটি ঘটেছে মুসলিমদের সাথে।

আর নিউজিল্যান্ডে মুসলিম নির্যাতন কোন নতুন ঘটনা নয়। ক্রাইস্টচার্চে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় উগ্র সেতাঙ্গবাদী ব্রেন্টন হ্যারিসন কর্তৃক ৫০ জন মুসলিমকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার ঘটনা সহ অন্যান্য ইসলামবিদ্বেষী ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে সেখানে। এর পরেও পশ্চিমা দালাল মিডিয়া মিডিয়া নিউজিল্যান্ডকে 'শান্তির দেশ' বলে প্রচার করে থাকে।

বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের উপর বিভিন্ন জাতির চালানো অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতনের ব্যাপারে জাতিসংঘ, কথিত সুশীল সমাজ বা হলুদ মিডিয়া – এরা সবাই সম্পূর্ণ নির্বাক ভূমিকা পালন করে। অথচ যদি বিশ্বের কোথাও কোন নামধারি মুসলিমও অন্য কাউকে অত্যাচার তো দূরের কথা, নিজের উপর হওয়া অন্যায়-অবিচারের বদলা নেওয়ার জন্যেও যদি কিছু করে, তখন ঐ মানবতাবাদের মুখোশ পরিহিত কথিত সুশীলরা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে, আর পক্ষপাতিত্বমূলক মানবাধিকারের বুলি আওড়াতে থাকে।

এভাবেই তারা মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগ তুলে মুসলিমদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদকারী ও প্রতিরোধকারী উম্মাহর বীর সন্তানদেরকে সন্ত্রাসী-উগ্রবাদী বলে ক্রমাগত মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে। মুসলিমদের প্রতি মিথ্যা-বানোয়াট অভিযোগ ও বিদ্বেষ ছড়াতে কিংবা উম্মাহর বীরদের নামে কুৎসা রটনা করতে তারা সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করে না, এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না।

তথ্যসূত্র:

1. Muslim teen brutally beaten and #Hijab Ripped Off in #NewZealand school - https://tinyurl.com/yyrdfmc9

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

কর্নাটকে হিজাব পরে কলেজে আসায় ৫৮ জন মুসলিম ছাত্রীকে বহিষ্কার

ভারতের কর্নাটকে প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজে হিজাব পরার নিসেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি হিজাব নিষিদ্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। একারণে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে, কর্ণাটকের শিবমোগা জেলার একটি স্কুল থেকে ৫৮ জন মুসলিম শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ।

এদিকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের পরও শিক্ষার্থীরা তাদের দাবিতে অনড়। তারা বলেন, **"হিজাব আমাদের অধিকার। আমরা মরতে রাজি আছি। তবে হিজাবের সঙ্গে আপস করব না।"**

বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের স্কুলে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাদের এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে।

মামলার ঘটনা ঘটেছে তুমাকুরু জেলার একটি সরকারি প্রি ইউনিভার্সিটি কলেজেও। ওই ছাত্রীরা হিজাব পরে কলেজে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন, তখন পুলিশ তাদের পথ আটকায়। ওই ছাত্রীরা তাদের প্রিন্সিপাল এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে জবাব চাইছিলেন- কেন হিজাব পরে তাদের কলেজে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এই ঘটনার পরেই কলেজের প্রিন্সিপাল পুলিশের কাছে ওই ছাত্রীদের নামে মামলা করে।

হিজাব পরা নিয়ে বিক্ষোভ রাজ্যের কোডাগু, চিত্রদুর্গ, দাভানগেরি, ব্যাঙ্গালোর সহ নানা জায়গাতেই হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরের কাছে তুমাকুরুর একটি কলেজে একজন শিক্ষিকাকে হিজাব খুলতে বলার কারণে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। ওই শিক্ষিকা ইংরেজি পড়াতেন কলেজে। কর্তৃপক্ষ তাকে হিজাব ছাড়া ক্লাস নিতে বললে তিনি ইস্তফা দেন।

এভাবেই হিন্দুত্ববাদীরা গণতন্ত্রের ধোঁকায় ফেলে মুসলিমদেরকে দুর্বল করে ও নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করছে। আর এখন তারা মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছে। তাই মুসলিমদেরকে এই 'গণতান্ত্রিক ধোঁকাবাজি' থেকে বেরিয়ে এসে নববী মানহাজ অনুসারে সমাধান খোঁজার আহবান জানিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

১। ভারতে হিজাব বিতর্ক: কর্নাটকে হিজাব পরে কলেজে আসার জন্য ৫৮ জন মুসলিম ছাত্রী বহিষ্কার https://tinyurl.com/5n7ax4xc

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা পুলিশের পোশাকে বাড়িতে ঢুকে মুসলিম ছাত্রনেতাকে খুন

ভারতে মুসলিমদের জান মালের কোন নিরাপত্তা নেই। এমনকি নিজের বাড়িতেও নয়। হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে যেসব মুসলিমরা প্রতিবাদ করছেন, তাদেরকে নানা কৌশলে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাউকে মিথ্যা মামলা দিয়ে আর কাউকে খুন করে। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা জানে মুসলিমদের হত্যা করলেও তাদের কোন শাস্তি হবে না।

হত্যাযজ্ঞের ধারাবাহিকতায় এবার তারা বাড়িতে ঢুকে মুসলিম প্রতিবাদী ছাত্রনেতাকে অভিনব কায়দায় খুন করেছে। পুলিশের পোশাক পরিহিত একজনসহ চার অজ্ঞাত হিন্দুত্ববাদী যুবক ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তাকে খুন করে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উলুবেড়িয়ার আমতায় চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। নিহত ছাত্রনেতার নাম আনিস খান (২৮)। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী তিনি। বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। পরিবারের লোকেরা শুক্রবার রাতে তাকে তিনতলা বাড়ির নিচে পড়ে থাকতে দেখেন।

পরিবারের দাবি, জোর করে তিন দুষ্কৃতকারী ঘরে ঢুকে ছাদে উঠে আনিসকে ছাদ থেকে ফেলে খুন করেছে। আনিস এলাকায় অন্যায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মুখ বলে পরিচিত ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে বাড়িতে ছিলেন আনিস। ওই সময় চারজন দুষ্কৃতকারী তাঁদের বাড়িতে আসে। তিনজন সাধারণ পোশাকে থাকলেও একজন ছিল পুলিশের পোশাকে এবং তার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

পরিবারের সদস্যরা জানান, তারা বারবার আনিসের নাম করে ডাকছিল। ওই সময় আনিসের বাবা সালাম খান বেরিয়ে আসেন। প্রথমে দরজা খুলতে চাননি তিনি, পরে দুষ্কৃতকারীরা হুমকি দিয়ে দরজা খুলতে বাধ্য করে।

দুষ্কৃতকারীরা জানায়, বাগনান থানায় আনিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে আটক করতে এসেছে।

সালাম খান দরজা খুলে দিলে আনিস কোথায় জানতে চায় তারা। সালাম জানান, আনিস বাড়িতে নেই। তার পরেও সাধারণ পোশাকে থাকা তিনজন সোজা ছাদে উঠে যায়। পুলিশের পোশাক পরা যুবক সালাম খানকে নিচে আটকে রাখে। আনিস ওই সময় বাড়ির ছাদে বসে ছিলেন।

আনিসের বাবা বলেন, ‘কিছুক্ষণ পর এই তিনজন নেমে আসে এবং পুলিশের পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে বলে, 'স্যার হয়ে গেছে চলুন।' এর পরেই তারা বেরিয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, ‘ধপ করে কিছু একটা পড়ার আওয়াজ শুনি। এর পরে নিচে গিয়ে দেখি ছেলে পড়ে রয়েছে।’

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসী জড়ো হয়। খবর পেয়ে আসে আমতা থানার পুলিশ। পুলিশকে প্রথমে মরদেহ সরাতে দেয়নি স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের ধরার দাবি জানান তারা। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তদন্ত করার পরিবর্তে ১০টার দিকে এসে মরদেহ নিয়ে যায়।

জানা গেছে, আনিস কলকাতায় থাকেন, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত। সাধারণত সপ্তাহে বাড়িতে আসেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি বাড়ি এসেছিলেন ওই এলাকায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে রাত ১টার পরে বাড়ি ফেরেন তিনি।

ভারতের একজন আইন বিশেষজ্ঞ মুফাক্কিরুল ইসলাম বলেছেন, এটা সম্পূর্ণ হিন্দুত্ববাদীদের পরিকল্পিত ঘটনা। অন্যথায় কোন আসামি রাইফেল নিয়ে মর্ডার করতে যায় না।

গত এক মাসের ভিতরে প্রায় ৪জন মুসলিম যুবককে হিন্দুত্ববারীরা খুন করেছে একই কায়দায়। এই হত্যাগুলোকে তাই বর পরিসরে গণহত্যা শুরু করার আলামত হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:

১।Anis Khan’s murder: Bengal student leader earlier told police his “life is in danger” https://tinyurl.com/2p9anvtn
২।পুলিশের পোশাকে ছাদ থেকে ফেলে ছাত্রনেতাকে হত্যা! https://tinyurl.com/3fh2p83a

---

উত্তর প্রদেশের মতো আসামেও ইতিহাস মুছে দিতে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম নাম পরিবর্তন

আগামী মুসলিম প্রজন্মকে পূর্বসূরিদের গৌরবমাখা ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হিন্দুত্ববাদীরা নানা চেষ্টা করে যাচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে মুসলিম মনীষীদের ইতিহাস বাদ দিয়ে দিচ্ছে। মুসলিমদের ইতিহাস জড়িত বিভিন্ন অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) যেসব এলাকায় ক্ষমতায় রয়েছে সেসব এলাকার বিভিন্ন স্থানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। বছর তিনেক আগে উত্তর প্রদেশের বড় শহর এলাহাবাদের নাম পরিবর্তন করে প্রয়াগরাজ করা হয়েছে। দিল্লির লাগোয়া গুরগাঁওয়ের নাম হয়েছে গুরুগ্রাম। ফইজাবাদ শহরের নাম পাল্টে অযোধ্যা করা হয়েছে।

এবার সেই হাওয়া লেগেছে ভারতের আসামে। ভারতের আসামের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করা হবে বলে জানিয়েছে রাজ্যের হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। গত বুধবার (১৬/০২/২২)এবিষয়ে সে টুইট করে। এতে সে বলেছে, ‘কোনো শহর, নগর বা গ্রামের নাম তার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সভ্যতার সঙ্গে সংগতি রেখে হওয়া উচিত।’

ঐ হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছে, *এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করা হবে। সেখানে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হবে। আসামের যেসব স্থানের মুসলিম নাম রয়েছে, সেগুলো পরিবর্তনের ব্যাপারে পরামর্শ নেবে রাজ্য সরকার।*

তবে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিষয়ক একজন গবেষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে গণমাধ্যমকে বলেন, আসামে দীর্ঘ সময় ধরেই মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস। এখানে মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ মুসলমান। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নামের সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন স্থানের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন বরাক উপত্যকার নাম করিমপুর। হয়তো এমন জায়গাগুলোর নাম পাল্টে যাবে।

আসাম এবং পূর্ব ভারতে এই নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এখনো সেভাবে চালু না হলেও এবার তা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আসামে দীর্ঘ সময় ধরেই মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস। এখানে মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ মুসলমান। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নামের সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন স্থানের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন বরাক উপত্যকার নাম করিমপুর। হয়তো এমন জায়গাগুলোর নাম পাল্টে যাবে।

এদিকে ১৮ শতকের মহীশূরের মুসলিম শাসক টিপু সুলতান হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিল বলে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে তার নামে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় কোনও বিষয়ের নাম রাখা মেনে নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি।

এদিকে যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশে স্থাপনা ও এলাকার মুসলিম নাম বদলে হিন্দু নাম রাখার ধুম পড়েছে। মোঘলসরাইয়ের নাম বদলে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নগর করা হয়েছে। এলাহাবাদের নাম হয়েছে প্রয়াগরাজ। একইভাবে ফইজাবাদ হয়েছে অযোধ্যা। সেই নামবদলের হিড়িকে এবার রাতারাতি বদলে দেওয়া হলো প্রায় দেড়শ' বছরের পুরনো স্টেশনের নাম। সেখানে ঐতিহাসিক ফইজাবাদ স্টেশন এখন থেকে পরিচিত হবে অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন হিসেবে। উত্তর প্রদেশ সরকার সূত্রে খবর, মন্দিরের আদলে গড়ে তোলা হবে এই নয়া রেল স্টেশন।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এই ধরণের কাজই খুব মন দিয়ে করেছে হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথ। মেরুকরণের পালে হাওয়া দিতেই রাজ্যে একের পর এক মুসলিম এলাকার নাম বদলাচ্ছে।

ক্ষুব্ধ ইতিহাসবিদদের একাংশের বক্তব্য, শুধু মুসলিম বিদ্বেষের মেরুকরণে সুড়সুড়ি দিতেই নামবদলের এই উদ্যোগ। এতে জায়গাটির ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সেটি ক্ষতিকর। তাদের আশঙ্কা, এই ধারা অব্যাহত থাকলে হয়তো দ্রুতই রাজ্যের ইতিহাস বিজড়িত সব মুসলিম নামই বদলে দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ঐতিহাসিক দলিল বা তথ্যকে উপেক্ষা করে যখন কেউ বা কারা ইতিহাস নিয়ে বুলি আওড়ান, তখন তাদের 'বোধহীন' অথবা 'বিকৃতমনষ্ক' বলে দাবি করতে হয়।

বিশ্লেষকরা বলেন, বলতে দ্বিধা নেই, যোগী আদিত্যনাথের ইতিহাসের যথেষ্ট জ্ঞান নেই। তা নিয়ে সে যে আজগুবি কথা বলছে, তার পিছনে আবার একটি মস্ত চক্রান্ত রয়েছে। গৈরিক ঐতিহাসিকরা ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় নতুন ব্যাখ্যার আমদানির চেষ্টা চালাচ্ছে। তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে সেই বিতর্ক হলে তর্ক করতে অসুবিধা নেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা হচ্ছেও। কিন্তু যোগী যে ইতিহাস বলছে, তা বিতর্কেরও অযোগ্য। ভাবতে অবাক লাগে, তার পারিষদগণ, তার আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল ধরিয়ে দিতে পারেন না বা ভয় পান।

তারা বলেন, তিনি আসলে ঐতিহাসিক তথ্যকে বিকৃত করে রাজনীতি করার অপচেষ্টা করছে। যোগীর রাজনীতিটা হচ্ছে হিন্দুত্বের রাজনীতি। তাই অতীতের মুসলিমদের সোনালী শাসনকে তার কাছে দাসত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। সে জন্যই ইতিহাস বদলে দেয়ার চেষ্টা। এটা কট্টর মানসিকতাকে তুষ্ট করবে, তার প্রশাসনিক ব্যর্থতা থেকে নজর অন্যদিকে ঘোরাবে। হয়তো বা ভোট পেতেও ঢালাও সাহায্য করবে। তবে বলে রাখা ভালো, এক বা একাধিক ব্যক্তি শত চেষ্টা করলেও ইতিহাস বদলাবে না। ঐতিহাসিক দলিল আগুন দিয়েও পুড়িয়ে ফেলা যায়, কিন্তু সত্যকে আড়াল করা যায় না।

ভারত মুসলিমরা দীর্ঘদিন শাসন করেছে। তাদের রয়েছে এক সোনালী অতীত। কালচক্রে, হিন্দুদের ধোঁকাবাজি বুঝতে না পেরে শাসন ক্ষমতা হারালেও তারা তাদের অতীতের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস ভুলে যাবে না। বরং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের অবসান ঘটাবে। তারা যতই বলুক লাল কেল্লায় গেরুয়া পতাকা উড়াবে, মুসলিম মুক্ত হিন্দু রাষ্ট্র বানাবে। এগুলো দিবাস্বপ্নই থেকেই যাবে।
মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে শুধু দিল্লি নয় সমগ্র ভারতে মুসলিমরা তাওহিদের পতাকাই উড়াবে। হাদিসের আলোকে এমনটাই মত ব্যক্ত করেছেন ইসলামিক চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

ভারতের উত্তর প্রদেশের মতো আসামে শুরু হচ্ছে স্থানের মুসলিম নাম পরিবর্তন https://tinyurl.com/mrw94t9k

---

দখলদার ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলতে থাকবে: আশ-শাবাব

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের বেনাদির অঞ্চলের গভর্নর শাইখ মূসা আবদি আরাল (হাফিজাহুল্লাহ্) সম্প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি শাইখ মূসা আবদি হাফিজাহুল্লাহ্ আল-আন্দালুস ইসলামিক রেডিও স্টেশনে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। যেখানে তিনি রাজধানী মোগাদিশু ও হিরান অঞ্চলে আশ-শাবাবের বীর মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ অপারেশন সম্পর্কে কথা বলেছেন।

শাইখ মূসা আবদি বলেছেন যে, তাদের যোদ্ধারা মোগাদিসু ও হিরানে সম্প্রতি ২টি বড়ধরণের পরিকল্পিত আক্রমণ চালিয়েছেন। যাতে প্রায় শতাধিক গাদ্দার নিহত ও আহত হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, অভিযান শেষে মুজাহিদগণ অসংখ্য ভারী অস্ত্র, যানবাহন এবং গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

তিনি বলেছেন যে, এই আক্রমণগুলি পশ্চিমাদের গোলাম সোমালি ফেডারেল সরকারের (এফজিএস) বিরুদ্ধে সংগঠিত অভিযান সমূহের সামান্য অংশ ছিল মাত্র। এই অভিযানগুলোকে তিনি দখলদার বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের অভ্যুত্থান হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত বিদেশি দখলদাররা ও তাদের দোসররা দেশে থাকবে, ততদিন এধরণের হামলার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। সেই সাথে যতদিন না সোমালিয়ার জনগণ পূর্ণাঙ্গ একটি ইসলামি সরকার দেখতে পায়।

পবিত্র মসজিদুল আকসার নিচে খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরাইল

সম্প্রতি বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে, দখলদার ইসরাইল মুসলিমদের প্রথম কিবলা পবিত্র আল-আকসা মসজিদের নিচে খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনা এই অঞ্চলকে বিপন্ন করে তুলবে।

জেরুজালেম বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ 'ফাহরি আবু দিয়াব' জানিয়েছেন, দখলদার ইসরায়েলি প্রশাসন ইহুদি বসতি সমিতির সহযোগিতায় নতুন করে আল-আকসা মসজিদের নিচে খনন কাজ শুরু করেছে।

জানা যায় যে, এই খনন কাজটি পুরাতন শহরের পশ্চিম অংশের আল-হালিল গেটের নীচ থেকে শুরু করা হয়েছে। যা আল-আকসা কমপ্লেক্সের বুরাক প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হয়েছে। যাকে অভিশপ্ত ইহুদিরা ওয়েলিং ওয়াল বলে। এটি মসজিদুল আকসার পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টারের খবরে বলা হয়েছে যে, দখলদার ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠানগুলো মাটির নিচে একটি টানেলের আকারে এই খননকাজের আয়োজন করেছে। তারা এর নাম দিয়েছে *"মন্দিরে প্রবেশের পথ"।* অনুমান করা হয় যে মসজিদুল আকসা এবং বুরাক প্রাচীরের সামনের চত্বরে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের চলাচলের সুবিধার্থে এই খনন কাজটি করা হচ্ছে।

আবু দিয়াব আরও জানিয়েছেন যে, খনন কাজটি আল-হালিল গেট ব্রিজের নীচ থেকে শুরু হয়েছে, এবং মামিলা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে তা ওমর ইবনু খাত্তাব স্কয়ারের নীচে চলে গেছে। এটি এখন সুবেয়কা আলুন মসজিদ হয়ে মসজিদুল আকসার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আবু দিয়াব উল্লেখ করেছেন যে, টানেলের কাজটি সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে করা হচ্ছে। এটি কথিত আন্তর্জাতিক আইন এবং ইউনেস্কোর রেজুলেশনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

গত বছর টেম্পল ইনস্টিটিউট একটি ভিডিওতে *ইহুদিদের তৃতীয় মন্দির* বানানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিল। **বর্তমানে ইহুদিদের কাজকর্ম মুসলিমদের প্রথম কিবলা আল আকসা ভেঙ্গে ইহুদিদের সেই তৃতীয় মন্দির বানানোর পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হিসেবেই মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।**

২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

মুসলিমদের দাঁড়ি ছিঁড়ে হিন্দুদের টিকি বানানোর হুমকি হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সাংসদের

ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষ তীব্র থেকে তীব্র আকার ধারণ করছে। তাদের ভাষণ বক্তৃতাগুলোয় থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মুসলিমদের প্রতি তাদের অন্তরে কি পরিমাণ বিদ্বেষ রয়েছে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপির এক সংসদ সদস্য বলছে, ***"হিন্দুরা যদি জাগে তাহলে মুসলিম পুরুষদের দাড়ি ছিঁড়ে হিন্দুদের পনিটেল (হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীক টিকি) বানাবে।"***

এ কথা বলার পর উপস্থিত উগ্র হিন্দুরা জয় শ্রী-রাম স্লোগান দিতে থাকে।

ঐ হিন্দু সন্ত্রাসী আরো বলেছে, ***"মুসলিমরা যদি হিন্দুস্তানে (ভারতে) থাকতে চায়, তাহলে অবশ্যই হিন্দুদের মত রাধে রাধে মন্ত্র পড়তে হবে। অন্যথায় পাকিস্তান পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"***

উল্লেখ্য, ভারতকে মুসলিমরা দীর্ঘ সময় শাসন করার সময় চাইলেই হিন্দুদের শেষ করে দিতে পারতেন। কিন্তু ইসলাম এশিক্ষা দেয় না অন্যায়ভাবে কারো ক্ষতি করার। মুসলিমদের দুর্বলতার সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মুসলিমদের নির্মুল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এক সময়ের শক্তিধর মুসলিমদের কথায় কথায় পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। আর এখন তারা সরাসরি বলছে যে, হিন্দুদের মন্ত্র না পড়লে, অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ না করলে- তাদেরকে দেশ থেকে বিতারিত করা হবে!

মুসলিমদেরকে তাই আসন্ন হিন্দুত্ববাদী ঝড়ের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন চিন্তাশীল উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

1. this BJP parliamentarian urge Hindus to “wake up” and make ponytails out of hair plucked from Muslim men. https://tinyurl.com/bde8d25b
2. video link - https://tinyurl.com/uxvf62sh

হিন্দুত্ববাদী প্রিন্সিপাল হিজাব খুলতে বলায় চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন মুসলিম শিক্ষিকা

ভারতের কর্নাটকের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রীদের হিজাব নিষিদ্ধ নিয়ে দেশজুড়ে তুমুল বিতর্ক চলছে, মামলা চলছে হাই কোর্টে।

এই আবহে চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন কর্নাটকের জৈন পিইউ কলেজের এক অধ্যাপিকা। চাঁদনি নামে ওই অধ্যাপিকার অভিযোগ, তাঁকে কলেজে ঢোকার মুখে হিজাব খুলতে বলে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ। এর পরেই তিনি চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

টুমাকুরু-র জৈন পিইউ কলেজের ওই অধ্যাপিকার দাবি, গত তিন বছর ধরে চাকরি করছেন। হিজাব পরেই পড়ুয়াদের পড়িয়েছেন। কখনও তাঁকে কেউ বলেননি, হিজাব খোলার কথা। এই প্রথম তাঁকে এ ভাবে বাধা দেওয়া হল। চাঁদনি-র কথায়, **"হঠাৎ করে (১৬ ফেব্রুয়ারি) বৃহস্পতিবার কলেজের অধ্যক্ষ বললেন, হিজাব অথবা অন্য কোনও ইসলাম ধর্মীয় চিহ্ন থাকে, এমন পোশাক পরে ক্লাস নেওয়া যাবে না। কিন্তু গত তিন বছর ধরে তো আমি হিজাব পরেই ক্লাস নিলাম!"**

চাকরি ছাড়া প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "এই নতুন সিদ্ধান্ত আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছে, তাই ইস্তফা দিলাম।" ইস্তফাপত্রেও এ কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। হিজাব নিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে তিনি লেখেন, "আপনাদের এই অগণতান্ত্রিক কাজের আমি তীব্র নিন্দা করছি।"

উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব থাকবে কিনা- এ নিয়ে বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করেছে গোটা ভারতবর্ষে, বিশেষত কর্নাটকে। হিজাবের বিরুদ্ধে গেরুয়া মিছিলের সামনে 'আল্লাহু আকবার' বলে ভাইরালও হয়েছিলেন এক তরুণী। বিষয়টি গড়িয়েছে উচ্চ আদালতেও।

হিজাব নিষেধাজ্ঞার পক্ষে-বিপক্ষে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে আদালতে। মঙ্গলবার কর্নাটক হাই কোর্টে এক আন্দোলনকারী ছাত্রীর আইনজীবী সওয়াল করেন, কলেজে যদি দোপাট্টা, বালা, ঘোমটা দিয়ে যাওয়া যায়, তা হলে হিজাবে আপত্তি কেন? হিজাবের মতো এগুলিও একটি একটি সম্প্রদায়ের পোশাক।

তবুও হিন্দুত্ববাদের দোসর হাই কোর্ট তার পরবর্তী সিদ্ধান্তে আসা পর্যন্ত কর্নাটক রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে হিজাব পরে যাওয়া যাবে না বলে জানানো হয় একটি অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশে।

এটাই ভারতের কথিত গণতন্ত্রের আসল চেহারা। অন্যদের জন্য নিষেধ না হলেও মুসলিমদের বেলায় ঠিকই রয়েছে নানা বিধি-নিষেধ। এটা তাদের হিজাবের প্রতি বিদ্বেষ নয়, বরং মুসলিম জাতির প্রতি এবং ইসলামের প্রতি আতদের আজন্ম লালিত বিদ্বেষ।

উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে তাই এই হিন্দুত্ববাদের জাল থেকে বেড়িয়ে আসার নববি উপায় অন্বেষণ করতে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সেই অনুযায়ী আমল করতে বলেছেন হক্কানি উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

১। হিজাব খুলতে বলায় চাকরি ছেড়ে দিলেন মুসলিম শিক্ষিকা https://tinyurl.com/5y2yawm6
২। হিজাব পরে কলেজে ঢুকতে বাধা, চাকরি ছাড়লেন অধ্যাপিকা

https://tinyurl.com/bdenar7t
https://tinyurl.com/4hus9ppd

ইসরাইলের মদদপুষ্ট ফিলিস্তিনি সরকারের আগ্রসনে অতিষ্ঠ ফিলিস্তিনি মুসলিমরা

একদিকে জায়নবাদী ইসরাইলের আগ্রাসন, অন্যদিকে ইহুদি মদদপুষ্ট কথিত ফিলিস্তিনি সরকারের দমন-পীড়ন - সব মিলিয়ে এক দুর্বিষহ জীবন পার করছে মাজলুম ফিলিস্তিনিরা।

ফিলিস্তিনি সংবাদ মাধ্যম কুদস নিউজে বলা হয়, পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরাইলের পাশাপাশি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) সমানতালে আগ্রাসন চালাচ্ছে। ইসরাইলের পক্ষে এ বছর অন্তত **২৬৫টি অভিযান** চালানোর তথ্য প্রকাশ করেছে 'দ্যা কমিটি অফ ফ্যামিলি অফ পলিটিকাল ডিটেইনিজ' নামক একটি ফিলিস্তিনি সংস্থা।

ফিলিস্তিনিদের গ্রেফতার, মারধর, থানায় ডেকে নিয়ে লাঞ্ছিত করা এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণকারী ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘরে গ্রেফতার অভিযান চালানো আর ইসরাইলি সেনাবাহিনীর সঙ্গ দেয়া এখন নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে গাদ্দার ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্য।

কথিত ঐ ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গত বছর ২০২১ সালে ২৫৭৮ টি সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে ফিলিস্তিনিদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। যাকে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা ফিলিস্তিনি সরকারের কালো অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ্য করেছেন।

উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও, কথিত এ সরকারকে ফিলিস্তিনের বৈধ সরকার বলে স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে- যেন ইহুদিদের স্বার্থ উদ্ধার করা যায়।

একারনেই হয়তো, উম্মাহর সাতে গাদ্দারি করা এই কথিত ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (পিএ)-কে ব্যাপক আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে অ্যামেরিকা এবং এমনকি খোদ ইসরাইল। নির্যাতিত ফিলিস্তিনি মুসলিমদের শাসক সেজে তাই এরা এখন মুসলিমদেরই ক্ষতি করছে বেশি।

সচেতন উয়ালামায়ে কেরাম তাই ইসরাইলকে দমনের আগে এখন এই কথিত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বা পিএ-কে নির্মূল করার কথা বলে থাকেন প্রায়সই।

তথ্যসূত্র:

1) PA committed 265 violations against Palestinians in January, says report- https://qudsnen.co/34562-2/

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

আশ-শাবাবের এক ইস্তেশহাদি হামলায় উচ্চপদস্থ ১০ কর্মকর্তা সহ ৪০ এরও বেশি গাদ্দার হতাহত

মধ্য সোমালিয়ায় পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার প্রশাসনের উপর একটি সফল ইস্তেশহাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে। শহরে সংঘটিত উক্ত ভারী বিস্ফোরণে কমপক্ষে ২০ কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। এবং আরও দুই ডজনেরও বেশি কর্মকর্তা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের একজন ইস্তেশহাদী মুজাহিদ উক্ত বীরত্বপূর্ণ অপারেশনটি পরিচালনা করছেন। যা সোমালি গাদ্দার প্রশাসনের সদর দফতরের কাছে হিরশাবেলী প্রশাসনের কর্মকর্তাদের একটি সমাবেশস্থলে প্রবেশ করে চালানো হয়েছে। এতে গাদ্দার প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে ভারী হতাহতের ঘটনা ঘটে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য মতে, আশ-শাবাবের দুর্দান্ত উক্ত শহিদি হামলায় সোমালি গাদ্দার প্রশাসনের অন্ততপক্ষে ২০ সদস্য নিহত হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে রয়েছে:

১- হিরাণ অঞ্চলের সাবেক ডেপুটি গভর্নর।

২- বালদাউইন প্রশাসনের সামাজিক বিষয়ক ডেপুটি চেয়ারম্যান।

৩- হিরশাবেলী প্রশাসনের সংসদ সদস্য।

৪- বালদাউইনে গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন ডেপুটি কমান্ডার, যার নাম সংক্ষেপে আবর।

৫- ফুডক্যাড, হিরণ আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রাক্তন পরিচালক।

৬- গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি ইনচার্জ, এছাড়াও রয়েছে...

৭- হিরাণ রাজ্য প্রশাসনের এক সচিব।

বিস্ফোরণে গাদ্দার প্রশাসনের আরও ২ ডজনেরও বেশি সদস্য আহত হয়েছে। যাদের মধ্যে রয়েছে বালদাউইনের ডেপুটি সিকিউরিটি কমিশনার 'দেবঘাদ' এবং বালদাউইনের ডেপুটি ফিনান্স কমিশনার। আহতদের মধ্যে আরও রয়েছে শহরটির একাধিক সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সোমালি সংসদ নির্বাচন কমিটির সদস্য এবং সরকারি মিলিশিয়া সদস্যরা।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি আল-কায়েদা যোদ্ধারা সোমালিয়ার রাজধানী সহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, হারাকাতুশ শাবাব খুব দ্রুততার সাথেই তাদের লক্ষ্যপানে ছুটে চলেছেন। তাঁরা সোমালিয়া জুড়ে একটি শক্তিশালী ইসলামি সরকার গঠনে বছরের পর বছর ধরে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে আসছেন।

পাক-তালিবানের পৃথক হামলায় গাদ্দার প্রশাসনের ৯ এরও বেশি সদস্য হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি সম্প্রতি দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন। এতে কমপক্ষে ৯ গাদ্দার সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান তাদের প্রথম সফল অভিযানটি চালান গত ১৭ ফেব্রুয়ারি। যা পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খান জেলায় গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর একটি চেক পোস্ট টার্গেট করে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে চালানো হয়েছে। এতে পুলিশ চেকপোস্টটি ধ্বংস হয়ে যায়। এই হামলার মাধ্যমে মুজাহিদগণ ইসলামবিরোধী ২ চাঁদাবাজ পুলিশ সদস্যকেও হত্যা করতে সক্ষম হন।

এরপর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বোবলি এলাকায় দেশটির গাদ্দার এফসি ফোর্সের একটি কনভয় টার্গেট করে বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। উক্ত বোমা বিস্ফোরণে এফসি ফোর্সের ৩ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সর্বশেষ আজ ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে পেশোয়ারে একটি পুলিশ পোস্ট টার্গেট করে সফল আক্রমণ চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যেখানে ইসলাম বিরোধী পেশোয়ার পুলিশ বাহিনীর উক্ত পোস্টে মুজাহিদগণ বেশ কয়েকটি হাতবোমা নিক্ষেপ করেন। ফলে উক্ত হ্যান্ড গ্রেনেডগুলোর বিস্ফোরণে অন্তত ৪ পুলিশ সদস্য নিহত হয় এবং আরও বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়।

এদিকে সফলভাবে আক্রমণটি চালানোর পর নিরাপদে মুজাহিদগণ তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যান, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, **সীমান্তের অপর পার থেকে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের সাথে সীমান্ত নিয়ে প্রায়শই উত্তেজনে, আর সীমান্তের এই পারে টিটিপি মুজাহিদিনের লাগাতার হামলা - সব মিলিয়ে গাদ্দার পাকি সেনাবাহিনী ও প্রশাসন প্রবল চাপেই রয়েছে।**

আর হক্কানি আলেমগণের মতে, উম্মাহর সাথে পাকি আর্মি ও প্রসাসনের কৃত গাদ্দারির দীর্ঘ যে ইতিহাস, খুব শীঘ্রই হয়তো তাদের কাছ থেকে এর হিসাব করায়-গন্ডায় আদায় করে নিবেন উম্মাহর বীর সন্তান মুজাহিদগণ।

মালিতে আল-কায়েদার সাথে এক লড়াইয়ে সামরিক বাহিনীর ২২ সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনাইএম ও গাদ্দার সামরিক বাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে। এতে অন্তত ৮ সেনা নিহত এবং আরও ১৪ সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বুরকিনা ফাঁসো সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনী ও আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **জেএনআইএম** এর যোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। যা কয়েক ঘন্টা যাবৎ স্থায়ী হয়।

সূত্রমতে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তীব্র হামলার মুখে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনী। ফলে এই হামলার ঘটনায় গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ৮ সৈন্য নিহত হয়। এসময় আহত হয় আরও ১৪ সেনা সদস্য। সেই সাথে গাদ্দার সেনাদের ২টি গাড়ি ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ। এছাড়াও **৫ সৈন্যকে বন্দী** করে নিয়ে যান প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

এদিকে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় এলিসি প্রাসাদে প্রায় ত্রিশজন আফ্রিকান এবং ইউরোপীয় ক্রুসেডার নেতাদের অংশগ্রহণে মালি মিশন নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা থেকে ঘোষণা করা হয় যে, মালিতে দীর্ঘ নয় বছরের দখলদারত্বের পর দেশটি থেকে দখলদার বাহিনীকে প্রত্যাহার করা হবে।

ধারণা করা হচ্ছে, মালি থেকে ক্রুসেডার তাকুবা ও বোরখান ফোর্সের প্রত্যাহারের পর এই অঞ্চলে হামলা দ্বিগুণ করবে আল-কায়েদা। এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আল-কায়েদার সাথে শান্তিচুক্তির জন্য বৈঠকে বসার চেষ্টা করবে দেশটি। কেননা ইতিপূর্বে একাধিকবার দুই পক্ষ বৈঠকে বসার চেষ্টা করেছে। তখন আল-কায়েদার পক্ষ থেকে শর্ত দেওয়া হয় যে, যদি মালি সরকার দখলদার ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, কেবলমাত্র তখনই আল-কায়েদা সরকারের সাথে বৈঠকে বসবে।

তবে এখনো প্রশ্ন থেকে যায় যে, আল-কায়েদা কি বৈঠকে বসবে? কেননা এখনো ইউরোপীয় ট্রাস্ক ফোর্স, জাতিসংঘের ব্লু-হেলম্যাট বাহিনী এবং স্থানীয় G5 ফোর্স মালিতে অবস্থান করছে। সেই সাথে নতুন করে মালিতে নিয়ে আসা হয়েছে রাশিয়ান ভাড়াটে সেনাদের।

জালিম ইসরাইল কর্তৃক আবারো ফিলিস্তিনি হত্যা

জায়নবাদী ইসরাইল আর হিন্দুত্ববাদী ভারত যেন মুসলিম নিধনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। উভয় দেশে সমানতালে চলছে মুসলিমদের উৎখাত, নিপীড়ন, নারী নির্যাতন, গুম ও খুন।

আবারও এক ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাইল। **এ নিয়ে ২ সপ্তাহে ৯ যুবককে হত্যা করল জালিম ইহুদিরা।**

জানা যায়, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম তীরের রামাল্লায় ইসরাইলি দখলদারিত্ব ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ মিছিল করছিল ফিলিস্তিনিরা। এ সময় সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। গুলিতে ১জন নিহত ও ৭২ জন আহত হয়েছেন।

ইসরাইলের এসব সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদেরও হামলা চালায় ইসরাইল। এতে কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন।

উল্লেখ যে, ফিলিস্তিনিরা মুসলিম হওয়ায় বরাবরের মতো এবারো কেউই টু শব্দটি করেনি জালিম ইসরাইলের বিরুদ্ধে। গতকাল ব্রাজিলে ভূমি ধ্বসে নিহতদের জন্য সৌদি আরব শোক জানিয়ে বিবৃতিতে দিলেও ইহুদিদের বিরুদ্ধে নিরবই রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1) Israeli forces shoot dead Palestinian ex-prisoner in Ramallah- https://tinyurl.com/2p8v2s4d

---

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ইয়ামানে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হুতিদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার সফল হামলা, হতাহত অসংখ্য

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়ামানে শিয়া সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হুতিদের বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান চালিয়েছেন **ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'একিউএপি'**। এতে অসংখ্য শিয়া সন্ত্রাসী নিহত ও আহত হয়।

আল-মালাহিম মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, সম্প্রতি ইয়ামানের বায়দা রাজ্যে **ইরান সমর্থিত কুখ্যাত শিয়া হুথি মিলিশিয়াদের** উপর দু'টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্ এর যানবাজ মুজাহিদিন।

সূত্র মতে, মুজাহিদগণ তাদের প্রথম অভিযানটি চালান গত বৃহস্পতিবার। যেটি বায়দা রাজ্যের মায়ফা এলাকায় হুতিদের টার্গেট করে স্নাইপার দ্বারা চালানো হয়েছে। যার মাধমে মুজাহিদগণ কুখ্যাত হুথি মিলিশিয়াদের এক সদস্যকে নির্মূল করতে সক্ষম হন।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান বায়দা রাজ্যেরই 'রাসদ' এলাকায়। যেখানে মুজাহিদগণ সন্ত্রাসী হুথি মিলিশিয়াদের একটি দলকে বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা নিজেদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন। আর এতেই **হুথি মিলিশিয়াদের এক ডজনেরও বেশি সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।**

উল্লেখ্য, আরব উপদ্বীপে সন্ত্রাসী অ্যামেরিকা ও পশ্চিমাদের একাধিক ঘাঁটি আছে, আর সম্প্রতি আরেক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলও আরব আমিরাতের সাথে মিলে ইয়েমেনের কয়েকটি দ্বীপে সামরিক কার্যক্রম শুরু করেছে। ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী একিউএপি-কে তাই একই সাথে পশ্চিমা ও জায়নবাদী শক্তি, সন্ত্রাসী আরব জোট এবং শিয়া ইরান ও ইরান সমর্থিত হুথি সন্ত্রাসীদের সাথে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এবং এই কাজ জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্ তথা একিউএপি-এর মহান মুজাহিদগণ অত্যন্ত সফলতার সাথে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

আর একারণেই হয়তো আল-কায়েদার এই আরব উপদ্বীপ শাখাটিকেই পশ্চিমারা তাদের জন্য 'সবচেয়ে বিপদজনক' বলে আখ্যা দিয়েছে।

হক্কানি উলামায়ে কেরামও আশাবাদ ব্যক্ত করে বলে থাকেন যে, জাযিরাতুল আরব ও ইমাম আল মাহদি কেন্দ্রিক রাসুল ﷺ-এর ভবিষ্যৎবাণী সংবলিত যে হাদিসসমূহ রয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়নে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা তথা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহর মহান মুজাহিদগণের অগ্রণী ভূমিকা পালন করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

মালি || সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের নতুন কবরস্তান

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দিন দিন ক্রুসেডারদের জন্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা। অঞ্চলটিতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' এর বীর মুজাহিদদের একের পর এক বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযানের ফলে লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের শিকার হচ্ছে পশ্চিমা ক্রুসেডার জোট বাহিনীগুলো। ফলে ধীরে ধীরে মালি ছাড়তে শুরু করেছে ক্রুসেডার জোটের অংশীদার দেশগুলো।

পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোর মতো মালিও ১৯ শতকে ঔপনিবেশিক জাতি ফ্রান্স-এর উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। এই দখলদারিত্ব ২০ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জারি ছিল। তবে এরপর ১৯৬০ সালে দেশটি নামেমাত্র স্বাধীনতা লাভ করে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ফ্রান্স তখনও স্বাধীনতা ঘোষণাকারী আফ্রিকান দেশগুলির উপর তাদের ঔপনিবেশিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৬০ সালের পর সামরিক অভ্যুত্থান এবং অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে ফ্রান্স অনেকগুলো দেশ ছেড়ে গেলেও, মালিতে ফরাসিদের প্রভাব কখনই হ্রাস পায়নি।

এরপর ১৯৯০-এর দশকে মালিতে ***'কথিত গণতান্ত্রিক পরিবেশে'*** উত্তরণের সময়েও ফ্রান্স ***'পর্দার আড়ালে'*** মালিকে শাসন করতে থাকে।

ফলে সেসময় থেকেই দেশটিতে দখলদার ফ্রান্সের গোলাম সরকারগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং পরবর্তিতে যুদ্ধ করতে থাকেন দেশটির সচেতন তাওহিদবাদী মুসলিম জনগণ। আর ২০১১ সালের শেষের দিকে মালিতে জিহাদি কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। পরে, অল্প সময়ের মধ্যেই মুজাহিদ গ্রুপগুলো দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েনেন। এবং রাজধানী বামাকোর কাছে পৌঁছে যান তাঁরা। দেশটিতে দিন দিন মুজাহিদদের শক্তি ও উপস্থিতি বৃদ্ধি পেতে থাকলে, ফ্রান্স ২০১৩ সালের ১১ জানুয়ারী মালির বিরুদ্ধে তার সামরিক অভিযান শুরু করে। এরপর ফ্রান্সের সাথে অন্যান্য সম্মিলিত ক্রুসেডার ও আঞ্চলিক জোটগুলোও এই যুদ্ধে জড়ায়।

তবে কয়েক বছরের মাথায় ক্রুসেডারদের এই সম্মিলিত জোটগুলো অকার্যকর প্রমাণীত হতে শুরু করে।

এই যুদ্ধে ক্রসেডারদের প্রথম দিকের কিছু অভিযান এবং বিমান হামলার ফলে মুজাহিদগণ সাময়িকভাবে পিছু হটেন এবং উচ্চপদস্থ আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করেন। এছাড়া মালিতে ক্রুসেডারদের এই যুদ্ধ পুরোপুরিভাবে ব্যর্থতাররূপ নেয়। কেননা, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা মাত্র ৪ বছরের মধ্যেই আবারো ঘুরে দাঁড়ায়। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন উদ্যমে ক্রুসেডার জোট ও স্থানীয় গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। তাঁরা পূণরায় মালির বিস্তীর্ণ ভূমির নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করেন। বিশেষ করে সীমান্ত ও পাহাড়ি এলাকাগুলো প্রথম পর্বের অভিযানগুলোতেই দখলে নেন মুজাহিদগণ। এরপর তাঁরা শহরের নিকটবর্তী গ্রামগুলো দখলে নিতে শুরু করেন। আর বর্তমানে তো মুজাহিদগণ শহুরে অঞ্চলগুলোতেও হামলার মাত্রা বৃদ্ধি করেছেন এবং সুযোগ মতো সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছেন।

মালিতে মুজাহিদদের এই বিজয় অভিযান দেখে আনেক পশ্চিমা সাংবাদিকরা মন্তব্য করে বলেন যে, "ফ্রান্স মালিতে ভুতুড়ে যোদ্ধাদের সাথে লড়াই করছে।" অনেক সংবাদিক তো মালিতে ফ্রান্সের এই যুদ্ধকে আফগান জিহাদের সাথে তুলনা করে বলেন **"মালি ফ্রান্সের জন্য আফগানিস্তানে পরিণত হয়েছে।"**

যাইহোক, এই যুদ্ধে ক্রুসেডার ফ্রান্স ও তাদের স্থানীয় গোলামরা মুজাহিদদের কাছে পুরোপুরি ভাবে পরাজিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে ক্রুসেডার জোটের শরীক দেশগুলো ঘোষণা দিয়ে এক এক করে মালি ছাড়তে শুরু করেছে।

এবার সেই সূত্র ধরেই মালি থেকে সম্পূর্ণরূপে পালাতে যাচ্ছে ***ইউরোপীয় দু'টি ক্রুসেডার জোট বাহিনী।*** যারা ক্রুসেডার ফ্রান্সের নেতৃত্বে মালিতে বোরখান এবং তাকুবা মিশনের অধীনে কাজ করছে।

রেডিও ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনাল (আরএফআই) দ্বারা প্রচারিত ফরাসি কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুসারে, ক্রুসেডার ফরাসি প্রশাসন মালি থেকে সরে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।

এবিষয়ে ফ্রান্সের দাবি হচ্ছে, আমাদের শর্ত পূরণ না হলে আমরা মালিতে থাকব না। শর্তের বিষয়গুলো উল্লেখ না করে ঐ কর্মকর্তা তার বক্তব্যের মাধ্যমে পরিস্থিতি সংক্ষিপ্ত করেছে। যার ফলে এটি এখনো জানা সম্ভব হয়নি যে, ফান্স কি ধরণের শর্তের কথা বলছে। নাকি এটি কেবলই মালি থেকে পালানোর অজুহাত!

সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে, ক্রুসেডার ফ্রান্স আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের পরে অনুমান করা হচ্ছে যে, ইউরোপীয় ক্রুসেডার শক্তিগুলি প্রতিবেশী দেশগুলি প্রধানত **বুর্কিনা ফাঁসো** ও **নাইজার** থেকেও তাদের সেনা প্রত্যাহার করবে। মালির প্রতিবেশি এই দেশ দু'টিতেও ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে আল-কায়েদা।

বিশ্লেসকরা মনে করেন, ক্রুসেডার দেশগুলো চাচ্ছে না যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা মালির মত প্রতিবেশি দেশগুলোতেও শক্তিশালী হয়ে উঠুক। যদি প্রতিবেশি এই দু'টি দেশেও আল-কায়েদা শক্তিশালী হয়ে উঠে, তাহলে পশ্চিমারা আল-কায়েদার বিজয় অভিযান রুখতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে পড়বে। সেই সাথে তারা সম্পূর্ণ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণ হারাবে। যা ভবিষ্যতে ইউরোপীয় দেশগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে পরিণত হবে। কেননা আল-কায়েদা কখনোই কেবল মাত্র আফ্রিকার সীমান্ত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। তাঁরা মুসলিমদের হারানো গৌরবময় ভূমি স্পেন বিজয় ও ইউরোপে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকবেন।

আমরা যদি বর্তমানে মালিতে আল-কায়েদার শক্তি বৃদ্ধির ফলে প্রতিবেশি দেশগুলোতে এর প্রভাব বিস্তার নিয়ে সামান্য কিছু আলোকপাত করি, তাহলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মালি পশ্চিম আফ্রিকার সবচাইতে বিস্তৃত সীমান্তের অধিকারী একটি দেশ। দেশটির সীমান্ত জুড়ে ৭টি দেশের অবস্থান। যার ৫ টিতেই সামরিক অভিযান চালাচ্ছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদগণ। দেশগুলো হচ্ছে: **নাইজার, বুর্কিনা ফাঁসো, আইভরি কোষ্ট, গিনি ও সেনেগাল**। অপরদিকে **মৌরতানিয়া** ও **আলজেরিয়ায়** কয়েক বছর পূর্বে অভিযান চালালেও বর্তমানে দেশ দু'টিতে কৌশলগত নিরবতা পালন করতে দেখা যাচ্ছে আল-কায়েদার বিজ্ঞ নেতৃত্বকে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, এর কারণ হতে পারে আল-কায়েদা এই দু'টি রাষ্ট্রকে নিজেদের **সাপোর্টিং রাষ্ট্র** হিসাবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। কেননা বর্তমানে জেএনআইএম এর শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ দায়িত্বশীল উমারাগণই আলজেরিয়া কিংবা মৌরতানিয়ার নাগরিক। সেই সাথে দলটির বেশিরভাগ বিদেশি যোদ্ধাই এ দু'টি দেশ থেকে আগত।

অপরদিকে মালির প্রতিবেশি দেশ **বুর্কিনা ফাঁসো** ও **নাইজারে**ও এখন দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। এখানেও সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আল-কায়েদার। ফলে বর্তমানে এই দেশ দু'টি থেকেও মুজাহিদগণ প্রতিবেশি অন্য ৪টি দেশে হামলা চালাচ্ছেন। দেশগুলো হচ্ছে: **বেনিন, টগো, ঘানা** ও **নাইজেরিয়া**। এরমধ্যে আবার নাইজেরিয়ায় মুজাহিদগণ এখন অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠছেন।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, মালিতে অবস্থিত জেএনআইএম যোদ্ধারা নাইজেরিয়ার সাথে স্থল পথে সরাসরি সংযুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই লক্ষে তাঁরা অত্যন্ত কৌশলে তাদের শরিয়াহ-শাসিত ভূমি সম্প্রসারণ করে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ্। যদি তাঁরা এই কাজে ইনশাআল্লাহ্ সফল হন, তবে নাইজেরিয়ার আনসারু মধ্য আফ্রিকা থেকে শুরু করে পূর্ব আফ্রিকার সীমান্ত পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। আর পূর্ব আফ্রিকার সীমান্তে পৌঁছা মানে হারাকাতুশ শাবাবের সাথে মজবুত এক রোড-লাইন তৈরি হওয়া। তখন পুরো আফ্রিকা মহাদেশের পরিস্থিতিই হয়ে উঠবে ভিন্নতর, পশ্চিমা ক্রুসেদার ও জায়নবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে ইনশাআল্লাহ্। আল-কায়েদা যোদ্ধারা তখন হয়ে উঠবেন আরও অপ্রতিরোধ্য। তাঁরা হয়ে উঠবেন যুগশ্রেষ্ঠ একটি সামরিক বাহিনী।

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

পাকিস্তানের জয় উদযাপনের শাস্তি : ১০০ দিনেরও বেশি সময় জেলে বন্দী কাশ্মীরি ছাত্ররা।

গত ২০২১ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জয় উদযাপনকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতে মুসলিমদের ওপর চড়াও হয় হিন্দুত্ববাদীরা। এরই জের ধরে গত অক্টোবর মাসে উত্তর প্রদেশে ৩ জন কাশ্মীরি মুসলিম ছাত্রকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে তাদের জেলে বন্দী করে রেখেছে মুসলিম বিদ্বেষী উগ্র যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন।

কেমন আছে তাদের পরিবার?

বন্দীদের একজন ইনায়েত আলতাফ এর মা ওয়াহিদা বলেন যে তাঁর স্বামী একজন কাঠমিস্ত্রি এবং অক্ষম ব্যক্তি। আর দারিদ্রতার কারণে কোর্টে এখন তাদের সন্তানের জন্য মামলা লড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেন যে, তাঁর ছেলে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছিলেন না।

আরেকজন বন্দী আরশিদ ইউসুফের মা হানিফা বলেন- "দুই দশক আগে আমার স্বামী মারা গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি মানুষের ঘরে থালাবাসন ধোয়া, গরুর গোবর পরিষ্কার করা, বাগানে কাজ করা সহ বিভিন্ন রকম কাজ করেছি। প্রায় রাতেই আমি খালি পেটে শুতে যাই। দারিদ্রতার জন্য আমার বড় মেয়েকে স্কুলে পড়াতে পারিনি। এতো বছর ধরে আমরা খুবই দরিদ্র অবস্থায় দিনাতিপাত করেছি। আমার ছেলেই আমার শেষ আশা ছিলো"।
অসহায় হানিফা একটি এক রুমের বাসায় তাঁর দুই মেয়ে নিয়ে থাকেন, যাদের আয়ের কোন উৎস নেই।

তৃতীয় বন্দী শওকত আহমাদ গানাই এর বাবা মুহাম্মাদ শাবান গানাই (৬০) পেশায় একজন শ্রমিক। শওকতের ঘরে তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা এবং দুই বোন আছে, যারা তাদের ভাইয়ের মুক্তির জন্য মরিয়া হয়ে আছে। মামলা লড়ার জন্য তাঁরা তাদের গরু বিক্রি করে দিয়েছেন এবং প্রতিবেশিদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছেন।

কোন আইনজীবীই লড়তে চায় নি মুসলিম ছাত্রদের পক্ষেঃ

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একজন উগ্র হিন্দু এবং চরম মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে সুপরিচিত। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জয় উদযাপন করলে তাদের ওপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হবে বলে হুমকি দিয়ে রেখেছিলো এই লোকটা। আর এই কারণে উত্তর প্রদেশের কোন আইনজীবীই লড়তে চায় নি সেই অসহায় কাশ্মীরি ছাত্রদের পক্ষে।

বিশ্লেষকরা কি বলছেন?

বিশ্লেষকদের মতে সেই ছাত্রদের মূলত গ্রেপ্তার করা হয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের চরম মুসলিম বিদ্বেষী নীতির কারণেই। ভারতে এখন কোন মুসলিমই নিরাপদ নয়। চাই হোক সে কথিত উদারমনা বা মডারেট বা 'দ্বীন মেনে চলা' মুসলিম। তাই মুসলিমদের এখন সময় হয়েছে ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক সময়ের অবস্থাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবার। আর সেই সাথে দল-মত সবকিছু ভুলে ঐক্যবদ্ধ হবার।

তথ্যসূত্রঃ

১। Kashmir men spend over 100 days in jail for cheering Pakistan win - https://tinyurl.com/bddtxdah

---

উত্তরপ্রদেশে হিজাব নিষিদ্ধের প্রতিবাদ বিক্ষোভে মুসলিম নারীদের উপর হিন্দুত্ববাদী পুলিশের হামলা

হিন্দুত্ববাদী ভারত নিজেকে বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ দাবি করে। মুসলিমদের গণতান্ত্রিক ধোঁকায় ফেলে বোকা বানিয়ে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। কথিত বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা এখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করে প্রকাশ্যে আসছে।

মুসলিমদের অধিকার তারা জোরপূর্বক হরণ করবে। আর এজন্য কোন অপরাধিকেই কোন শাস্তি বা বিচারের মুখোমুখি হতে হবে না, কারণ তারা হিন্দু। কিন্তু অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করলেই হিন্দুত্ববাদী পুলিশ মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে।

ভারতের উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে হিজাব নিষিদ্ধের প্রতিবাদে বোরকা পরিহিত মুসলিম নারীদের বিক্ষোভে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিপেটা করেছে।

ওই বিক্ষোভের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ লাঠি দিয়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করছে। এ সময় এক নারী বিক্ষোভকারী পুলিশের লাঠিচার্জ থামানোর চেষ্টা করছেন।

কর্ণাটকের একটি কলেজে প্রথম হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর কর্ণাটকসহ দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে বিক্ষোভ চলছে। হিজাব নিষিদ্ধের বিষয়টি নিয়ে দেশটির উচ্চ আদালতে শুনানি চলছে। ভিডিওটি সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে কিছু মানুষ পুলিশের এমন পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন।

এদিকে, প্রকাশ্যে হিজাব পরা সহ্য করা হবে না বলে হুমকি দিয়েছে ভারতের মধ্য প্রদেশের ভোপালের বিজেপির সাংসদ হিন্দুত্ববাদী প্রজ্ঞা ঠাকুর। গতকাল বুধবার মধ্য প্রদেশের একটি মন্দিরের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সে এমন মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়েছ

এমন পরিস্থিতিতে হিন্দুত্ববাদীদের জিঘাংসা যেহেতু দিনকে দিন তীব্র আকার ধারন করছে, মুসলিমদেরকেও তাই নিজেদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিতকরণে পাল্টা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে আসছেন উম্মাহদরদী আলেমগণ।

তথ্যসূত্র:

১। উত্তরপ্রদেশে হিজাবধারী নারীদের বিক্ষোভে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ https://tinyurl.com/2p8pk4jm

২। প্রকাশ্যে হিজাব পরা সহ্য করা হবে না : বিজেপির সাংসদ প্রজ্ঞা ঠাকুর https://tinyurl.com/mt4mujxc

---

এবার মধ্যপ্রদেশেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ‘দুর্গা বাহিনীর’ চাপে হিজাব নিষিদ্ধ

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের চাপে কর্নাটকে হিজাব নিষিদ্ধ করা নিয়ে তোলপাড় চলছে। এরই মধ্যে মধ্যপ্রদেশের একটি কলেজে নিষিদ্ধ হল হিজাব। গত মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া জেলার এক সরকারি কলেজে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা মোর্চা‘দুর্গা বাহিনী’র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী ‘দুর্গা বাহিনী’র দাবি, কলেজ ক্যাম্পাসে মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পরে আসতে পারবেন না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হল নয়া বিতর্ক।

গত সোমবার দুই কলেজছাত্রী হিজাব পরে ক্লাসে ঢোকার পর আন্দোলন শুরু করে হিন্দুত্ববাদী ‘দুর্গা বাহিনী’। তাদের দাবি, কলেজ ক্যাম্পাসে হিজাব নিষিদ্ধ করতে হবে। তার পরেই কলেজ কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে সাতনার একটি কলেজে হিজাব পরে আসার ‘কারণে’ এক ছাত্রীকে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিতে বলে প্রিন্সিপাল।

এ নিষেধাজ্ঞাকে মুসলিমদের কোণঠাসা করার উপায় হিসেবেই মনে করছেন বিশ্লেষকগণ। কারণ হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের ১৩৫ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১৩ শতাংশ মুসলিম।

উত্তরপ্রদেশে, দেশের উত্তরে এবং নয়াদিল্লির সীমান্তবর্তী, দুই ডজনেরও বেশি হিন্দুত্ববাদী যুবকের একটি দল সোমবার আলিগড় জেলার ধর্ম সমাজ কলেজে পৌঁছে এবং এর আধিকারিকদের কাছে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেছে যাতে হিজাবের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

তাদের গলায় ছিল গেরুয়া শাল যা বিজেপি সমর্থিত হিন্দুরা পরে থাকে। কলেজের প্রধান প্রক্টর মুকেশ ভরদ্বাজ বলেছে, তিনি লোকেদের চিনতে পারেননি।

ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হিন্দুত্ববাদী একদল যুবক বলছে আমরা আদালতের মাধ্যমে হিজাব নিষিদ্ধ করাবো। পরে মাইকে আযান দেওয়া নিষেধ করাবো। নামায পড়া নিষেধ করাবো। এভাবেই মুসলিমদের কোণঠাসা করতে থাকবো।

তারা আরো বলেছে, সেদিন মুসলিম ছাত্রী মুসকান গেরুয়া হিন্দু যুবকদের সামনে আল্লাহু আকবার তাকবীর দিয়ে জীবন নিয়ে ফিরে গেছে এটাই বেশি। উচিৎ ছিল সেখানেই শেষ করে দেওয়া। তারা বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর মুসলিম হামলা চালায় বলে মিথ্যা অভিযোগ তুলে ভারতে মুসলিমদের উপর চলমান হামলাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

উত্তরপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল থেকে হিন্দুত্ববাদী সন্ন্যাসী যোগী আদিত্যনাথ শাসন করে। যেখানে বর্তমানে বিধানসভা নির্বাচন চলছে এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধ প্রায়ই রাজ্যে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এর আগে গত সোমবার হাইকোর্ট স্কুল ও কলেজগুলোতে হিজাব বা অন্য কোনো ধর্মীয় পোশাকের অনুমতি না দেয়ার অন্তর্বর্তী আদেশ দিয়েছে। সেই অন্তর্বর্তী আদেশ এ বিষয়ে চূড়ান্ত রায় না আসা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কর্ণাটক হাইকোর্ট।

এদিকে, হিজাব নিয়ে রাজ্যের কিছু অংশে অপ্রীতিকর ঘটনার পর গত বুধবার থেকে বন্ধ থাকার পর সোমবার কর্ণাটকের উচ্চ বিদ্যালয়গুলো আবার চালু হয়েছে। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে উদুপি, দক্ষিণ কন্নড় এবং বেঙ্গালুরু জেলার বিভিন্ন এলাকায়।

উদুপি জেলায় সোমবার শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর যে, উচ্চ বিদ্যালয়গুলো আবার খুলেছে। হিজাব পরে স্কুল ক্যাম্পাসে আসা মুসলিম মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে প্রবেশের আগেই তা খোলতে বাধ্য করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এদিন নির্ধারিত পরীক্ষা চলেছে। উদুপি শহরে এবং স্কুলের কাছাকাছি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। যেন কেউ হিজাব খুলতে না চাইলে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

উদুপি জেলা প্রশাসন সোমবার থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলার সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ মিটার ব্যাসার্ধে ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

সোমবার থেকে স্কুল পুনরায় খোলা হলেও কিছু ছাত্রীকে হিজাব খুলতে বাধ্য করে স্কুলে ঢোকার দৃশ্য সামনে আসতেই ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, জনবহুল রাস্তার মাঝেই হিন্দু শিক্ষিকারা ছাত্রীদের হিজাব খুলতে বাধ্য করছে। ক্লাসরুমে হিজাব পরা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে সোমবার শিক্ষার্থীরা যুক্তি দিয়েছিল যে তাদের এটি করতে নিষেধ করার মতো কোনো আইন নেই। তাদের পক্ষ থেকে শীর্ষ আইনজীবী দেবদত্ত কামাত জানিয়েছিলেন যে, হিজাব পরার অধিকার সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধীনে সুরক্ষিত। কিন্তু শুধু মুসলিম বিদ্বেষের কারণে তারা কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে মুসলিম নারীদের হিজাব খুলতে বাধ্য করছে।

তথ্যসূত্র:

The move to ban Muslim girls and women from wearing the hijab at school has now sprewfrom Karnataka to Madhya Pradesh to Uttar Pradesh,

১/ ভিডিও লিঙ্ক: https://tinyurl.com/25mfsyrw

২/উত্তর প্রদেশে পৌঁছেছে হিজাব বিরোধ

https://tinyurl.com/yz7486ue

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

থামছেই না ইহুদি আগ্রাসন : আবারও ৪ ফিলিস্তিনি যুবককে হত্যা

আবারও ইসরাইলি সেনাবাহিনীর গুলিতে ফিলিস্তিনি বালক নিহত। কোন মোটেই যেন থামছে না দখলদার ইহুদি সন্ত্রাসীদের বর্বরতা।

কুদস্ নিউজের সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে একটি ফিলিস্তিনি বাড়ি গুড়িয়ে দিচ্ছিল ইসরাইল। খবর পেয়ে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম ও শহর থেকে যুবকরা ছুটে আসে ইহুদিদের বাধা দিতে। এ সময় নির্বিচারে গুলি ছুড়ে সন্ত্রাসী ইসরাইল সেনাবাহিনী। গুলিতে একজন ফিলিস্তিনি যুবক নিহত ও অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

উক্ত ঘটনার মাত্র ৪ দিন আগেও ৩ জন ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদী ইসরাইল। এ সময় যুবকরা একটি প্রাইভেট কারে করে নিজ কাজে যাচ্ছিলেন। ঘাতক ইসরাইলি সেনারা অন্তত শতাধিক বুলেট ছুড়ে গাড়িটিকে ঝাঁঝরা করে দেয়। লোমহর্ষক এ হামলায় ৩ যুবক সাথে সাথেই নিহত হয়। এ সময় যুবকদের তাজা রক্তে গাড়িটি ভিজে যায়।

ইসরাইলি এসব বর্বরতার বিরুদ্ধে কথিত মানবতাবাদীরা কোন উচ্চশব্দ করছে না। উল্টো ইসরাইলকে আত্মরক্ষার অধিকার আছে বলে সাফাই গাইছে পশ্চিমা দেশগুলো।

কথিত উন্নতি আর পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা জালিমদের করেছে আরও বর্বর, আরও আগ্রাসী, আরও হিংস্র। এসব জুলুম আগ্রাসন রুখে দিতে মুসলিম যুব সমাজকে নববী মানহাজের অনুসরণের জন্য দীর্ঘ দিন ধরেই আহ্বান জানিয়ে আসছেন উম্মাহ দরদি আলিমগণ। ইহুদি আগ্রাসন মকাবিলা ও আল-আকসা পুনরুদ্ধারের দ্বিতীয় কোন পথ নেই বলেও সতর্ক করে আসছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

১। Israeli forces kill Palestinian teen in occupied West Bank- https://tinyurl.com/mr3nzvp3

২। Israeli soldiers assassinate three Palestinian youths in Nablus- https://tinyurl.com/4ruu68t4

৩। ভিডিও লিংক-

https://tinyurl.com/2p8ykbaf

কর্ণাটকে হিজাব ইস্যুতে প্রতিশোধ নিতে মসজিদে হিন্দুত্ববাদীদের হামলা

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম নারীদের জোর করে হিজাব খুলতে বাধ্য করছে। এনিয়ে বিভিন্ন স্থানে মুসলিমরা আন্দোলনে নেমেছেন। প্রতিবাদ মিছিলেও হিন্দুত্ববাদী পুলিশ প্রশাসন ও গেরুয়া সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। এতেও তাদের মুসলিম বিদ্বেষ প্রশমিত হয়নি।

তারা এবার হিজাব ইস্যুতে মুসলিমদের উপর প্রতিশোধ নিতে মসজিদ ও কবরস্থানের গেট ও মিনারে হামলা চালিয়েছে।

গত ০৯ ফেব্রুয়ারি রাত ১২:৩০ টার দিকে একদল উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা কর্ণাটকের মহীশূর জেলায় জামিয়া মসজিদে হামলা চালায়। হামলার পরের একটি ভিডিওতে মসজিদের জানালার কাঁচ ভাঙা এবং আশেপাশে বিক্ষিপ্ত পাথর পরে থাকতে দেখা যায়। মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ মুজ্জামিল আতহার বলেছেন "আমি মসজিদে আমার ঘরে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ বিকট আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আস্তে আস্তে ভাঙ্গচুরের শব্দ বাড়তে থাকায় আমি উঠি। একটা দরজা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আমাকে দেখে হামলাকারী লোকগুলো পালিয়ে যায়। অন্ধকার হওয়ায় আমি তাদের মুখ দেখতে পারিনি। সকালে দেখি মসজিদের জানালাসহ বেশ কিছু অংশ ভাঙ্গা। এমনকি তারা কবরস্তানের মিনারাও ভেঙ্গে চূড়মার করে দিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ইমরান বলেছেন "তারা রাতে মসজিদে হামলা চালায়। তারা পাথর ছুড়ে মসজিদের জানালা ভেঙে দেয়। আরো বেশকিছু ক্ষয়ক্ষতি করে। একই সন্ত্রাসীরা আবার মসজিদ সংলগ্ন কবরিস্তান [কবরস্থান] এর গেট ভাঙার চেষ্টা করে।"

ইমরান আরো বলেছে, "গ্রামে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। আমরা সারা রাত ভয়ে ছিলাম।"

স্থানীয় বাসিন্দা আকমল আহমেদ বলেছেন, “পুলিশ স্টেশনে, আমরা পুলিশের কাছে সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তবুও আমরা মুসলিম হওয়ায় পুলিশ আমাদের কথায় এফআইআর দায়ের করেনি।"

"আমরা পরে এফআইআরের আশা বাদ দিয়েছি। কারণ আমরা আশঙ্কা করেছিলাম যে, দালাল পুলিশ এবং হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের দ্বারা হয়রানির সম্মুখীন হতে পারি।”

তিনি আরো বলেছেন, “আমরা আশঙ্কা করছি যে, কর্ণাটকে হিজাব বিতর্কের কারণে মসজিদে হামলা হয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারী মান্ডিয়াতে হিন্দু শিক্ষার্থী এবং হিজাব সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং একই রাতে আমাদের মসজিদেও হামলা হয়। এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। হিন্দুত্ববাদীরা প্রতিশোধ নিতেই পরিকল্পিতভাবে এমনটা করেছে।"

বিশ্লেষকদের অনেকে এখন আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে, হিজাব বিতর্ক নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির মতোই আরও কিছু অজুহাত দাড় করিয়ে হিন্দুত্ববাদী উগ্র জনতা অচিরেই হয়তো গোটা ভারতজুড়ে ব্যাপক মুসলিম হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দিতে পারে।

মুসলিমদেরকে তাই সজাগ থাকার ও দ্রুতই প্রতিরোধ গড়ে তোলার মানসিক প্রস্তুতি নিতে পরামর্শ দিয়েছেন হক্কানি উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

১। Karnataka: Stones pelted at mosque, locals allege “revenge over hijab issue” https://tinyurl.com/4938h3y8

|| ব্রেকিং নিউজ || ঝড়ের গতিতে রাজধানীতে ঢুকে পড়েছে আশ-শাবাব, ৪টি জেলা ও ঘাঁটি সহ বিশাল বিজয় অর্জন

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি বড় সামরিক অভিযান শুরু করেছেন। এতে এখন পর্যন্ত প্রতিরোধ যোদ্ধারা **রাজধানী মোগাদিশুর ৪টি জেলা ও অর্ধডজন সামরিক ঘাঁটিসহ** আশপাশের অনেক এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, গতকাল ১৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাতে আশ-শাবাব যোদ্ধারা রাজধানী মোগাদিশুতে একটি বড় সামরিক অভিযান শুরু করেছেন। যা একযোগে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থানে শহিদী হামলার মাধ্যমে শুরু হয়েছে।

গতকাল মধ্যরাতের পর থেকে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এই আক্রমণ শুরু করে। হামলাগুলো প্রথমে রাজধানী মোগাদিশুতে সরকারি মিলিশিয়াদের ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে ব্যাপক আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয়।

প্রথম আক্রমণটি একটি শাহাদাত অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, এরপরে রাজধানীর হাড্ডা জেলায় মিলিশিয়া ঘাঁটিতে ঝড় তুলেন মুজাহিদগণ। কয়েক ঘন্টার লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীকে তাড়িয়ে জেলা ও ঘাঁটিটির নিয়ন্ত্রণ নেন।

প্রথম আক্রমণের মতোই, দ্বিতীয় আক্রমণটিও একটি শাহদী অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয়। তারপরে রাজধানীর ইয়াকশাদ জেলা ও এর পাশের দার আস-সালাম এলাকায় মিলিশিয়া ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ শুরু করেন মুজাহিদগণ। এখানেও মুজাহিদগণ কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের পর জেলা, সামরিক ঘাঁটিগুলো এবং আশেপাশের এলাকা নিয়ন্ত্রণ নেন।

তারপর মুজাহিদগণ হাড্ডা জেলার উপকণ্ঠে মিলিশিয়াদের "আইল জানলি" সামরিক ঘাঁটিতে তৃতীয় শহিদী আক্রমণটি চালান। এই ঘাঁটিটি জেলার প্রধান প্রতিরক্ষা হিসাবে বিবেচিত হয়। এটিও কয়েক ঘন্টার লড়াইয়ে পর সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে নেন মুজাহিদগণ।

বরকতময় এই অভিযানের মাধ্যমে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন শুধু ৩টি জেলা বিজয় করেই ক্ষান্ত থাকেননি। বরং তাঁরা রাজধানীর হিডেন ও দাইনিলি এবং আইলশা জেলাগুলোর উপকণ্ঠে সোমালি গাদ্দার মিলিশিয়াদের কয়েকটি ব্যারাক ও সামরিক ঘাঁটিতে বজ্রপাত হয়ে আঘাত হানেন। এবং কয়েকটি ঘাঁটি ও বিস্তীর্ণ এলাকারও নিয়ন্ত্রণ নেন উম্মাহর এই বীর সন্তানেরা।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের এই আক্রমণগুলি গাদ্দার মিলিশিয়াদের প্রচুর পরিমাণে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি সাধিত করে। সেই সাথে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা অগণিত সামরিক যান, অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পেতে সক্ষম হন।

স্থানীয়রা জানান, হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শহরগুলোতে প্রবেশ করতে থাকেন। এবং রাতভর প্রতিরোধ যোদ্ধারা এসকল আক্রমণ চালাতে থাকে। এসময় পুরো রাজধানী হারাকাতুশ শাবাবের অস্ত্রের ঝংকারে কেঁপে ওঠে, রাজধানীর বেশিরভাগ এলাকাতেই আল্লাহ্‌র সিংহদের গুলাগুলি ও প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। আর হারাকাতুশ শাবাবের এই অভিযানগুলো রাত থেকে শুরু করে পরের দিন ভোর পর্যন্ত সময় ধরে চলতে থাকে। তাঁদের হামলার দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল পুরো রাজধানীই যেন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সামনে অসহায় হয়ে পড়েছে। রাজধানীর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের শহরগুলোতে যখন হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা বীরের মতো হামলা চালাচ্ছিল, তাদের সেসকল হামলার সামনে পশ্চিমাদের প্রশিক্ষিত গাদ্দার সরকারি বাহিনী কোন প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, রাজধানী মোগাদিশুতে আশ-শাবাবের জিন্দাদিল মুজাহিদদের সামরিক অভিযানের মুখে পশ্চিমা-সমর্থিত সোমালি সরকার এবং এর মিলিশিয়াদের প্রতিক্রিয়া খুবই খারাপ ছিল। হারাকাতুশ শাবাব যখন শহরগুলোতে একযোগে আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন শহরগুলোর ভিতরে আটকা পড়া মিলিশিয়াদের সাহায্য পাঠাতেও অক্ষম ছিল সোমালি সরকার। অপরদিকে আশ-শাবাবের আকস্মিক এই আক্রমণের সময় আফ্রিকান বাহিনীও কোনো সহায়তা পাঠাতে পারেনি।

শহরগুলোতে সাহায্য না পাঠাতে পারার কারণ হিসাবে এক সোমালি সরকারি কর্মকর্তা জানায়, *প্রথমত হারাকাতুশ শাবাব আকস্মিক এই অভিযানটি শুরু করেছে, দ্বিতীয়ত তাঁরা অভিযানের আগেই রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো এবং মোগাদিশুর বড় অংশ ঘিরে কারফিউ জারি করেছিল। ফলে বাহির থেকে সাহায্য পাঠানো সম্ভব ছিল না।*

বিশ্লেষকরা মনে করেন, হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ এই অভিযান এটাই প্রমাণ করে যে, দখলদার পশ্চিমা-সমর্থিত সরকার এবং ক্রুসেডার আফ্রিকান বাহিনী রাজধানীর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলও নিরাপদ রাখতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা আমাদের সামনে এটা আরও স্পষ্ট ও নিশ্চিত করে তুলছে যে, হারাকাতুশ শাবাব বর্তমানে যখন ইচ্ছা তখনই পুরো রাজধানী মোগাদিশু সম্পূর্ণরূপে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম।

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব দীর্ঘদিন ধরে সোমালিয়ার বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন। তাদের লক্ষ্য সোমালিয়া থেকে দখলদার ও তাদের দোসরদের হটিয়ে একটি ইসলামি ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করা।

আফগানদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রাখা হলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমরা নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হব : তালিবান

আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারত প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর আফগান জনগণের ৯ বিলিয়ন ডলারের বস্তুগত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে সন্ত্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর এজন্য ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতি কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আফগান তালিবান সরকার।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগান প্রশাসনের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সিদ্ধান্তটি সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। আমরা এধরণের প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যপী যে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা দীর্ঘ দিন ধরে চালিয়ে আসছিল, তা-ই এখন তাদের গলার কাঁটা হয়ে দাড়িয়েছে। এসব যুদ্ধের ফলে ক্রুসেডার এই দেশটির অর্থনীতিতে চরম ধ্বস নেমেছে। বর্তমানে দেশটির মোট সরকারি ঋণ প্রায় ৩০ লাখ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে।

আর এখন নিজেদের এই বিপুল পরিমাণ ঋণ মেটাতে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন কুট-কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছে। সেই লক্ষ্যে ক্রুসেডার এই দেশটির বর্তমান সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে, তার দেশ অর্থসংকটে থাকা আফগানদের বাজেয়াপ্ত করে রাখা ১ হাজার কোটি ডলারের অর্ধেক ৯/১১ হামলার শিকার হওয়াদের মধ্যে বিলিয়ে দিবে। কথিত মানবতার ফেরিওয়ালা ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন সিদ্ধান্ত সত্যিই অমানবিক।

তবে এর প্রতিক্রিয়ায়, তালিবান সরকার তাদের জারি করা বিবৃতিতে বলেন যে, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর উক্ত হামলার সাথে আফগানদের কোন সম্পর্ক নেই। তাই যুক্তরাষ্ট্রের এমন সিদ্ধান্ত দোহা চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এধরণের কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

আফগান তালিবান বিবৃতিতে সন্ত্রাসী অ্যামেরিকার প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আরও বলেন, - "আর এরপরও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানদের বিষয়ে তার উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ ত্যাগ না করে, **তবে আফগানিস্তানকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তার নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হতে হবে।**"

এখন দেখার পালা, অহংকারী মার্কিনীরা তালিবানের হাতে তাদের পরাজয়ের স্মৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে কি না!

হিন্দুত্ববাদী প্রিন্সিপালের ধমকি : "হিজাব কিংবা পরীক্ষা যেকোন একটি, অন্যাথায় বাড়ি ফিরে যাও"

হিজাব নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই ভারতের কর্নাটকের স্কুলগুলো (১০ম শ্রেণী পর্যন্ত) খুলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু, এখনো এ কর্নাটক রাজ্যের মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরিধানে বাধা দেয়া হচ্ছে। হিজাব না খুললে ছাত্রীদেরকে স্কুলের শিক্ষকরা **পুলিশের ভয় দেখিয়েছে।** স্কুলের আশেপাশে জারি করা হয়েছে ১৪৪ধারা। ৫ জনের অধিক একত্রিত হওয়ার উপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। যেন মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব খুলতে হিন্দুত্ববাদীরা বাধ্য করলেও মুসলিমরা প্রতিবাদ করতে না পারে।

কর্নাটকের কিছু স্কুলে প্রবেশ করার সময় ছাত্রীদের হিজাব ত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে। মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব ত্যাগ করতে না চাইলে তাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।

গত সোমবার (১৪/০২/২২) স্কুলগুলি পুনরায় চালু হওয়াযর পর, কেপিসি স্কুলের ১৩ জন মুসলিম ছাত্রীকে হিজাবের কারণে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। তাদেরকে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। মুসলিম ছাত্রীরা সেকেন্ডারি স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটের প্রি-বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিতে এসেছিল।

কর্ণাটক হাইকোর্ট রাজ্য জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় পোশাক নিষিদ্ধ করার একটি অন্তর্বর্তী আদেশ দেওয়ার পরে কেপিএস স্কুলে হিন্দুত্ববাদীরা এই পদক্ষেপটি নেয়।

কেপিএস স্কুলের ছাত্রী মুবাশ্বিরা আলী জানান, "এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার দিন থেকে আমি হিজাব পরে আসছি এবং ২ বছর হয়ে গেছে। কেউ আমাকে আমার হিজাব খুলতে বলেনি। কিন্তু আজ যখন আমি এবং আমার সহপাঠীরা স্কুলে যাই, তখন আমাদের অধ্যক্ষ আমাদের মাঝপথে থামিয়ে দেয়। স্কুলের গেটের সামনে অনেক হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া চ্যানেল ছিল। প্রিন্সিপাল আমাদের পরীক্ষার হলে যেতে দেয়নি। বরং একটি আলাদা কক্ষে নিয়ে যায়, এবং **হিজাব পরার কারণে রুমের ভিতরে তালাবদ্ধ করে দেয়।"**

"আমরা ক্লাসে ২৪ জন মুসলিম শিক্ষার্থী এবং পুরো ব্যাচে ৩০ জন। প্রিন্সিপাল আমাদের পরীক্ষা এবং হিজাবের মধ্যে যেকোন একটি বেছে নিতে বাধ্য করে। আমরা আমাদের হিজাব খুলতে অস্বীকার করায়, সে আমাদের কলেজ ছেড়ে যেতে বলে। এবং আমাদের সাথে খুব অভদ্রতার আচেরণ করে। কিছু মুসলিম মেয়ের বাবা-মা আমাদের সমর্থন করেছিলেন এবং প্রিন্সিপালকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে কারো আবদার রাখেনি।

হিন্দু শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কেউই আমাদের সমর্থন করেনি। এটা আমাদের জন্য খুবই অপমানজনক ছিল। আমরা স্কুল ছেড়ে দিয়েছি, কারণ আমরা হিজাব এবং শিক্ষার মধ্যে যেকোন একটিকে বেছে নিতে পারি না। দুটোই আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

শিক্ষার্থীদের এক অভিবাবক বলেছেন, "হিজাব আমাদের ধর্মের ফরজ বিধান এবং আমরা অবশ্যই এর সাথে কোন ধরণের আপস করতে দিব না। হিজাব খুলে ফেলা আমাদের শালীনতা থেকে বেরিয়ে আসার সমান। আমি আমার মেয়েকে আর সেই স্কুলে পাঠাব না, যদি তারা হিজাব খুলে ফেলতে বলে, আমি তার পরিবর্তে তাকে আরবি স্কুলে ভর্তি করে দেবো।"

"আমি চাই আমার মেয়ে মান্ডিয়ার মুসকান খান নামের সেই মেয়েটির মতো সাহসী হোক, যে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের অপমানের জবাবে আল্লাহু আকবর স্লোগান তুলেছিল। আমরা যতই সমস্যার সম্মুখীন হউক না কেন, আমি আমার মেয়েকে তার হিজাব খুলতে দেব না।"

এদিকে ভারতের কোডাগুর নেলি হুদিকেরির একটি পাবলিক স্কুলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের তাদের হিজাব নিয়ে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করায় প্রায় ৩০ জন শিক্ষার্থী বাড়িতে ফিরে গেছে।

একটি ভিডিওতে দেখা গেছে যে, হিজাব পড়ে ছাত্রীরা স্কুলে প্রবেশ করতে না পারায় তাদের মা-বাবারাও কর্তৃপক্ষের সাথে তর্ক-বিতর্ক করছেন। অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করার পর অবশেষে বাধ্য হয়ে কিছু মুসলিম ছাত্রীরা তাদের হিজাব খুলে ফেলেন এবং শুধুমাত্র মাস্ক পরে স্কুলে প্রবেশ করেন।

কর্ণাটকের উদুপি এবং শিভামগ্গা জেলার স্কুলের দুই শিক্ষার্থী হিজাব খুলে পরীক্ষায় বসতে রাজি হননি। তাদের মধ্যে একজন ছাত্রীর অভিভাবক এনডিটিভিকে বলেছেন, **"হিজাব খুলে না ফেললে পুলিশের ভয় দেখিয়েছেন স্কুলের শিক্ষকরা।"**

উদুপির সরকারি একটি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া ওই ছাত্রীর অভিভাবক আরো বলেছেন, "এ ধরনের (হিজাব নিষিদ্ধ) ঘটনা আগে ঘটেনি। আমাদের সন্তানকে আলাদা ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সোমবার শিক্ষকরা বাচ্চাদের ভয় দেখিয়েছেন।"

তিনি আরো বলেছেন, "শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বলেছে, 'যারা হিজাব পরে আছ, বাইরে যাও; যারা হিজাব ছাড়া আছ তারা ক্লাসে বসো।'...আমাদের সন্তানরা হিজাব পরতে চায় এবং তারা শিক্ষালাভ করতে চায়। **হিন্দু শিক্ষার্থীরা সিঁদুর পরে এবং খ্রিস্টানরা জঁপমালা পরে; আমাদের সন্তানরা হিজাব পরলে দোষটা কোথায়?"**

এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, কর্নাটকের শিবমোগা জেলার ১০ম শ্রেণীর ১৩ ছাত্রী, ৯ম শ্রেণীর দু'ছাত্রী এবং অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে হিজাব ত্যাগ করতে না চাওয়ায় তাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

এদিকে, নির্বাচনী উত্তাপের মাঝেই হিজাব বিতর্কে মুখ খুলেছে ভারতের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথ। তার বক্তব্য, শরীয়ত নয়, দেশের সংবিধান মেনে চলতে হবে। একইসাথে, **'এই দেশে মৌলবাদের শাসন কোনো দিন স্থাপন হবে না'**- বলেও সে মন্তব্য করে।

তথ্যসূত্র:

১। Principal made us choose between hijab and exam: Muslim students in Karnataka https://tinyurl.com/y2fw5bv7

২। হিজাব ত্যাগ করো, অন্যাথায় বাড়ি ফিরে যাও https://tinyurl.com/2p9xzu9a

৩।শরীয়ত নয়, সংবিধান মানতে হবে : যোগী https://tinyurl.com/58mrzxzd

৪। হিজাব খুলতে বলায় কর্নাটকের দুই স্কুলছাত্রীর পরীক্ষা বয়কট https://tinyurl.com/yckv2ckn

---

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ফটো রিপোর্ট || ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে আল-কায়েদা, হাজার হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়ায় হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত ও দুরস্ত পরিবারে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেছেন।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা যায়, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের ত্রাণ কমিটি খরা-কবলিত লোকদের উপশম করতে সম্প্রতি খাদ্য সহায়তা বিতরণ করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত মাদাক, জালাজদুদ, বাকুল, শাবেলী, দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়ার রাজ্যগুলোর বেশ কয়েকটি শহর ও অঞ্চলের হাজার হাজার অভাবী পরিবারে খাদ্য ও জল সরবরাহ করেছেন। যেখানে অনাবৃষ্টির কারণে হাজার হাজার মানুষ খরার কবলে পড়েছেন।

হারাকাতুশ শাবাব সূত্র জানিয়েছে যে, তাদের ত্রাণ কমিটি মাদাক রাজ্যের হারদিরি, জোলো, আমরাহ, আদ এবং এর আশেপাশের শহরগুলিতে খরায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৭০০ পরিবারকে চাল, আটা, চিনি, খেজুর, তেল এবং অন্যান্য আইটেম সহ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। সেই সাথে এই কমিটি তাদের জন্য জল সরবরাহ করেছে। হারাকাতুশ শাবাব জানিয়েছে যে, মাদাক রাজ্যের বিভিন্ন শহরে এখনও ত্রাণ বিতরণী কার্যক্রম চলছে।

অপরদিকে মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যে, হারাকাতুশ শাবাবের খরা-ত্রাণ কমিটি এলবোর শহর, জিলহারিরি শহর এবং এর আশপাশের শহরতলিতে শত শত পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেছেন। মুজাজিদদের এই ত্রাণ কমিটি রাজ্যের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পানি ও খাদ্য সরবরাহ করেছেন।

এদিক দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বাকুল রাজ্য, যেটি খরায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে একটি। উক্ত রাজ্যটির ২টি জেলাতেও মুজাহিদগণ ৫০০ অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন।

এছাড়াও, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর খরা ত্রাণ কমিটি শাবেলী রাজ্যের বারউই, কারিউলি এবং কার্তনোয়ারি শহর এবং এর উপকণ্ঠে অবস্থিত এলাকার শত শত অভাবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেছে।

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকাগুলোর ক্ষতিগ্রস্তদের স্থায়ীভাবে ত্রাণ প্রদানের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।ক্রুসেডার পশ্চিমা-সমর্থিত সোমালি সরকার এবং এটিকে সমর্থনকারী আফ্রিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে হারাকাতুশ শাবাবের লড়াই এই ত্রাণ বিতরণে থামিয়ে রাখতে পারে নি। মুজাহিদগণ তীব্র লড়াইয়ের পাশাপাশি জনগণের সেবায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণ নিযুক্ত করছেন, জনগণের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন।

https://alfirdaws.org/2022/02/15/55669/

আফগাদের অনাহারে রেখে রিজার্ভের অর্থ লোপাটের 'নতুন ধান্দা' লুটেরা মার্কিন প্রশাসনের

আফগানিস্তানে দীর্ঘ বিশ বছর মার খেয়ে পরাজিত হয়ে, গত বছর আগস্টে দেশটি থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধের খরচ চালাতে গিয়ে ঋণের চাপে প্রায় দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার প্রতিক্রিয়ায় কোন ধরণের তথ্য প্রমাণ ছাড়াই গায়ের জোরে তৎকালীন বুশ প্রশাসনের শক্তিধর সশস্ত্র বাহিনী আফগানিস্তানে আক্রমণ চালায়। ৭ অক্টোবর অভিযান শুরু করে মাত্র দুই মাসের মধ্যে তৎকালীন তালিবান সরকারের পতন ঘটিয়ে মার্কিনিরা আফগানিস্তান দখল করে নেয়। এরপর তারা সুদীর্ঘ ২০ বছর তাবেদার সরকারের মাধ্যমে এ দখলদারিত্ব কায়েম রাখে। এজন্য তারা অজস্র অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি এবং জনবল ক্ষয় করে।

কিন্তু এই ব্যয়বহুল যুদ্ধে ক্রুসেডার মার্কিনিরা চূড়ান্ত বিচারে **সম্পূর্ণ ব্যর্থ** হয়েছে। গত ৩১ আগস্ট ২০২১সালে শূন্য হাতে আফগানিস্তান থেকে শেষ সৈন্যটি প্রত্যাহার করে নেয় তারা। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের চারজন প্রেসিডেন্ট দুই দশক ধরে রক্তক্ষয়ী এ ব্যয়বহুল যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। সূত্র মতে, যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে যত টাকা খরচ করেছে, তার **৬০** শতাংশ বেশি খরচ করেছে আফগান সেনা এবং নিরাপত্তা বাহিনী গঠনে। গত ২০২০ সাল পর্যন্ত এই খাতে সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের মোট খরচ ছিল প্রায় **৮ হাজার ৯০০ কোটি ডলার**।

এদিকে, করোনাভাইরাস মহামারীর এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণের বোঝা আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায়। মহামারীর কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে ওয়াশিংটন বেপরোয়াভাবে ব্যয় করেছে। ২০১৯ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ বেড়েছে প্রায় সাত লাখ কোটি ডলার। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে গভীর দুরাবস্থা চলছে এখন। মোট সরকারি ঋণের পরিমাণ প্রথমবারের মতো **৩০ লাখ কোটি ডলার** ছাড়িয়ে গেছে তাদের।

নিজেদের ঋণ মেটাতে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগান রাষ্ট্রটির **১০ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ** বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে। এবং দেশটির উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় রেখেছে। অন্যদিক থেকে আফগানিস্তানের নতুন প্রশাসনকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেতেও বাঁধা দিচ্ছে অ্যামেরিকা।

ফলে নিজেদের জমাকৃত টাকা থাকার পরও সংকটে পড়েছেন আফগান জনগণ।

এর মধ্যে আফগান জনগণকে খাদ্যসংকটে ফেলে মানবতার কথিত ফেরিওয়ালারা দেশটিতে আটকে থাকা আফগানিস্তানের সম্পদের অর্ধেক **৯/১১ হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে।** তাদের এমন অমানবিক সিদ্ধান্তের বলি হচ্ছেন আফগান জনগণ।

বিশ্লেষকগণ প্রশ্ন তুলেছেন, কোন যুক্তিতে তারা আফগানদের অর্থ ৯/১১ হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের দিতে পারে? অথচ, হামলায় আফগান জনগণের কোন সংশিষ্টতা তারা প্রমাণ করতে পারেনি। এটা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে '***আফগানদের অর্থ লুট করার অভিনব ফন্দি'*** হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকগণ।

এমনিতেই দশকের পর দশক ধরে যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান। কাবুলের পতনের পর শুধু যুক্তরাষ্ট্রই আফগানদের অর্থ আটক করেনি; বিভিন্ন সংস্থা স্থগিত করেছে আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক সহায়তাও। ফলে চরম আর্থিক সংকটে রয়েছেন আফগানরা।

এবারের শীতে কয়েক লাখ মানুষের পাশাপাশি শিশুরাও অনেক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আফগানিস্তানের অসহায় মানুষের কাছে জরুরি ভিত্তিতে সহযোগিতা পাঠানো দরকার।

আফগানিস্তানের খাদ্যসংকট কৃত্রিম এবং মানবতার কথিত ফেরিওয়ালাদের অন্যায়ভাবে আরোপিত সব নিষেধাজ্ঞা ও বিপর্যয়কর অতীত কর্মকাণ্ডের ফল। তালিবানদের সাথে ময়দানে টিকতে না পেরে এখন তারা আফগান জনগণের বৈধ অর্থ লুট করে এখন হজম করে ফেলার এই ঘৃণ্য কূটকৌশল নিয়েছে।

কিন্তু দাজ্জালি মিডিয়াগুলো খাদ্যসংকটের কারণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী না করে নির্লজ্জ ও মিথ্যাবাদীর মতো এখনো আফগান তালেবানদের দায়ী করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

একইভাবে সন্ত্রাসবাদী পশ্চিমারা আফ্রিকানদের শায়েস্তা করার প্রকল্প হাতে নিয়েছিল গত শতকে। আফ্রিকা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। এখনো দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও খাদ্যসংকটে ডুবে আছে আফ্রিকানরা।

তবে বর্তমানে পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে ইসলামি প্রতিরোধ **আল-কায়েদা** মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ ও জবাবি হামলার ফলে ঐ অঞ্চলসমুহে কর্তৃত্ব হারাচ্ছে পশ্চিমা ও ক্রুসেডার শক্তি। ফলে মুজাহিদদের দক্ষ নেতৃত্ব ও রণকৌশলে আবার ঘুরে দাড়াচ্ছে আফ্রিকা। ইসলাম ও মুসলিমের কল্যাণে তাঁরা নিজেদের যান-মাল উৎসর্গ করে দিচ্ছেন।

যাহোক, খাদ্যের কৃত্রিম সংকট গত শতকে ৬০ ও ৭০-এর দশকে আফ্রিকায় শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে আফ্রিকার সাব সাহারা ও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। ওদের জমি ছিল, কৃষি ছিল, কিন্তু উৎপাদন ছিল না।

যদিও ওই সময় বিশ্বে খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল। তবে ভূরাজনীতি ও বিশ্বরাজনীতির জটিল ও কুটিল কৌশলের কারণে আফ্রিকানদের খাদ্য দেওয়া হয়নি। খাদ্যসংকট ও সংঘাত থেকে আর পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারেনি আফ্রিকা।

ভিন্ন ভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণ থাকলেও, খাদ্যসংকট এখনো বিদ্যমান আফ্রিকার জনসাধারণের মধ্যে। এ মুহূর্তে পূর্ব আফ্রিকার দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া ও কেনিয়ার কমপক্ষে ২১ মিলিয়ন মানুষের জরুরি খাদ্য সহায়তা দরকার। আফ্রিকার দেশগুলোতে বিদেশি শক্তির আগ্রাসনে এখনো তারা সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

তবে বিশ্লেষকগণ বলছেন তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের অবস্থা আফ্রিকার মতো হবে না। মিত্র রাষ্ট্রগুলো থেকে কিছু খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে তালিবানরা।

খাদ্যসংকট তৈরি করে প্রতিপক্ষকে দমানো ক্রুসেডারদের অনেক পুরোনো কৌশল। যুদ্ধের ময়দানে কুলিয়ে উঠতে না পেরে যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য প্রত্যাহার করলেও, শেষ অস্ত্র হিসেবে নিষেধাজ্ঞার রাজনীতি প্রয়োগ করেছে তালিবান সরকারের ওপর। আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভয়াবহ খাদ্যসংকট হওয়ার কথা নয়।

যুদ্ধ ছাড়া ওই অঞ্চলে এমন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়নি যে, খাবার নিয়ে চারদিকে হাহাকার শুরু হবে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে বিভিন্ন দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আফগান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন স্থগিত রেখেছে। এ কারণে আফগান মুদ্রা ও ডলারের সংকট দেখা দিয়েছে। যা তালেবানদের সততা আর দক্ষতার সাথে দেশ পরিচালনার কারণে সংকট কমে আসতেছে। হয়ত অচিরেই তারা ঘুরে দাঁড়াবে।

আফগানের বরকতময় ভূমিতে উৎপাদন বাড়ানোর প্রতিও জোর দিচ্ছেন তালেবান প্রশাসন। এছাড়া দেশটিতে রয়েছে বিপুল খনিজ সম্পদ যা উত্তোলন করে কাজে লাগাতে মনোযোগী হচ্ছেন ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান। ফলে বিশ্লেষকগণ আশা করছেন, অদূর ভবিষ্যতে তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করেও বিশ্বের মাজলুম উম্মাহর পাশে দাঁড়াবেন।

আফগানিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল আটকে দিয়ে আমদানির পথ বন্ধ করে দিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকা। বিদেশে রক্ষিত তহবিলের ওপর তালিবান সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় খাদ্য আমদানির মূল্য ডলারে পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানি কমে আসায় বাজারে খাদ্যসংকট ঘনীভূত হয়েছে।

যদি মানবতার বলি আউড়ানো ক্রুসেডাররা এমন অমানবিক কাজ না করতো, জোড় করে রিজার্ভের টাকা আত্মসাৎ না করে আফগানদের প্রাপ্য অর্থ তাদেরকে বুঝিয়ে দিত, তাহলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তালেবানদের সততা, ন্যায় নীতি ও ইসলামিক শাসন ব্যাবস্থার সুফলে আফগান জনগণ ইতিমধ্যেই পৃথিবীর অন্যতম সুখী ও সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হত।

ইনশাআল্লাহ এখনা না হলেও অতি শীঘ্রই ক্ষুধা ও সংকট মুক্ত একটি অনুকরণীয় রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে 'সাম্রাজ্যবাদীদের কবরস্তান' খ্যাত আফগানিস্তান- এমনই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন সচেতন বোদ্ধামহল।

এবার মালি থেকে সরে পড়ার ঘোষণা ক্রুসেডার 'এস্তোনিয়ার'

দখলদার পশ্চিমা দেশগুলো বিগত প্রায় এক দশক ধরে মালিতে মুজাহিদদের হাতে চরমভাবে মার খেয়ে আসছে। ফলে দীর্ঘ এই যুদ্ধে ক্লান্ত-শ্রান্ত সৈন্যদের নিয়ে মালি থেকে একে একে পালানোর সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে দখলদার পশ্চিমা দেশগুলো।

সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ইউরোপের অন্যতম দেশ এস্তোনিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ক্যালে লানেট ঘোষণা করেছে যে, তাদের পশ্চিমা মিত্ররা মালি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে, এস্তোনিয়াও মালি থেকে তাদের সামরিক কর্মীদের সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এস্তোনিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে ***"সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"*** মিশনের অংশ হিসাবে, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডেনিশ সরকার মালি থেকে তাদের সামরিক কর্মীদের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে এই সিদ্ধান্ত নিল এস্তোনিয়াও।

ইউরোপীয় দেশ এস্তোনিয়া, যেটি ক্রুসেডার ফ্রান্সের নেতৃত্বে অপারেশন বারখানের অধীনে মালিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যরা মালির গুরুত্বপূর্ণ 'গাও' শহরে দখলদারীত্ব বজায় রেখেছিল।

এদিকে, **আল-কায়েদা** সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **জামা'আত নুসরাতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন** মালি সহ পশ্চিম আফ্রিকায় নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি ও বিজিত আঞ্চলের সীমানা প্রসারিত করে চলেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে মালি থেকে ক্রুসেডার দেশগুলোর দখলদার সৈন্যদের প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে 'জেএনআইএম'।

'আমি জিতলে মুসলিমরা টুপি ছেড়ে তিলক পরবে' : বিজেপি বিধায়ক হিন্দুত্ববাদী রাঘবেন্দ্র সিং

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের বিদ্বেষের বিষ মাখা তীর মুসলিমদের জীবনধারণ ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। মুসলিমদের ব্যাপারে একের পর এক বেফাস মন্তব্য করে চলেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

এবার উত্তরপ্রদেশের বিজেপি বিধায়ক হিন্দুত্ববাদী রাঘবেন্দ্র সিং নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে জোর গলাতেই আক্রমণ করেছে সংখ্যালঘু মুসলিমদের। রাখঢাক না রেখেই বলেছে, সে জিতলে মুসলিমরা ইসলাম ধর্মীয় টুপি ছেড়ে হিন্দুদের তিলক পরবেন। সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে পরক্ষণে সে মুসলিমদের 'সন্ত্রাসী" হিসেবে আখ্যায়িত করে।

সে পূর্ব উত্তরপ্রদেশের দোমারিয়াগঞ্জের বিধায়ক ছিল। উপরক্ত উগ্র বক্তব্য সংবলিত তার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। বিতর্ক শুরু হতেই সে ভিত্তিহীন মিথ্যা যুক্তি দেখিয়ে বলেছে, 'যখন এখানে ইসলামিক "সন্ত্রাস"(শাসকরা) ছিল, তখন হিন্দুদের টুপি পরতে বাধ্য করা হত।'

হিন্দু যুব উগ্র বাহিনীর উত্তরপ্রদেশ শাখার প্রধান এই রাঘবেন্দ্র। কট্টরপন্থী এই সংগঠন তৈরি করেছিল কট্টর হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ভোট প্রচারে বেরিয়ে লাগাতার সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিশানা করা রাঘবেন্দ্রর কাছে নতুন নয়।

বিজেপি বিধায়কের কথায়, 'আমি আবার বিধায়ক হলে ফেজ টুপি হাপিশ হয়ে যাবে। এর পর থেকে মিয়াঁরা তিলক পরবেন কপালে।' এখানেই থামেনি ঐ উগ্র বিধায়ক। সে আরো বলেছে, "এবার কি সালাম ধ্বনি উঠবে, নাকি জয় শ্রীরাম?"

অথচ এই উপমহাদেশে প্রায় হাজার বছরের সাশনামলে মুসলিম শাসকরা কখনোই কোন অমুসলিমকে ইসলামিক পোষাক পড়তে বাধ্য করেননি। আর কোন মুসলমানের জন্য অন্য ধর্মের তিলক পরাও জায়েজ নয়। তার কথায় এটাই বুঝায় যে, জোর করে মুসলিমদের হিন্দু বানানো হবে। যাকে তারা ***'ঘরওয়াপসি'*** বলে অভিহিত করে থাকে।

সুতরাং মুসলিমদের উচিৎ নিজেদের মাঝে মতানৈক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও মুসলিম কমিউনিটি তৈরী করা। সতর্ক থাকা যেন হিন্দুত্ববাদীরা ঘরওয়াপেসির নামে কোন মুসলিমকে বিধর্মী করতে না পারে। - উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুসলিমদের এমনই পরামর্শ দিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র :

১/'আমি জিতলে মুসলিমরা টুপি ছেড়ে তিলক পরবেন'
https://tinyurl.com/3nw6xrwa

ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদীদের হাতে নিপীড়িত : নোয়াম চমস্কি

ভারতজুড়ে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করেছে। মুসলিমদের নির্মূলের প্রায় সকল ধাপ অতিক্রম করেছে। এখন শুধু মুসলিম গণহত্যা শুরু হওয়ার বাকি। ভারতীয় মুসলিমরা অনাগত হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের অসনি সংকেত বুঝতে দেরি করলেও, এমনকি অনেক অমুসলিম গবেষকও ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। এবিষয় নিয়ে এখন নিয়মিতই বক্তব্য-বিবৃতি দিচ্ছেন তারা।

বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক নোয়াম চমস্কি বলেছেন, ভারতে ইসলাম ভীতি (ইসলামোফোবিয়া) 'সবচেয়ে মারাত্মক রূপ' ধারণ করেছে। প্রায় ২৫ কোটি মুসলিমকে 'নির্যাতিত সংখ্যালঘু'তে পরিণত করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত।

তিনি বলেন, ‘ইসলাম ভীতির রোগ সমগ্র পশ্চিমজুড়েও বাড়ছে। তবে এটি ভারতে সবচেয়ে মারাত্মক রূপ নিয়েছে’।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক এমেরিটাস এই বিখ্যাত লেখক এবং মানবাধিকার কর্মী গত বৃহস্পতিবার এক ওয়েবিনারের ভিডিও বার্তায় এসব কথা বলেন।

ওয়াশিংটন-ভিত্তিক ইন্ডিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল নামের একটি অ্যাডভোকেসি সংস্থা ওই ওয়েবিনারের আয়োজন করে। "ভারতে ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং সহিংসতা" বিষয়ক ওই ওয়েবিনারে চমস্কি ছাড়াও আরো বেশ কিছু শিক্ষাবিদ এবং মানবাধিকার কর্মী অংশ নিয়েছিলেন।

চমস্কি আরো বলেন যে, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডানপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদী শাসন ভারত-অধিকৃত কাশ্মিরে (IOK) রাষ্ট্রীয় ‘অপরাধ’ তীব্রভাবে বাড়িয়েছে।... কাশ্মীর রাষ্ট্রীয় অপরাধের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রাজ্যটি এখন ‘নিষ্ঠুরভাবে দখলকৃত অঞ্চল এবং এর সামরিক নিয়ন্ত্রণ অনেকটা ইসরাইলের দখলকৃত ফিলিস্তিনের মতো’।

চমস্কি আরো বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি বিশেষভাবে বেদনাদায়ক। দক্ষিণ এশিয়ার যন্ত্রণা সমাধানের আশা ও সুযোগ ছিল, কিন্তু আর বেশি দিন নেই। একই ওয়েবিনারে ভারতীয় লেখক এবং ওয়েস্টমিনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার অন্নপূর্ণা মেনন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অবস্থার দিকে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকারের অধীনে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। মেনন বলেন, ‘ভারতের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ ২০২২ সালে ইতোমধ্যে ছয়জনেও অধিক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে, শুধু তাদের দায়িত্ব পালন করার কারণে।

সাংবাদিকরা, বিশেষ করে নারী সাংবাদিকরা হয়রানি, অবৈধ আটকসহ সবধরনের প্রতিশোধের সম্মুখীন হচ্ছেন। সাংবাদিকরা নিয়মিতভাবে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ, প্রতিবেদনে নিষেধাজ্ঞা, ইন্টারনেট সেবা স্থগিত এবং বিজেপির সাম্প্রতিক ‘মিডিয়া নীতির’ কারণে আর্থিক সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হচ্ছেন’। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)-এর এশিয়া অ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর জন সিফটন বলেছেন, ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হলো সংখ্যালঘু মুসলিমদের বাদ দিয়ে ভারত সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করছে।

তিনি অভিযোগ করেছেন যে, ভারত সরকার সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের টার্গেট করেই ‘নাগরিকত্ব আইন’ প্রণয়ন করেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে ইউনিভার্সিটির একজন ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ এবং পণ্ডিত অঙ্গনা চ্যাটার্জি বলেছেন, ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির সরকারের মধ্যে থাকা বিদ্বেষ এবং কুসংস্কারগুলো ভারতের পুলিশ এবং আদালতের মতো স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতেও অনুপ্রবেশ করেছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী দলগুলোকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হুমকি, হয়রানি এবং আক্রমণ করার ক্ষমতা দিয়েছে, দায়মুক্তিসহ।

অঙ্গনা চ্যাটার্জি বলেন, ‘হিন্দু ধর্মীয় নেতারা মুসলমানদের জাতিগতভাবে নির্মূলে জড়িত। বিজেপি নেতারা এবং এর সহযোগী গোষ্ঠীগুলো দীর্ঘ দিন ধরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে মুসলমানদেরকে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা এবং হিন্দু জীবনধারার জন্য হুমকি হিসেবে চিত্রিত করে আসছে। তারা ‘লাভ জিহাদ’-এর গুজব

ছড়িয়েছে এবং দাবি করছে যে, মুসলিম পুরুষরা হিন্দু নারীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিয়েতে প্রলুব্ধ করছে, মুসলিম অভিবাসীদের চরমপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে গরু জবাইয়ের মাধ্যমে হিন্দু অনুভূতিতে আঘাত করার বিদ্বেষমূলক অভিযোগ তুলেছে'।

কিছুদিন আগেই জেনোসাইড ওয়াচের প্রেসিডেন্ট ডক্টর গ্রেগরি স্ট্যান্টন সতর্ক করে বলেছেন, আর এক ধাপ পরেই মুসলিম গণহত্যা শুরু হবে।

ইসলামি বিশ্লেষক, ব্যক্তি-সংগঠন থেকে শুরু করে অমুসলিম ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোও এ ব্যাপারে একমত যে, হিন্দুরা মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর মাঠ প্রস্তুত করছে। হিন্দুরা প্রকাশ্যেই মুসলিম মুক্ত করে অখণ্ড ভারতে তাদের কল্পিত দেবতা রামের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিচ্ছে। তাই ইসলামি চিন্তাবিদগণ বলছেন, মুসলিমদের উচিৎ আসন্ন বাস্তবতাকে উপলব্দি করা। ছোটখাটো মতানৈক্য ভুলে যাওয়া। দুনিয়ার ভোগ বিলাস ত্যাগ করা। নিজেদের জান মাল দিয়ে হলেও হিন্দুত্ববাদী ঝড়ের কবলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

১। মুসলিমদের 'নিপীড়িত সংখ্যালঘু' বানিয়েছে ভারত : নোয়াম চমস্কি https://tinyurl.com/23yzjk2s

২। ভারতকে মুসলিম গণহত্যার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে: অ্যামনেস্টি https://tinyurl.com/45jy5b8v

৩। Predicted genocide in Rwanda, I warn same could happen in India: Dr Gregory Stanton https://tinyurl.com/2t7pmvw3

৪। India is in 8th stage of genocide, just one step away from extermination: Genocide Watch founder Prof Stanton https://tinyurl.com/2p8ja52t

---

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

পশ্চিম আফ্রিকায় আইএস সন্ত্রাসীদের তাড়িয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আল-কায়দা

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার ৩টি দেশের সীমান্ত অঞ্চল থেকে আইএস সন্ত্রাসীদের গোপন সব আস্তানা গুড়িয়ে দিতে অভিযান চালাতে শুরু করেছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **'জেএনআইএম'** মুজাহিদগণ।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ জানুয়ারি মুজাহিদগণ তাদের এই চুরুনী অভিযান শুরু করেন। প্রথমই তাঁরা বুরকিনা ফাঁসোর সীমান্ত অঞ্চল থেকে আইএস সন্ত্রাসীদের হটাতে অভিযান শুরু করেন। ফলে এই সীমান্ত অঞ্চলটির টিন-আকুফ এলাকায় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম এবং গ্রেট সাহারা ভিত্তিক আইএস সন্ত্রাসীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। ঐদিনের অভিযানের মধ্য দিয়ে জেএনআইএম মুজাহিদগণ বুরকিনা ফাঁসোর টিন-আকুফ এলাকা বিজয় করে নেন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকেন।

পরেরদিন ১/২/২২ তারিখে বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ বুরকিনা ফাঁসোর তিসি অঞ্চল ও বেকলে অঞ্চল সহ আশপাশের অনেকগুলো গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নেন। মুজাহিদগণ এতটা দ্রুতই অগ্রসর হয়েছিলেন যে, তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যেই সীমান্ত অঞ্চলটির পূর্ব দিকের ইরসেম শহর পর্যন্ত পৌঁছে যান। মুজাহিদগণ বিস্তীর্ণ এই সীমান্ত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন।

এরপর ৩ ফেব্রুয়ারী, জেএনআইএম এর বীর যোদ্ধারা টিন-ড্রাঙ্গিটেন পর্যন্ত পুরো টান্দ্রেউইল উপত্যকা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেন।

এমনিভাবে ৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়, নাইজার সীমান্তে **জেএনআইএম** এবং আইএস সন্ত্রাসীদের মধ্যে একটি তীব্র সংঘর্ষ হয়। পরে আইএস সন্ত্রাসীরা মুজাহিদদের হামলার সামনে টিকতে না পেরে অঞ্চলটির পূর্ব দিকের নদী সাতরিয়ে পালিয়ে যায়।

একইভাবে ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখে, মালির সিটের পৌরসভার উত্তরে আইএস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যেখানে মুজাহিদগণ আইএস সন্ত্রাসীদের হটিয়ে তুবানি গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নেন। সেই সাথে ৪ আইএস সন্ত্রাসীকে হত্যা করেন এবং উক্ত এলাকার আইএস কমান্ডারকে পালানোর সময় বন্দী করেন মুজাহিদগণ।

একই দিন সন্ধ্যায়, মালির হারারার অঞ্চলের পশ্চিমে উভয় গ্রুপের মধ্যে একটি সংঘর্ষ শুরু হয়, যা ৬/২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকে। যেখানে **জেএনআইএম** এর বীর যোদ্ধারা ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। ফলে আইএস সন্ত্রাসীদের থেকে কয়েকটি গাড়ি, একডজনেরও বেশি মোটরসাইকেল এবং অন্যান্য অস্ত্র উদ্ধার করেন মুজাহিদগণ। সেই সাথে সেখানে মুজাহিদদের হামলায় অনেক আইএস সন্ত্রাসী নিহত এবং আহত হয়েছিল।

বর্তমানে মালির গৌরমা অঞ্চলে আইএস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাচ্ছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **জেএনআইএম** এর বীর মুজাহিদগণ।

ইয়েমেনে জাতিসংঘের ডেপুটি জেনারেল সহ পাঁচ কর্মকর্তাকে বন্দী করেছে আল-কায়েদা

ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় আবিয়ান প্রদেশ থেকে কুফ্ফার ***জাতিসংঘের পাঁচ কর্মকর্তাকে*** বন্দী করছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **আল-কায়েদার** বীর যোদ্ধারা।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গত ১২ ফেব্রুয়ারি শনিবার ইয়েমেনের আবিয়ান প্রদেশ থেকে জাতিসংঘের ৫ কর্মকর্তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছেন একদল প্রতিরোধ যোদ্ধারা। জানা যায় যে, বন্দীদের মধ্যে কুফ্ফার জাতিসংঘের ডিপুটি জেনারেল কো-অর্ডিনেটরও রয়েছে। যাদেরকে আবিয়ান প্রদেশের আল-মাহফাদ এলাকা থেকে বন্দী করেছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **জামা'আত আনসারুশ শরিয়ার** মুজাহিদগণ।

ইয়েমেনের সরকারি কর্মকর্তারা জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের বন্দী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, জাতিসংঘের বন্দী সদস্যদের মধ্যে ৪ জন ইয়েমেনি এবং একজন পশ্চিমা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও রয়েছে। বন্দী করার পর তাদেরকে দক্ষিণাঞ্চলীয় আবিয়ান প্রদেশের একটি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক অপহরণের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছে যে, ***"আমরা এ বিষয়ে সচেতন, কিন্তু আমরা এখনই সুস্পষ্ট কোন মন্তব্য করছি না।"***

এদিকে স্থানীয় আদিবাসী নেতারা বলছেন, জিম্মিদের মুক্তির জন্য আমরা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনা করছি।

আশা করা হচ্ছে, আল-কায়েদা জাতিসংঘের এই বন্দীদের মুক্ত করার বিনিময়ে আরব জোটের কারাগারে বন্দী গুরুত্বপূর্ণ অনেক মুজাহিদকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন।

কাশ্মীরের জনগণের প্রতি সমর্থন করে টুইট করায় কেএফসি হুন্দাইয়ের ব্যবসা বন্ধ করে দিল হিন্দুত্ববাদীরা

হিন্দুত্ববাদীরা ইসলাম বিদ্বেষের কারণে মুসলিমদের উপর জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। বয়কটের ডাক দিচ্ছে। পাশাপাশি যারা নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলছে তাদেরকেও বয়কট করছে।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটে পিজা হাট, কেএফসি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার গাড়ি নির্মাতা জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান হুন্দাই ও কেআইএ'র কয়েক ডজন দোকান এবং শোরুম বন্ধ করে দিয়েছে দেশটির কট্টর হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ *(ভিএইচপি)*। কাশ্মীরের জনগণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে করা এক টুইট ঘিরে ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী এই দুই গোষ্ঠীর সদস্যরা গুজরাটে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের দোকান এবং শোরুম বন্ধ করে দিয়েছে।

দেশটির প্রধানমন্ত্রী কসাই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল *ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি)* সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী ওই দুই গোষ্ঠীর সরাসরি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

সুরাটে এক বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেওয়া ভিএইচপির কোষাধ্যক্ষ *হিন্দুত্ববাদী দীনেশ নবদিয়া* বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে বলেছে, এই সংস্থাগুলো ভারতে ব্যবসা করতে পারে না। একই সাথে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের অবস্থানকেও সমর্থন জানাতে পারে না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী *কসাই নরেন্দ্র মোদির* অন্যতম শক্ত ঘাঁটি গুজরাটে বজরং দল এবং ভিএইচপির শতাধিক সদস্য ওই সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। এ সময় তাদের অনেকে *'কাশ্মীর আমাদের'* বলে স্লোগান দেয়। এই দুই গোষ্ঠীর সদস্যদের পরনে গেরুয়া স্কার্ফ পরা ছিল।

উল্লেখ্য, বিজেপি কয়েক দশক ধরে ভারতের সংবিধানে নিশ্চিত করা ভারত-শাসিত কাশ্মীরের সীমিত স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছিল। ২০১৯ সালের আগস্টে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীরের বিশেষ স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ভারতীয় সংবিধানের **৩৭০ অনুচ্ছেদ** বাতিল করে।

কাশ্মীরিরা বলেছেন, নতুন যে আইন পাস করা হয়েছে, তা স্থানীয় জনগণের স্বার্থের সরাসরি বিরোধী। হিন্দুত্ববাদী নরেন্দ্র মোদি সরকার কাশ্মীরে নাগরিক স্বাধীনতা পদদলিত করছে এবং সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতার করছে। তারা সেখানে মুসলিমদের জনজীবন বিষিয়ে তুলছে।

১৯৪৭ সালের এক চুক্তির আওতায় এই অঞ্চলের পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের কথা ছিল নয়াদিল্লির। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলটির স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। এখন কাশ্মীরকে পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে **দখলদার ভারত।**

তথ্যসূত্র:
১। গুজরাটে কেএফসি হুন্দাইয়ের ব্যবসা বন্ধ করে দিল হিন্দুত্ববাদীরা https://tinyurl.com/cpzcr3mf

---

পশ্চিমা কালো সংস্কৃতির থাবা : প্রায় রাতেই মদপান করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

ইসলাম বিদ্বেষী দালাল সরকারগুলোর প্রকাশ্য মদদে ইসলামের বিধি বিধানের তোয়াক্কা না করে রমরমা চলছে মদের বারগুলো। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নীতি নৈতিকতা আর ইসলামি মূলবোধ অনেক আগেই কৌশলে বাতিল করেছে ***হিন্দুত্ববাদের দালাল প্রশাসন।*** কোন মুসলিম ইসলাম মানতে চাইলেও বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়। শুধু তাই নয় ইসলামের বিধি বিধানগুলোকে কথিত জঙ্গিবাদের আলামত হিসেবে তুলে ধরেছে হিন্দুত্ববাদের গোলাম প্রশাসন। ফলে ইসলামি মূলবোধ হারিয়ে শিক্ষাঙ্গন গুলো মদ, জুয়া আর যিনা-ব্যভিচারের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ১০ ফেব্রুয়ারি অতিরিক্ত মদপানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিলে তার মৃত্যু হয়।

প্রায় রাতেই মদপান করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এই মাত্রা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুর ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের চিকিৎসকরা বলছেন, অতিরিক্ত মদপানে অসুস্থ হয়ে প্রতিদিন রাতেই চিকিৎসার জন্য আসেন শিক্ষার্থীরা। অবস্থার এতটাই অবনতি যে, এর মধ্যে কারও কারও উন্নত চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়।

মদপানে ধারাবাহিক মৃত্যুর ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারের চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডা. আবু তৈয়ব বলেন, প্রায় রাতেই শিক্ষার্থীরা মদপানে অসুস্থ হয়ে মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসা নিতে আসেন। এর মধ্যে অনেকেই পেটব্যথা, শারীরিক অসুস্থতা, ঘুমের সমস্যা ও শরীর জ্বালাপড়ার কথা বলেন। তাদের কথাবার্তা ও অসুস্থতার লক্ষণ দেখে বোঝা যায়, মদপানের কারণে এমনটি হয়েছে। যাদের সুস্থ হওয়ার লক্ষণ দেখি, তাদের চিকিৎসা ও ওষুধ দিই। আবার কারও কারও শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ থাকে যে, তাদেরকে মেডিক্যাল কলেজে পাঠাতে হয়। এই সমস্যা এখন নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতিরিক্ত মদপানে গত বৃহস্পতিবার ১০ ফেব্রুয়ারি রাতে যে শিক্ষার্থী মারা গেছে, সে ছিল অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয়বর্ষের শিক্ষার্থী **বেলায়েত হোসেন**। সেদিন ভোর ৪টা ৪০ মিনিটে চবি মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসা নিতে যান তিনি। পরিস্থিতি বিবেচনায় তাকে তাৎক্ষণিক চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। ভোর ৬টার দিকে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

চিকিৎসক মোহাম্মদ টিপু সুলতান বলেন, বেলায়েত যখন মেডিক্যালে আসেন তখন ***অ্যালকোহল পয়জনিংয়ের কারণে*** অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। এজন্য দ্রুত তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে পাঠাই। এটা ছিল রেয়ার কেস। এত জটিল কন্ডিশন নিয়ে খুব কম রোগীই আসেন। তার মুখ থেকে অ্যালকোহলের গন্ধ বের হচ্ছিল। তখন চিৎকার করে বেলায়েত বলছিলেন, আমার পেট জ্বালাপোড়া করছে, সব বেরিয়ে যাচ্ছে। এটি অ্যালকোহল পয়জনিংয়ের কারণে হয়েছিল। পরে তার মৃত্যু হয়।

তিনি বলেন, তাকে নিয়ে মেডিক্যালে যে এসেছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী খেয়েছিল বেলায়েত? তখন জানিয়েছে সন্ধ্যারাতে বন্ধুরা মিলে ***'কেরুর'*** অ্যালকোহল খেয়েছে। বেলায়েত একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিল।

দেশে শুধু এক বেলালত নয়, হাজারো বেলায়েত পশ্চিমা নোংরা কালচারের থাবায় হারিয়ে যাচ্ছে। মদ পান করে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অনেক শিক্ষার্থী আবার ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধেও লিপ্ত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ইসলামে নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করা নিষিদ্ধ। তবে বহুকাল থেকে এদেশে **ইসলামি শাসন ব্যবস্থা** না থাকায়, মুসলিম নামধারী ইসলামবিরোধী সরকারগুলো এসব বন্ধ করার পরিবর্তে উৎপাদন ও বিপণন বৃদ্ধি করছে।

যুগ যুগ ইসলামকে পাশ কাটিয়ে রোপন করা কথিত গণতন্ত্র নামক বিষবৃক্ষের ফল এখন পাকতে শুরু করেছে। যা এক সময় মহামারির আকার ধারণ করবে। এমতাবস্থায় যুব সমাজকে সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতন থেকে বাঁচাতে হলে তাদেরকে **ইসলামি শাসন ব্যবস্থার** অধীনে আনার কোন বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন ইসলামিক বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র :

১। প্রায় রাতেই মদপান করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা https://tinyurl.com/yc7azr3x

লিখেছেন : **মাহমুদ উল্লাহ্**

আফগানিস্তানে সমাজ বিধ্বংসী 'ভ্যালেন্টাইন'স ডে' উদযাপন নিষিদ্ধ করল তালিবান সরকার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকার রাজধানী কাবুল সহ পুরো দেশে পশ্চিমা *'ভ্যালেন্টাইন'স ডে'* উদযাপন এবং এই সম্পর্কিত যেকোন পণ্য বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

সূত্রে জানা গেছে যে, আফগানিস্তানে পশ্চিমা অপসংস্কৃতির *'ভ্যালেন্টাইন'স ডে'* সহ সমাজ বিধ্বংসী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং এগুলো উদযাপন করার উপর সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে দেশটির ইসলামি সরকার। সমাজ বিধ্বংসী এসব কাজকে অপরাধযোগ্য বলেও ঘোষণা করেছে সরকার। সেই সাথে এসব অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত পণ্য বিক্রির অনুমতি নেই বলেও জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে যে, ইমারতে ইসলামিয়ার নিরাপত্তা কর্মীরা 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'র এই দিনটিকে সামনে রেখে কয়েকদিন ধরেই রাজধানী সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে যেসব পণ্য বিক্রি হয়, দোকানদার-দেরকে এই দিনগুলোতেও স্বাভাবিক রুটিনে পণ্য বিক্রির নির্দেশ দিয়েছেন।

এই বিষয়ে আফগান প্রশাসনের সূত্র জানায় যে, "***ভ্যালেন্টাইন্স ডে এবং ক্রিসমাস সহ অন্যান্য পশ্চিমা দিবসগুলো কোন মুসলমান পালন করতে পারেন না। কেননা এসব দিবস শুধুমাত্র ভোগের উন্মাদনা সৃষ্টি করে।" যা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ।***

আফগানিস্তানে গত ২০ বছর যুদ্ধের পর, ১৫ আগস্ট তালিবান বাহিনী রাজধানী কাবুলে প্রবেশ করেন। এবং দেশটির প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত *কাবুলের প্রাক্তন গোলাম প্রশাসন* সরকারিভাবে *"ভ্যালেন্টাইনস ডে"* সহ পশ্চিমা দিবসগুলো উদযাপনের অনুমতি দিয়েছিল। যা দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয়ে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল।

অপরদিকে তালিবান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এসব পশ্চিমাদের আবিষ্কৃত সমাজ বিধ্বংসী দিবসগুলোকে নিষিদ্ধ করতে শুরু করেছেন। যা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয়ে প্রশান্তি দান করছে।

সোমালিয়ায় মুজাহিদদের অসাধারণ সব হামলায় ১৪ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর পৃথক কয়েকটি হামলা চালিয়েছেন **ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা**। এতে কমপক্ষে **১৪** এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম শাহাদাহ এজেন্সির সূত্রে জানা গেছে, গত **১২** ফেব্রুয়ারি শনিবার সোমালিয়ায় **৭টি** পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **হারাকাতুশ শাবাব** আল-মুজাহিদিন। এরমধ্যে রাজধানী মোগাদিশুতে মুজাহিদদের পৃথক **২টি** হামলায় ২ **অফিসার** সহ আরও **৪** সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

এদিন মধ্য সোমালিয়ার মাহদায়ী ও আযলী শহরে আরও ২টি পৃথক হামলা চালান **মুজাহিদগণ**। এরমধ্যে মাহদায়ীতে গাদ্দার সেনাদের একটি ইউনিটকে টার্গেট করে সফলতার সাথে গুলি চালান মুজাহিদগণ। যাতে **৪** গাদ্দার সেনা গুরুতর আহত হয়।

একইভাবে আযলী শহরে **মুজাহিদদের** অপর হামলায় আরও **২** সেনা সদস্য নিহত হয়।

অপরদিকে যুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরেও একটি অভিযান চালান আশ-শাবাব মুজাহিদিন। সেখানে গাদ্দার সেনাদের ঘিরে ধরে তীব্র হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলশ্রুতিতে **২** সেনা নিহত হয়। সেই সাথে আরও **৪** সেনা আহত হয়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে হতাহত সেনাদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

বিশ্লেষকদের মতে, এই ছোট-বড় হামলাগুলোই পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা হতে যাওয়া ভবিষ্যৎ ইসলামি ইমারতের ভিত্তি গড়ে দিতে সাহায্য করছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

কেনিয়া || আশ-শাবাবের দুর্দান্ত অভিযানে ৩৫ ক্রুসেডার সেনা নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের বিরুদ্ধে **২টি** বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন **ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা**। যাতে ক্রুসেডার বাহিনীর কমপক্ষে **৩৫** সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য সূত্রে জানা গেছে, প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের একটি চলান গত ১২ ফেব্রুয়ারি শনিবার। যা কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় লামু অঞ্চলে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা টার্গেট করে চালানো হয়েছে। যেখানে ক্রুসেডার সৈন্যদের টার্গেট করে প্রথমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান প্রতিরোধ বাহিনী **হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন**। বিস্ফোরণের পরপরই মুজাহিদগণ ক্রুসেডার সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন।

এর ফলে *কেনিয়ার ১৫ ক্রুসেডার সৈন্য* নিহত হয় এবং বিস্ফোরণে একটি সামরিক যান ধ্বংস হয়ে যায়।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান কেনিয়ার উত্তর-পূর্ব গারিসা অঞ্চলে। যেখানে **আশ-শাবাব যোদ্ধাদের** দ্বারা লাগানো একটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের শিকার হয় ক্রুসেডার সৈন্যরা। ফলে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে ক্রুসেডার বাহিনীর **২০** সৈন্য নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

সোমালিয়া ও কেনিয়ায় মুজাহিদদের এই অগ্রযাত্রা অতি দ্রুতই উম্মাহর জন্য একটি কল্যাণ ও সাফল্যময় পরিণতি বয়ে আনবে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

কথিত নিরপেক্ষবাদীদের এ কেমন রায়!

কর্ণাটকে স্কুল-কলেজ ছাত্রীদের হিজাব নিষিদ্ধ করা নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা চলছে। কলেজ প্রাঙ্গণে গত মঙ্গলবার উগ্রবাদী গেরুয়া বাহিনীর হেনস্থার শিকার হন বোরকা পরিহিতা কলেজ ছাত্রী মুসকান। হেনস্থার প্রতিবাদ করায় বিভিন্ন স্থানে মুসলিম ছাত্র ছাত্রীদের উপর হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ও গেরুয়াধারী সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের হিজাব বিতর্কে জঘন্য সিদ্ধান্ত দিয়ে মুসলিম বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢেলেছে কর্ণাটকের হিন্দুত্ববাদী আদালত। কর্ণাটকের হিন্দুত্ববাদী হাইকোর্ট নির্দেশনা অনুযায়ী,মুসলিম শিক্ষার্থীদের আপাতত হিজাব বা যেকোনো ধরনের ধর্মীয় পোশাক পরা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অথচ, এ আদেশ তাদের রচিত সংবিধানেরও বিরোধী।
আর মুসলিম নারীদের হিজাব এটাও কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়। পর্দা আল্লাহ তায়ালার বিধান। আদালত মনগড়া আদেশ দিয়ে দিলেই মুসলিম নারীরা তা মানতে পারবে না। এতদিন মুসলিম নারীরা হিজাব পরাতে কোন সমস্যা হয়নি,হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা নতুন করে সমস্যা তৈরী করেছে। হিজাব মুসলিম নারীদের ধর্মীয় বিধানের পাশাপাশি সাংবিধানিক অধিকার। এক্ষেত্রে আদালত যদি আসলেই নিরপেক্ষ হতো, তাহলে যারা সাংবিধানিক অধিকারে বাধা দিচ্ছে তাদের শাস্তি দেওয়ার কথা। কিন্তু না! হিন্দুত্ববাদী আদালত বরাবরের মতোই মুসলিমদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) কর্ণাটকের প্রধান হিন্দুত্ববাদী বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্থি, বিচারপতি কৃষ্ণা দিক্ষিত ও বিচারপতি জেএম খাজিকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চে হিজাব-কাণ্ডের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

বিচারপতি অবস্থি বলেছে, ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় পোশাক পরে থাকতে কারও জোর করা উচিত নয়। আমরা আদেশ দেবো। স্কুল-কলেজ খুলে দেন। কিন্তু বিষয়টি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীর ধর্মীয় পোশাক পরা উচিত হবে না বলে মনে করি।

তবে আবেদনকারীদের আইনজীবী দেবদত্ত কামাত আদালতকে অনুরোধ করেছে, এ ধরনের আদেশ ২৫ অনুচ্ছেদের অধীনে তার মক্কেলের কথিত সাংবিধানিক অধিকারও ক্ষুন্ন করা হবে। এটারও কোন জবাব দিতে পারে নি হিন্দুত্ববাদী আদালত।

শিক্ষার্থীদের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে আদালতে বলেছে, কর্ণাটকের শিক্ষা আইনের কোথাও ইউনিফর্ম বাধ্যতামূলক বিষয়টি উল্লেখ নেই। ইস্যুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আগে কলেজগুলোতে এর বাধ্যবাধকতাও ছিল না। সকলেই তাদের ধর্মীয় পোষাক পরে আসতে পারতো।

তথ্যসূত্র:

১/আপাতত হিজাব না পরার নির্দেশ কর্ণাটক হাইকোর্টের https://tinyurl.com/bdcpnvfs

---

এবার পশ্চিমবঙ্গেও হিজাব পরায় স্কুলে ঢুকতে হিন্দুত্ববাদীদের বাধা

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হিজাব নিষিদ্ধ হওয়ার পর এবার পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদেও হিজাব বিদ্বেষ দেখা যাচ্ছে।

হিজাব-পরা শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ঢুকতে দেয়নি *দীনবন্ধু মিত্র* নামের এক উগ্র হিন্দু শিক্ষক। শুক্রবার ১১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে সুতি ব্লকের বহুতালি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এ ঘটনা ঘটেছে।

অভিভাবকরা জানান, শুক্রবার স্থানীয় বহুতালি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক দীনবন্ধু মিত্র ছাত্রীদের হিজাব পরে স্কুলে না-আসার নির্দেশ দেয়। মাথায় ওড়নাও না দিতে বলে। প্রধানশিক্ষকের নির্দেশের কথা বাড়ি ফিরে অভিভাবকদের জানান মুসলিম শিক্ষার্থীরা।

শনিবার ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে অভিভাবকরা স্কুলে গিয়ে প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন। জানা যায়, শিক্ষার্থীদের হিজাব পড়তে নিষেধ করায় সেখানে উত্তাল পরিস্থিতির তৈরী হয়। এ সময় তাকে উদ্ধারের জন্য *হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের বিশাল পুলিশ বাহিনী* আসে। প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ থেকে সরিয়ে দিতে মুসলিমদের উপর লাঠিচার্জ ও অনবরত গুলি চালায়।

এদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধের ঘটনায় কর্নাটকের মুসলিম ছাত্রীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে কলকাতায়ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। পার্ক সার্কাসে হাজার হাজার মুসলিম শিক্ষার্থী জড়ো হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছেন।

এ সময়ে **'হিজাব আমাদের অধিকার'** বলে তারা স্লোগান দেন। শবনম খাতুন নামের এক বিক্ষোভকারী বলেন, "আমরা হিজাব পরতে চাই। তাতে তাদের আপত্তি কেন? **হিজাব আমাদের প্রগতির পথে অন্তরায় না**। কীভাবে অধিকার আদায়ে লড়াই করতে হয়, তা আমরা জানি।"

তিনি আরও বলেন, 'মুসলিম ছাত্রীরা সব দিক থেকে এগিয়ে। তারা প্রকৌশলী, বিমানচালক ও পুলিশ সার্ভিসেও কাজ করেন। হিজাব আমাদের পরিচয়, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তা নিষিদ্ধ করতে পারে না।'

হক্কানি উলামাগণ তাই এই সত্য মুসলিমদেরকে অনুধাবন করতে বলেছেন যে, বিধর্মীদেরকে তুষ্টিকরণ বা নিজের দ্বীনে ছাড় দেওয়া - এসবের কিছুই তাদেরকে হিন্দুত্ববাদের প্রবল স্রোত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। পাশাপাশি উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুসলিমদেরকে তাদের অধিকার আদায়ে আরও সোচ্চার হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র :

১। হিজাব নিষিদ্ধ করায় মুর্শিদাবাদের স্কুলে বিক্ষোভ

https://tinyurl.com/yc346ura
https://tinyurl.com/2xr29hpk

বেপরোয়া ইসরাইল এক মাসে গ্রেফতার ৫০৪ জন ফিলিস্তিনি

২০২২ সালের প্রথম মাসেই ৫০৪ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে দখলদার জায়নিস্ট ইসরাইল। তাদের মধ্যে ৫৪ জন শিশু ও ৬ জন নারী রয়েছে। বেশিরভাগই গ্রেফতার করা হয়েছে দখলকৃত জেরুজালেম থেকে।

সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, ৪৫০০ ফিলিস্তিনিকে বন্দী করে রেখেছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। তাদের মধ্যে ৩৪ জন নারী এবং ১৮০ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু।

এছাড়াও বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছে ৫০০ ফিলিস্তিনিকে। বছরের পর বছর পার হলেও আদালতে তুলা হচ্ছে না তাদের।

বন্দী ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ৪৯৯ জনকে ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫৪৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বাকীদের বিভিন্ন মেয়াদে বন্দী করে রেখেছে সন্ত্রাসী ইসরাইল।

কথিত উন্নতি আর পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা জালিমদের করেছে আরও বর্বর আগ্রাসী ও হিংস্র। এসব জুলুম আগ্রাসন রুখে দিতে মুসলিম যুব সমাজকে নববী মানহাজের অনুসরণের জন্য দীর্ঘ দিন ধরেই আহ্বান জানিয়ে আসছেন উম্মাহ দরদি আলিমরা।

তথ্যসূত্র:

=====

In January 2022, 'Israel' arrested 504 Palestinians, including 54 children- https://tinyurl.com/yckrwexv

---

১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

"সে ছিল পাগলা কুকুরের মতো হিংস্র": হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর যৌন নির্যাতন থেকে বেঁচে ফেরা কাশ্মীরি যুবক

২০০৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে আসছে। কাশ্মীরের শ্রীনগরের একটি কারাকক্ষের ভেতর থেকে বিকট শব্দ শোনা গেল। কারাকক্ষের ভারী ধাতব দরজা বন্ধ করার শব্দ। কারাকক্ষের এক কোণে ১৮ বছর বয়সী কাশ্মীরি তরুণ গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর নগ্ন; আর্তনাদ করছেন, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তিনি জানতেন, তাঁর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

তাঁর পায়ুপথ দিয়ে রক্ত বের হওয়ার বিষয়টি তিনি অনুভব করতে পারতেন, তবে নিজ চোখে দেখতে পারতেন না। তিনি বলেছেন, 'এটা যতটা না যন্ত্রণাদায়ক তার চেয়ে বেশি অপমানজনক। এই অপমান সহ্য করার মতো নয়।'

সেদিন সকাল সকাল তাঁর কক্ষটিতে ৬-৭ জন পুলিশ প্রবেশ করে তাঁকে নগ্ন করলো। এরপর ৫ পুলিশ সদস্য পালাক্রমে তাঁকে ধর্ষণ করলো। এ ঘটনা অন্যরা তাকিয়ে দেখছিল, অপকর্মের ভিডিও রেকর্ড করছিল; তাদের মুখে ছিল নির্লজ্জ হাসি। এই পাষণ্ডরা তাঁর দিকে থুতু ফেলছিল, তাঁকে গালিগালাজ করছিল।

সেদিনের ১৮ বছরের ছেলেটি আজ ২৭ বছরের যুবক। শ্রীনগর শহরের কেন্দ্রস্থলে তাঁর বাসস্থান। তিনি নিজের সাথে ঘটা এই বর্বরোচিত ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'ধর্ষক পুলিশ সদস্যরা চলে যাওয়ার পর আরেক পুলিশ হেঁটে হেঁটে ভেতরে প্রবেশ করে। আমি ভেবেছিলাম সে আমাকে সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু সে ছিল আরও বেশি হিংস্র, আরও নিষ্ঠুর। সে আমাকে কারাকক্ষের

মাঝখানে টেনে আনে। এরপর প্যান্ট খুলে আমার মাধ্যমে তার তৃষ্ণা মেটায়। আমার এমন অনুভূতি হচ্ছিল যেন দেহের ভেতরে জ্বলে যাচ্ছে। তারপর আমি অচেতন হয়ে পড়ি। এই লোকটি ছিল আরও নিষ্ঠুর, পাগলা কুকুরের মতো হিংস্র।'

২০০৯ সাল, অমরনাথ ভূমি হস্তান্তর বিতর্কের ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এদিকে, কাশ্মীরে বেসামরিক মানুষ হত্যার প্রতিবাদে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তখন ঘন ঘন বিক্ষোভ করছেন কাশ্মীরি মুসলিমগণ। ২৭ বছর বয়সী যুবক প্রায়ই এসব বিক্ষোভে অংশ নিতেন। ২৫ ফেব্রুয়ারিতেও শ্রীনগরের নৌহাট্টা এলাকার জামিয়া মসজিদের বাহিরে তিনি বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন। এসময় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাঁকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। তখন দখলদার পুলিশ বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি মারধরও করে।

এরপর তাঁকে তিন মাস ধরে কারাগারে আটকে রেখে নির্মম নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনের কিছু ধরনের মধ্যে আছে—পায়ের উপর দিয়ে রোলার চালানো, বাঁশের লাঠি দিয়ে পেটানো এবং খাবার-পানি না দিয়ে দিনের পর দিন অনাহারে রাখা। আর সবচেয়ে জঘন্য নির্যাতন হিসেবে তাঁকে দুইবার যৌন নির্যাতন করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বাহিনী। ঐ কাশ্মীরি যুবক বলছেন, যৌন নির্যাতনের ফলে তিনি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। এমনকি বাড়ি ফিরে আয়নায় নিজেকে দেখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

"যখনই আমি গোসল করতে যেতাম, আমার চোখ বেয়ে পানি ঝরতো। আমি কাঁদতাম।" বলছিলেন ২৭ বছর বয়সী সেই কাশ্মীরি যুবক, "রাত্রিবেলা আমি অনুভব করতাম, আমার সারা শরীরে পোকামাকড় হাঁটছে। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখতাম, কিছু ভয়ংকর প্রাণী আমাকে যৌন নির্যাতন করছে। আর এ কথা আমি কাউকে বলতে পারছি না।"

তাঁর পরীক্ষা সেখানেই শেষ হয়নি। তিনি বলেন, "আমাকে মুক্তি দেওয়ার আগে পুলিশ বাহিনী আমাকে সতর্ক করেছে, যদি আমাকে আবার বিক্ষোভ করতে দেখা যায়, তবে রেকর্ড করা ভিডিওগুলো তারা জনসম্মুখে প্রকাশ করবে।" এছাড়াও, হিন্দুত্ববাদী পুলিশ কাশ্মীরি যুবককে ব্ল্যাকমেইল করে আরও দুইজন বিক্ষোভকারীর নাম প্রকাশ করতে বাধ্য করেছে।

এভাবে হিন্দুত্ববাদী দখলদার বাহিনী কাশ্মীরে যৌন নির্যাতনকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বলে জানান মানবাধিকার কর্মীরা। আর পুরুষদেরকে যৌন নির্যাতন করা বিক্ষোভকারীদের শাস্তি প্রদানের একটি উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে ভারতীয় দখলদার বাহিনী। এমনকি বিক্ষোভের সাথে সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও কাশ্মীরি তরুণদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে বিকৃত মস্তিষ্কের হিন্দুত্ববাদী সেনারা। ২০০৪ সালে এমনই একটি পুরুষ-ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায়।

২০০৪ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় আর্মি ক্যাম্পের ভেতরে একটি নির্মাণ কাজে কাজ করার জন্য ভাড়া করা হয় ১৯ বছর বয়সী এক কাশ্মীরিকে। তিনি ছিলেন পাত্তানের বাসিন্দা। কাজ শুরু করার কিছুদিন পর, এক হিন্দুত্ববাদী আর্মি ক্যাপ্টেন তাঁকে ক্যাম্পের ভেতরে আমন্ত্রণ জানায়। আর্মি ক্যাপ্টেন তাঁকে বলে, "আমি তোমাকে পছন্দ করি। তোমার সাথে কথা বলার চিন্তাই আমি করছিলাম।"

কিছুক্ষণ পর অপরিচিত আরেক কাশ্মীরি লোক ক্যাপ্টেনের অফিসে প্রবেশ করে। ক্যাপ্টেন এবং আগত কাশ্মীরি লোক ঐ তরুণ কাশ্মীরিকে সোফায় বসতে বলে এবং তাঁর সাথে যৌন আচরণ করতে শুরু করে। এরপর তারা তাঁকে অফিস সংলগ্ন নতুন আরেকটি কক্ষে নিয়ে যায় এবং অ্যালকোহল পান করতে বাধ্য করে।

নির্যাতনের শিকার হওয়া ঐ কাশ্মীরি বলেন, "তারা বলেছিল, এটা পান করলে তুমি সবকিছু ভুলে যাবে। এটা পান করার পর আমার মাথা ঘুরাচ্ছিল। এ অবস্থায় তারা আমাকে নগ্ন করে। তখন আর্মি অফিসার তার প্যান্ট খুলে আমাকে যৌন নির্যাতন করতে শুরু করে। সেই ভয়ানক ব্যাথা আমার এখনও মনে পড়ে। সে আমাকে ধর্ষণ করেছিল। পালাক্রমে আগত সেই অপরিচিত কাশ্মীরি লোকটিও আমাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণ শেষে তারা আমাকে অফিস থেকে বের করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এই ঘটনা দিনের পর দিন আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল, বমি বমি ভাব হচ্ছিল। আমি ঘুমাতে পারছিলাম না, চোখ বন্ধ করলেই সেই দৃশ্য দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিত।"

"কয়েক সপ্তাহ পর সেই আর্মি অফিসার আবার আমাকে তার অফিসে ডাকলো।" বলছিলেন ভুক্তভোগী কাশ্মীরি যুবক, "আমি তার আহ্বান প্রত্যাখান করতে পারিনি। কারণ আমার ভয় হচ্ছিল- সে আমাকে মেরে ফেলতে পারে বা তার চেয়ে ভয়ানক কিছু করতে পারে।" আর্মি অফিসারের কাছে যাওয়ার পর তাকে প্রথমে শান্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী দেখাচ্ছিল। আর্মি অফিসার বলেছিল, "আমি দুঃখিত।" ভুক্তভোগী কাশ্মীরি তরুণ ভেবেছিলেন, তাঁকে ধর্ষণ করার কারণে হয়তো ঐ আর্মি অফিসার এখন ক্ষমা চাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীতে সেই আর্মি অফিসার যা বললো, তা ভুক্তভোগী কাশ্মীরি যুবকের জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়।

"আমি সেদিন কনডম ব্যবহার করিনি। আমি এইচআইভি পজিটিভ।" ঐ আর্মি অফিসার তাঁকে বললো, "আমার মনে হয় তুমিও এইচআইভিতে আক্রান্ত হতে পারো।" এরপর হিন্দুত্ববাদী ঐ আর্মি অফিসার কাশ্মীরি যুবককে চেকআপ করার জন্য একটি আর্মি হাসপাতালে নিয়ে যায়। চেকআপের পর ডাক্তাররা সবচেয়ে খারাপ সংবাদটি শোনায়—কাশ্মীরি যুবক এইচআইভি পজিটিভ। আর্মি অফিসার তাঁকে কিছু অর্থ দিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ভুলে যেতে বলে। "কোনো কিছু প্রকাশ করলে অফিসার আমাকে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়েছিল।" বলেন ভুক্তভোগী কাশ্মীরি যুবক।

এমনিতে লজ্জার কারণে এই কথা তিনি কাউকে বলতেই পারেননি। তিনি বলেন, "আমি এই ব্যাপারে কারো সাথেই কিছু বলতে পারিনি। যদি আমি কাউকে বলি যে, আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, তবে তারা আমাকে নিয়ে উপহাস করবে, গালাগাল করবে। এমনকি এই কথা আমি আমার স্ত্রীর সাথেও বলিনি। কাউকে বিশ্বাস করার মতো ছিল না। কোথাও চিকিৎসা সাহায্য চাওয়ার উপায় ছিল না, কারণ এটা সন্দেহ জাগিয়ে তুলতো।"

ভুক্তভোগী কাশ্মীরি যুবক ধর্ষণের শিকার হওয়ার কয়েক মাস আগে বিয়ে করেছেন। ছয় মাস পর তাঁর স্ত্রী সন্তান প্রসব করেন। ভয়ানক ব্যাপার হলো, ডাক্তার বলেছে তাঁর স্ত্রী ও সন্তান—উভয়ই এইচআইভি পজিটিভ।

এরপর কাশ্মীরি যুবক তাঁর স্ত্রীকে সব বলতে বাধ্য হন। তিনি নিজেও এইচআইভি পজিটিভ এবং হিন্দুত্ববাদী আর্মি ক্যাপ্টেনের ধর্ষণের কারণেই এমন হয়েছে—সবকিছুই বলেন স্ত্রীকে। "কিন্তু মাসের পর মাস আমার স্ত্রী আমাকে অবিশ্বাস করেছে। সে আমার যৌনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। সে ভাবতো, আমি পুরুষদের সাথে বিছানা শেয়ার করি।"

এক বছর পর তাঁর সন্তান মারা যায়। “আমার সন্তান আমার কারণেই মারা গেছে। আমার স্ত্রী মুমূর্ষু আমারই কারণে। আর আমি তো সেদিনই মারা গেছি, যেদিন আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল।” বলেন ভুক্তভোগী কাশ্মীরি যুবক।

১৯৮৯ সাল থেকে যখন কাশ্মীরি মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদী দখলদারদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠতে থাকেন, তখন থেকেই যৌন নির্যাতনকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে ভারতীয় বাহিনী। জম্মু-কাশ্মীর সুশীল সমাজ জোট নামক একটি সংস্থার অনুসন্ধানী রিপোর্টে এমন যৌন নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে নির্যাতনের বেশকিছু ধরনের বিবরণ এসেছে। যেমন: বন্দীর যৌনাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, মলদ্বারে লোহা ও স্টিলের রড ঢুকানো।

১৯৯১ সালের একটি ঘটনায়, বন্দীর যৌনাঙ্গে কাপড় মুড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং এর ফলে সে স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেকক্ষেত্রে এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে ভুক্তভোগী যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, মাঝে মাঝে মারাও যায়।

জেকেসিসিএসের রিপোর্টে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৭শে অক্টোবর ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী ১১ জন বালককে গ্রেফতার করে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। তাদের অপরাধ, তারা নাকি দখলদার বাহিনীর উপর পাথর ছুঁড়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থলের এক পুলিশ স্টেশনে তাদেরকে দুই দিন ধরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

“জেলের ভেতর নিতে না নিতেই স্টেশন হাউজ অফিসার এবং পুলিশের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট তাদেরকে নগ্ন হতে বলে।” ঐ বালকদের আইনজীবী বশির সিদ্দিকি জেকেসিসিএসকে বলেন, “তারপর পুলিশ বাঁশের লাঠি দিয়ে তাদেরকে পেটাতে থাকে। এতে ছেলেগুলো আহত হয় এবং তাদের শরীর থেকে প্রচুর রক্ত ঝরতে থাকে। এরপরও এসএইচও এবং ডিএসপি তাদেরকে বাধ্য করে একে-অপরের সাথে সমকামিতা করতে। যে এই সমকামিতা করতে অস্বীকার করে, তাকে নির্মমভাবে পেটায় ঐ হিন্দুত্ববাদী পাষণ্ড পুলিশরা। ভয় পেয়ে ছেলেগুলো পুলিশের আদেশ মানতে বাধ্য হয়। ছেলেগুলোর মতে, পুলিশ তখন হাসছিল এবং মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে পিকচার তুলছিল, ভিডিও করছিল।

ছেলেগুলো মুক্তি পেয়ে নির্যাতনের আদেশদানকারী হিন্দু পুলিশ অফিসার অশোক গুপ্তের বিরুদ্ধে মামলা করলেও, কিছুদিন পর সেই মামলা বন্ধ হয়ে যায় বলে জানান আইনজীবী সিদ্দিকি।

হিন্দুত্ববাদী দখলদার বাহিনীর হাতে নির্যাতনের শিকার হওয়া কাশ্মীরি শিশু-কিশোর-তরুণরা এসব অপরাধের ন্যায় বিচার চান। কিন্তু তারা বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না। তারা মনে করেন, আদালত হিন্দুত্ববাদী দখলদার বাহিনীকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করতে সক্ষম নয়। ভুক্তভোগীদের একজন বলেছেন, “কত মানুষকে কাশ্মীরে খুন করা হচ্ছে, গুলির আঘাতে কত মানুষ অন্ধ হয়েছে, এসব অপরাধ করে কেউ কি কখনও শাস্তি পেয়েছে? না, পায়নি।”

কাশ্মীরের মুসলিমদের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে এমন নির্যাতন করে আসলেও হিন্দুত্ববাদী দখলদার ভারতের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও। আসলে এরা সবাই একই সুতোয় গাঁথা।

সবার হাতই মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত। তাই বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও ইসলামি চিন্তাবিদগণের আহ্বানে সারা দিয়ে কাশ্মীরি মুসলিমরা তাই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হিসেবে তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। নববী মানহাজ অনুসরণ করে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন তাঁরা।

এখন তাই বিশ্ববাসির উচিৎ কাশ্মীরি মুসলিমদের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করতে তাদের কথা বেশি বেশি বলা, হিন্দুত্ববাদী ভারতের জুলুম-নির্যাতনের কাহিনী বেশি বেশি প্রচার করা এবং হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে ও কাশ্মীরি মুসলিমদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা।

মূল লেখক: **কাদরি ইনজামাম ও হাজিক কাদরি**

অনুবাদক : সাইফুল ইসলাম

১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সোমালিয়ায় মুজাহিদদের অসাধারণ অভিযানে ৯ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহ ২৭ গাদ্দার সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির জনগণের অধিকার হরনকারী ***ইসলামবিরোধী গণতান্ত্রিক*** *নির্বাচন কমিশনের* উপর হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে নির্বাচন কমিশনের *উচ্চপদস্থ **৯** কর্মকর্তা* হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য সূত্রে জানা গেছে, গত ১০ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সোমালিয়ার রাজধানি মোগাদিশুতে একটি শহিদী হামলার ঘটনা ঘটেছে। সূত্র মতে, উক্ত শহিদী হামলাটি পশ্চিমাদের গোলাম সোমালি সরকারের সংসদ নির্বাচন কমিটির প্রতিনিধিদের উপর চালানো হয়েছে। যাতে নির্বাচন কমিশনের ***৬*** *কর্মকর্তা* এবং তাদের ***৫*** *দেহরক্ষী* নিহত হয়। একই সাথে ***৪*** *প্রতিনিধি* সহ আরও ***১৩*** *গাদ্দার সেনা* আহত হয়েছে।

সূত্রটি নিশ্চিত করেছে যে, **আল-কায়েদা** পূর্ব আফ্রিকা শাখা **হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন** বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন।

প্রতিরোধ বাহিনীটির অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে বলা হয়েছে যে, হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা রাজধানীর হামার-জাজব জেলা সদর দফতর থেকে বের হচ্ছিল।

হামলার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিছুদিন পূর্বে গাদ্দার সোমালি সরকার হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের ৩ জন মুজাহিদকে অন্যয়ভাবে শহীদ করেছিল। আর সেই মুসলিম প্রতিরোধ যোদ্ধাদের শাহাদাতের বদলা নিতেই এই হামলাটি চালানো হয়েছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলে **মুজাহিদগণ** এতটাই শক্তি অর্জন করেছেন যে, তারা এখন ঘোষণা দিয়ে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের উপর প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়ে থাকেন।

ভারতীয় দখলদার সেনাদের উপর কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলা: নিহত ১, আহত ৪

হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক জবরদখলকৃত কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা বান্দিপোরায় একটি সফল গ্রেনেড হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে **১** হিন্দুত্ববাদী পুলিশ অফিসার নিহত এবং আরও **৪** সন্ত্রাসী পুলিশ আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, আজ **১১/২/২২** তারিখ শুক্রবার বিকেলে বান্দিপোরা জেলার নিশাত পার্কের কাছে বরকতময় এই হামলাটি চালান প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সূত্রটি জানায়, বরকতময় এই হামলাটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের *পুলিশ বাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটি যৌথ দলকে* লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।

হিন্দুত্বাদী ভারতের পুলিশ বাহিনী কর্তৃক জারি করা একটি বিবৃতি অনুসারে, পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটি যৌথ দল টহল দেওয়ার সময় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা গ্রেনেড দিয়ে হামলা চালায়। এতে এক পুলিশ অফিসার এবং তার সাথে থাকা আরও চার পুলিশ সদস্য আহত হয়।

পুলিশের একজন মুখপাত্র ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছে যে, আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখানেই এক পুলিশ অফিসার নিহত হয়।

কাশ্মীরি মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদী ভারতের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছে, অচিরেই সেখানে হিন্দুত্ববাদী *দখলদার ভারতের* দম্ভ চূর্ণ করে তাকে একটি উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

বেনিনে আল-কায়দার বীরত্বপূর্ণ এক অপারেশনে ১৬ কুফফার সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনের উত্তরাঞ্চলে দেশটির কুফফার সেনাবাহিনীকে টার্গেট একটি সফল অপারেশন পরিচালনা করছেন সশস্ত্র **ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।** অতর্কিত এই হামলায় দেশটির **৬** *কুফফার সেনা* নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বেনিন সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের উত্তরাঞ্চলিয় ডব্লিউ ন্যাশনাল পার্কের কাছে একটি অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা দেশটির কুফফার *সেনা বাহিনীকে* টার্গেট করে চালানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, দেশটির উত্তরাঞ্চলে সেনাদের উপর চালানো এই হামলার ঘটনায় কমপক্ষে **৬** কুফফার সৈন্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে আরও **১০** কুফফার সেনা আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র জানিয়েছে যে, **আল-কায়েদা** সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **জেএনআইএম** সফল এই হামলাটি চালিয়েছেন। তাঁরা বেনিন-নাইজার সীমান্তে দেশটির কুফ্ফার সৈন্যদের একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে এই হামলাটি চালিয়েছেন। প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। এবং পরপরই পজিশন নিয়ে থাকা প্রতিরোধ যোদ্ধারা *শত্রু সৈন্যদের* টার্গেট করে গুলি চালায়।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি উত্তর বেনিনে দেশটির সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলার ঘটনা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব হামলাগুলো প্রতিবেশি দেশ বুর্কিনা ফাঁসো ও নাইজার সীমান্ত হয়ে চালানো হচ্ছে। যেখানে **আল-কায়েদা** সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের** বীর যোদ্ধারা সবচাইতে সক্রিয় অবস্থানে রয়েছেন। যারা বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলো ছাড়াও সমগ্র আফ্রিকা অঞ্চল জুড়ে তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করেছেন।

একই সময়ে, নাইজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলেও **আল-কায়েদা** সংশ্লিষ্ট **আনসারুর** প্রতিরোধ যোদ্ধারাও সম্প্রতি বেশ সক্রিয় হয়েছেন।

বেনিনে আল-কায়দার বীরত্বপূর্ণ এক অপারেশনে ১৬ কুফ্ফার সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনের উত্তরাঞ্চলে দেশটির কুফ্ফার সেনাবাহিনীকে টার্গেট একটি সফল অপারেশন পরিচালনা করছেন সশস্ত্র **ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।** অতর্কিত এই হামলায় দেশটির **৬** *কুফ্ফার সেনা* নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বেনিন সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের উত্তরাঞ্চলিয় ডব্লিউ ন্যাশনাল পার্কের কাছে একটি অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা দেশটির কুফ্ফার *সেনা বাহিনীকে* টার্গেট করে চালানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, দেশটির উত্তরাঞ্চলে সেনাদের উপর চালানো এই হামলার ঘটনায় কমপক্ষে **৬** কুফ্ফার সৈন্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে আরও **১০** কুফ্ফার সেনা আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র জানিয়েছে যে, **আল-কায়েদা** সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **জেএনআইএম** সফল এই হামলাটি চালিয়েছেন। তাঁরা বেনিন-নাইজার সীমান্তে দেশটির কুফ্ফার সৈন্যদের একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে এই হামলাটি চালিয়েছেন। প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। এবং পরপরই পজিশন নিয়ে থাকা প্রতিরোধ যোদ্ধারা *শত্রু সৈন্যদের* টার্গেট করে গুলি চালায়।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি উত্তর বেনিনে দেশটির সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলার ঘটনা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব হামলাগুলো প্রতিবেশি দেশ বুর্কিনা ফাঁসো ও নাইজার সীমান্ত হয়ে চালানো হচ্ছে। যেখানে **আল-কায়েদা** সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের** বীর যোদ্ধারা সবচাইতে সক্রিয় অবস্থানে রয়েছেন। যারা বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলো ছাড়াও সমগ্র আফ্রিকা অঞ্চল জুড়ে তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করেছেন।

একই সময়ে, নাইজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলেও **আল-কায়েদা** সংশ্লিষ্ট **আনসারুর** প্রতিরোধ যোদ্ধারাও সম্প্রতি বেশ সক্রিয় হয়েছেন।

গেরুয়াই হবে হিন্দুত্ববাদী ভারতের জাতীয় পতাকা: বিজেপি মন্ত্রী

হিন্দুত্ববাদীরা এখন ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ খোলে প্রকাশ্যে ভারতকে ***হিন্দু রাষ্ট্র*** বানানোর ঘোষণা দিচ্ছে। ভারতকে তারা এমন এক কট্টর হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ নিচ্ছে, যে রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা হবে গেরুয়া পতাকা। সেখানে অন্য কোন জাতি ধর্মের মানুষ থাকতে পারবে না। এর জন্য যা যা করা দরকার সবকিছুর প্রস্তুতি চালাচ্ছে গেরুয়া সন্ত্রাসীরা। যার চূড়ান্ত রুপ প্রকাশ পাবে গণহত্যার মাধ্যমে।

গণহত্যার অজুহাত হিসেবে একেরপর এক মুসলিম বিদ্বেষী ইস্যু পরিকল্পিতভাবে সামনে আনা হচ্ছে। সে ইস্যুগুলোর অন্যতম হচ্ছে, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানো, মুসলিমদের হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা। এর সাথে এখন যুক্ত হয়েছে ভারতের পতাকাকে গেরুয়া পতাকা বানানোর ঘোষণা।

দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কর্ণাটকের স্কুল-কলেজে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরা নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্ক চরম বিতর্ক ও উত্তেজনার মাঝেই বিতর্কিত মন্তব্য করেছে কর্নাটক রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপির এক মন্ত্রী। রাজ্যটির গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী ***কেএস ঈশ্বরাপ্পা*** বলেছে, ভবিষ্যতে গেরুয়া পতাকাই দেশের (ভারতের) জাতীয় পতাকা হয়ে যাবে।

গত বুধবার ৯ ফেব্রুয়ারি এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় বার্তাসংস্থা পিটিআই এবং সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

প্রায় একমাসেরও বেশি সময় ধরে কলেজে হিজাব নিষিদ্ধ করা নিয়ে বিতর্ক চলছে দক্ষিণের বিজেপি শাসিত রাজ্য কর্ণাটকে।
এই বিতর্কের মাঝেই একদিন আগে একটি ভিডিওতে একদল উগ্র হিন্দু শিক্ষার্থীকে কলেজে হিজাব পরার বিরোধিতা করে একটি ফ্ল্যাগপোস্টে গেরুয়া পতাকা লাগাতে দেখা যায়। সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর এরই মধ্যে বিজেপির মন্ত্রীও গেরুয়া পতাকা নিয়ে ভবিষৎ পরিকল্পনা প্রকাশ করে দিয়েছে।
যা থেকে বুঝা যায়, যা কিছু হচ্ছে- সবই উচ্চপদস্থ হিন্দুত্ববাদী নেতাদের পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে।

ঐ উগ্র হিন্দু মন্ত্রী আরও বলেছে, 'আমরা যারা গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করি- আজ নয়, তবে ভবিষ্যতে এদেশে হিন্দু ধর্মের উত্থান হবে। সেই সময় আমরা লাল কেল্লায় তা উত্তোলন করব।... এখন না হলেও ভবিষ্যতে **লাল কেল্লায়** গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করা হতেই পারে।'

অথচ, লাল কেল্লার সাথে মিশে আছে মুসলিমদের ইতিহাস ঐতিহ্য। ভারতেকে মুসলিম মুক্ত করে লাল কেল্লায় হিন্দুত্ববাদীদের গেরুয়া পতাকা উত্তোলনের কাল্পনিক স্বপ্ন নিয়েই এগুচ্ছে বর্তমান বিজেপির সাঙ্গপাঙ্গরা।

কর্ণাটকের এই হিন্দুত্ববাদী বিজেপি মন্ত্রী বলেছে, 'হিন্দু বিচার এবং হিন্দুত্ব নিয়ে দেশে আজ আলোচনা চলছে। একটা সময় ছিল যখন আমরা বলতাম অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হবে, তখন লোকে হাসতো। এখন কি আমরা রামমন্দির নির্মাণ করছি না? একইভাবে ভবিষ্যতে কোনো একসময় ১০০-২০০ বা ৫০০ বছর পর গেরুয়া পতাকাই আমাদের জাতীয় পতাকা হয়ে উঠতে পারে। আমি জানি না।'

উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গায়ের জোরে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদকে শহীদ করে দিয়েছে। পরে হিন্দুত্ববাদী আদালত উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীদের বিচার করার পরিবর্তে প্রমাণহীন বাবরী মসজিদের স্থানে রাম মন্দির বানানোর জঘন্য রায় দেয়।

হিন্দুত্ববাদীরা ভুলেই গেছে মুসলিমরা ভারতকে ৬০০ বছরের অধিক শাসক করেছে। মুসলিমদের সাথে গাদ্দারী করে হিন্দুত্ববাদী অপশক্তিরা যে তাসের রাজত্ব বানিয়েছে তা বেশিদিন স্থায়ী হবে না। অচিরেই আবার মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধভাবে হারানো শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র

১। https://tinyurl.com/9cyk5kcn

২। ভবিষ্যতে গেরুয়াই ভারতের জাতীয় পতাকা হতে পারে : বিজেপি মন্ত্রী - https://tinyurl.com/db3sptrr

---

১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

পাক তালিবানদের দুর্দান্ত এক অপারেশনে ৯ এরও বেশি গাদ্দার সেনা হতাহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **টিটিপি**'র বীর যোদ্ধাদের হামলার শিকার দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী। যাতে অন্ততপক্ষে **৯** *সৈন্য* নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রের খবরে বলা হয়েছে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **টিটিপি**'র মধ্যে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়েছে। যা অঞ্চলটির শিবা সীমান্তের টান্ডি-মারগা এলকায় ঘটেছে। যেখানে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমে গাদ্দার সেনাদের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ করেন। এতে ঘটনাস্থলেই 8 সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়। এই হামলার পর পরেই সেখানে উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র **মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্** একটি বিবৃতিতে জানান যে, প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি'র মুজাহিদগণ প্রথমে একটি সামরিক গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটান। এরপরই মুজাহিদগণ

বাকি সৈন্যদের টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান, যা ২ ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। একপর্যায়ে গাদ্দার পাকিস্তান সেনারা পালিয়ে যায় এবং মুজাহিদরাও ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ স্থানে ফিরে যান। তবে ফিরার আগে মুজাহিদগণ আরও *৫ সেনাকে* হত্যা করেন।

মুহাম্মদ খোরাসানির মতে, **টিটিপির বীর মুজাহিদদের** পরিচালিত এই হামলায় পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর মোট *৯ সামরিক কর্মী* নিহত ও আহত হয়েছে।

টিটিপি'র মুখপাত্র আরও যোগ করেছেন যে, তীব্র এই অভিযানে **ইরফান** নামে একজন মুজাহিদও শহীদ হন। অপরদিকে মুজাহিদদের হামলায় পাগলপ্রায় হয়ে যাওয়া পাকিস্তান গাদ্দার সেনারা এলাকাটিতে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। এসময় গাদ্দার সেনাদের গুলিতে ১২ বছরের এক শিশুও গুরুতর আহত হয়।

কর্নাটকের পরে হিন্দুত্ববাদীরা এবার হিজাব নিষিদ্ধ করছে মধ্যপ্রদেশে

উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিমদের হিজাব বিদ্বেষের কারণে বিজেপি শাসিত কর্নাটকে সরগরম। তারা মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরিধান করে স্কুলে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

কর্নাটকের সীমানা অতিক্রম করে হিজাব বিতর্ক এবার ছড়িয়েছে ***বিজেপি*** শাসিত আরেক রাজ্য মধ্যপ্রদেশেও। স্কুল-কলেজে হিজাব নিষিদ্ধ করতে মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ইন্দর সিংহ পারমার অভিন্ন পোশাক বিধি এবং শৃঙ্খলার দোহাই দিয়েছে। হিজাব নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে পুদুচেরিতেও।

স্কুলে কি হিজাব পরে আসা যায়? এই নিয়ে বিতর্কে মেতে উঠেছে ভারতের একটি অংশ। বিতর্কের সূত্রপাত, গত মাসে কর্নাটকের উদুপির একটি কলেজে হিজাব পরিহিত শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে না দেওয়াকে কেন্দ্র করে। কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিজাব বাতিলের দাবিতে পথে নামে।

এই বিষয় নিয়ে ব্যাপক গোলমাল শুরু হয় দক্ষিণের ওই রাজ্যে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে তিন দিন রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে হয় কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী *বাসবরাজ বোম্মাই*কে।

এবার স্কুল, কলেজে হিজাব নিষিদ্ধ করার পক্ষে সায় দিয়েছে মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী। নিজের রাজ্যেও এই নিয়ম চালু হতে পারে, দিয়েছে এমন ইঙ্গিতও।

হিন্দুত্ববাদী পারমার বলেছে, "*হিজাব স্কুল ইউনিফর্মের অঙ্গ নয়। তাই স্কুলে এটা পরা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ঐতিহ্য মানুন বাড়িতে, স্কুলে নয়। এটা শৃঙ্খলার প্রশ্ন। কড়া অভিন্ন পোশাক বিধি আনছি আমরা।*"

এই সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছে পুদুচেরিতেও। সেখানে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে হিজাব পরিহিতদের ক্লাস করতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পুদুচেরির শিক্ষা দফতর বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছে।

অথচ ঐ মেয়েরা গত তিন বছর ধরে রোজ এ ভাবেই ক্লাসে যোগ দিচ্ছে। এখন তাহলে হঠাৎ এখন আপত্তি করার কারণ কী? উত্তরটা বোদ্ধামহল এভাবে দিয়েছেন যে, এখন হিন্দুত্ববাদীরা যেকোনো অজুহাত দ্বার করিয়ে মুসলিম গণহত্যা শুরু করে দিতে চায়।

আরও কয়েকটি স্কুল থেকে একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এমনকি কিছু স্কুলে আরএসএস-এর আদলে শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় ‘ড্রিলে’ অংশ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলেও তিনি সংবাদ মাধ্যমে অভিযোগ করা হয়েছে।

এই সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় বিভাজন উসকে দিয়ে শিক্ষায় গেরুয়াকরণ সম্পূর্ণ করতে চাইছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি।

উল্লেখ্য, হিজাব হল ইসলামের ফরজ বিধান। এছাড়াও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে কেও যদি নিজের ধর্মটাকে পুরোপুরি মেনে চলতে চায় তাহলে রাষ্ট্র তাকে বাধা দিতে পারে না। সংবিধান প্রদত্ত অধিকার, বল প্রয়োগ করে ছিনিয়ে নিলে কিসের নিরপেক্ষতা? একই দেশে, একই আকাশের নীচে, একই সীমারেখার মধ্যে বসবাস করার পরেও হিন্দুরা সুবিধা পাবে আর মুসলিমরা বঞ্চিত থেকে যাবে - এটাই আসলে কথিত ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের আসল চেহারা।

স্কুলে সরস্বতী পূজো করা যাবে, থানায় কালি পূজো করা যাবে, সরকারি দপ্তর, ব্যাঙ্কে বিশ্বকর্মা পূজো, গনেজ পূজো করা যাবে কিন্তু দু-হাত কাপড় দিয়ে শরীরটা ঢেকে রাখা যাবে না। জৈন ধর্মের মুনি তরুণ সাগর হরিয়ানার এসেম্বলিতে উলঙ্গ হয়ে মহিলাদের সামনে ভাষণ দিতে পারবে। কিন্তু মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পড়ে কলেজে যেতে পারবেন না!
সাধ্বী প্রজ্ঞা গেরুয়া পরে পার্লামেন্ট যেতে পারবে, যোগী আদিত্যনাথ গেরুয়া পরে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসতে পারবে, যত সমস্যা দু-হাত কালো হিজাবে।

উলঙ্গ হওয়ার স্বাধীনতা থাকলে ঢেকে রাখার স্বাধীনতা থাকবে না কেন?- এই প্রশ্নটাই এখন সুশীল নামধারীদের কাছে রেখেছেন সচেতন মুসলিম সমাজ!

তথ্যসূত্র:

১। কর্নাটকের পরে এবার হিজাব নিষিদ্ধের পথে মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি https://tinyurl.com/44n8ce2m

---

প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের দুর্দান্ত হামলায় ৪ ক্রুসেডারসহ হতাহত ১৬ এরও বেশি

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার *কেনিয়ান বাহিনী* ও *পুন্টল্যান্ড প্রশাসনের* বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালিয়েছেন **ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।** যার একটিতে কেনিয়ার ৪ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, **আল-কায়েদা** পূর্ব আফ্রিকা শাখা **আশ-শাবাবের** ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা ৯ ফেব্রুয়ারি দুপুরের কিছুক্ষণ পরে সোমালিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলিয় রাজ্য বারীতে একটি অভিযান চালিয়েছেন। প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের এই হামলার শিকারে পরিণত হয় স্থানীয় পুন্টল্যান্ড প্রশাসনের মিলিশিয়ারা। যাতে **৯** *মিলিশিয়া* সদস্য নিহত ও আহত হয়।

এদিন সোমালিয়া ও কেনিয়ার মধ্যবর্তি কৃত্রিম সীমান্তে অবস্থিত রাসকামবোনি শহরের কাছেও একটি সামরিক অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যেখানে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর সামরিক সরঞ্জাম বহনকারী একটি সামরিক কনভয়কে টার্গেট করে বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান **মুজাহিদগণ।** এতে ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি সামরিক ট্রাক ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি **৪** *সৈন্যও* নিহত হয়।

অপরদিকে এদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু, বালদাউইন ও হুজানকো শহরেও মুজাহিদগণ **৩**টি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান। যার ২ টিতেই সোমালি সরকারের সংসদ নির্বাচন কমিটির সদস্য "আলো" ও অপর এক সদস্য "জামেয়া আগল" কে হত্যা করেন মুজাহিদগণ। এছাড়াও আরও **১** *সৈন্যকেও* মুজাহিদগণ হত্যা করে।

সোমালিয়া ও কেনিয়ায় এখন ইসলাম ও মুসলিমের *শত্রুদের* উপর **ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের** হামলা ও অভিযান একটি নিয়মিত স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এসব অভিযান এই অঞ্চলে ইসলাম ও মুসলিমের **আশু বিজয়েরই** ইঙ্গিত বহন করে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

পাকি-গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও টিটিপির মধ্যে পাল্টা-পাল্টি লড়াই, অসংখ্য গাদ্দার হতাহত

পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সি ও খাইবার অঞ্চলে দেশটির গাদ্দার বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এরমধ্যে বাজোর এজেন্সির লোয়াই মোমান্দ সীমান্ত এলাকায় মুজাহিদদের একটি অবস্থানে অতর্কিত হামলা চালায় গাদ্দার সেনারা। এসময় **মুজাহিদগণ**ও গাদ্দার সেনাদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান চালাতে শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে মুজাহিদগণ মুজাহিদিন পাল্টা জবাবি হামলা চালিয়ে **২** গাদ্দার সৈন্যকে হত্যা করেন। এবং নিরাপদে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

একই রাতে ট্যাঙ্ক জেলায় দেশটির গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর একটি ভ্যানে বোমা হামলা চালান **মুজাহিদগণ।** যার ফলে গাদ্দার বাহিনীর গাড়িটি পরিপূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। **টিটিপি**র মুখপাত্রের মতে, হামলার সময় গাড়িতে থাকা গাদ্দার বাহিনীর সকল সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

টিটিপি'র হামলায় দিশেহারা দালাল পাকি সেনারা এখন টিটিপি'র বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে এসে উল্টো নিজেরাই হামলার শিকার হচ্ছে। এটিকে **টিটিপি**'র বড় সামরিক বিজয় হিসেবেই দেখছেন বোদ্ধামহল।

০৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

হিজাব পরে কলেজে আসায় গেরুয়া সন্ত্রাসীদের নিপীড়নের শিকার মুসলিম ছাত্রীর প্রতিবাদ

গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে ***বিজেপি*** শাসিত কর্ণাটকের কলেজগুলোতে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরা নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। গত কয়েক দিনে তা চরমে পৌঁছেছে। হাই কোর্টে উঠেছে মামলা। এরই মধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে হিজাব পরা এক মুসলিম ছাত্রীকে ঘিরে ধরে তাকে উত্যক্ত করা ও গেরুয়া সমর্থকদের জয়শ্রীরাম স্লোগান দেওয়ার ভিডিও।

ঘটনাটির বিবরণে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার (০৮/০২/২২) কর্ণাটকের একটি কলেজে মুসলিম ছাত্রীকে হেনেস্থার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা গেছে একদিকে গেরুয়া উত্তরীয় পরা উগ্র হিন্দুত্ববাদী ছাত্রদের দল, আরেক দিকে একা হিজাব পরা একজন সাহসী মুসলিম কলেজ ছাত্রী। গেরুয়া উত্তরীয় পরা উন্মত্ত দলটি ঐ মুসলিম ছাত্রীকে একরকম ঘিরে ফেলে তীব্র চিৎকার করছে - *জয় শ্রী-রা-ম, জয় শ্রী-রা-ম!* কান ফাটানো সেই চিৎকারে কলেজ চত্বরের আর কোনও শব্দই শোনা যাচ্ছিল না তখন।

হিজাব পরা ঐ মুসলিম ছাত্রী তবুও দমে যাননি। একাই দ্রুত গতিতে কলেজের দিকে এগিয়ে চলেছে। সাথ তাদের জয়শ্রীরাম ধ্বনির বিপরীতে একাই চিৎকার করে "আল্লাহু আ-ক-বা-র" বলে তাকবীর দিচ্ছিলেন।

পরে একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে ওই কলেজ ছাত্রী জানায়, “আমি কলেজে আসছিলাম। একদল হিন্দু ছাত্র আমাকে কলেজে ঢুকতে দিচ্ছিল না। ওরা বলে, বোরখা পরা থাকলে কলেজে ঢুকতে দেবে না।”

ভারতের কর্ণাটকে মুসলিম বোনেরা একে একে সব কলেজেই প্রবেশের অধিকার হারাচ্ছে। অন্যদিকে, গেরুয়া সন্ত্রাসীরা প্রকাশে ক্যাম্পাসে মহড়া চালাচ্ছে।

আজই কর্ণাটকের কলেজের আরও একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা গিয়েছে, একদল হিন্দু ছাত্র কলেজ চত্তরে একটি *গেরুয়া পতাকা* টানায়। ওই ছাত্ররা জাতীয় পতাকা নামিয়ে গেরুয়া পতাকা টানিয়েছে।

বেশকিছু দিন ধরেই হিজাব পরিধান করে আসায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলিম ছাত্রীদের কলেজে ঢুকতে দিচ্ছে না। ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবিদ্বার উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের পুরোহিতদের উলঙ্গ থাকাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দাবী করে। কিন্তু মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পরায় মারমুখী হয়ে উঠছে। এব্যাপারে নারীবাদীরা মুখে কুলুপ লাগিয়ে আছে। কিন্তু যদি কোন কথিত স্বাধীনচেতা কোন নারী ছোট অশালীন পোশাক পড়তো আর অন্যরা বাধা দিত, তাহলে

আবার ঠিকই স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে পাশে দাড়াতো অশ্লীলতার প্রচারকারি ঐ কথিত নারীবাদীরা। আর মুসলিম নারীরা নিজেদের পর্দা রক্ষায় হিজাব পড়লেই তাদের যত সমস্যা।

তবেঁ এসব সমস্যা সমাধানের পথ মুসলিমদের নিজেদেরকেই বের করতে হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ। কেননা তাদের সমস্যা অন্যেরা এসে ঠিক করে দিবে না।

তথ্যসূত্র:

A Muslim Women in Karnataka is TERRORISED by her College mates for wearing a Hijab in her college –https://tinyurl.com/96h7uh6h

---

ভারতে মুসলিম ছাত্রীদের উত্ত্যাক্ত করছে হিন্দু সন্ত্রাসীরা

ভারতে হিজাব পরিধান করায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের রোষানলে পড়েছেন মুসলিম ছাত্রীরা। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে এমন দৃশ্য দেখা গেছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, উগ্রপন্থী হিন্দুরা হিজাব পরিহিত মুসলিম মেয়েদের হয়রানি, উৎপীড়ন এবং আক্রমণ করার জন্য জোরপূর্বক একটি কলেজে ক্লাসরত নারী হলে প্রবেশ করেছে। তাদের গলায় জোলানো গেরুয়া রুমাল। আর মুখে তাদের বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী স্লোগান। এমন সন্ত্রাসী কায়দায় ক্লাসরুমে ঢুকে মুসলিম ছাত্রীদের হয়রানি করতে থাকে উগ্র হিন্দুরা।

গতকাল আরেকটি ভিডিও ভাইরাল হয়। যাতে দেখা গেছে হিজাব পরা এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী একটি স্কুটিতে কলেজ চত্বরে প্রবেশ করেন। সেখানে উপস্থিত হয় গলায় গেরুয়া চাদর পরিহিত একদল হিন্দু সন্ত্রাসী। মুসলিম ছাত্রীটি স্কুটি পার্ক করে ক্লাসের দিকে যাওয়ার সময় তাঁকে অনুসরণ করে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি দিতে থাকে হিন্দু সন্ত্রাসীরা। মেয়েটির খুব কাছে এসে ক্রমাগত স্লোগান দিতে থাকে গেরুয়া দলটি। পরে মুসলিম ছাত্রীটিও স্লোগান দিতে শুরু করেন। একাধিকবার হাত তুলে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীর দিতে দেখা যায় তাঁকে। ভিডিওর শেষে ক্যামেরার সামনে এসেও স্থানীয় ভাষায় হিন্দুদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের প্রতিবাদ জানান তিনি।

ভারতের মুসলিম নারীরা হিজাব পরায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। উগ্র হিন্দুরা তাদের উত্ত্যক্ত করছে। তাদেরকে কলেজেও প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। পথেঘাটে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা তাদের উপর হামলা চালায়। হিন্দু সন্ত্রাসীদের এমন আচরণের বিরুদ্ধে কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কোনো পদক্ষেপ নেয় না। কথিত মূলধারার মিডিয়াগুলোতেও এসব নিয়ে নিউজ আসে না, কিংবা আসলেও তা হয় তাদের স্বার্থের অনুগামী। এমন পরিস্থিতে মুসলিমদের অধিকার রক্ষায় নিজেদেরকেই শরীয়া অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

1/ Extremists linked to various Hindu rightwing groups forcefully entered in a college to harass, bully and attack Muslim girls wearing Hijab. https://tinyurl.com/49nfdb35

০৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

কেনিয়ান সামরিক কনভয়ে আশ-শাবাবের অসাধারণ হামলা, হতাহত ১৫ এরও বেশি

সোমালিয়া এবং কেনিয়ার মধ্যকার সীমান্ত অঞ্চলে ক্রুসেডার KDF সৈন্যদের কনভয় লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে ক্রুসেডার বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্র জানিয়েছে, কেনিয়া ও সোমালিয়ার কৃত্রিম সীমান্তের রাস্কামবোনির উপকণ্ঠে ক্রুসেডার কেনিয়ান সেনাদের একটি কনভয়কে লক্ষ্য করে অন্তত দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ৮ জানুয়ারির এই বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্রুসেডার বাহিনীর অন্ততপক্ষে **৫** সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন বরকতময় এই হামলার সুসংবাদ নিশ্চিত করেছে। আশ-শাবাবের বিবৃতি অনুযায়ী, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় **৫** সেনা হতাহত হওয়া ছাড়াও ক্রুসেডার বাহিনীর একটি *সাঁজোয়া যান ধ্বংস* হয়েছে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, **হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন** কিসমায়ো শহরের উপকণ্ঠে বারুলি এলাকার কাছেও এদিন একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন। যেখানে মুজাহিদগণ সোমালি গাদ্দার সেনাদের একটি দলকে টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান। যাতে *সোমালি গাদ্দার সরকারী মিলিশিয়ার* **৩** সদস্য নিহত হয়। সেই সাথে আরও **৬** গাদ্দার সেনা আহত এবং **১**টি *সামরিক গাড়ি* ধ্বংস হয়।

অপরদিকে রাজধানী মোগাদিশুর ইয়াকশিদ জেলায় সোমালি সরকারের সংসদ নির্বাচন কমিটির এক সদস্যকে লক্ষ্য করে একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। যাতে সংসদ নির্বাচন কমিটির ঐ সদস্য *'আদঘলি'* নিতত হয়।

পূর্ব তুর্কিস্তান | ভুলে যাওয়া ১৯৯৭ সালের গুলঝা গণহত্যা

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ব তুর্কিস্তানের গুলঝা গণহত্যার **২৫** তম বছর। ১৯৯৭ সালের এই দিনে অন্তত **২০০** উইঘুর মুসলিমকে নির্বিচারে হত্যা করে দখলদার *চীনা কমিউনিস্ট সরকার*।

এর আগে খবর বের হয় যে দখলদার চীনা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় অন্তত **৩০** জন উইঘুর মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে নিষ্ঠুর *চীনা দখলদাররা*। দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে চালানো হচ্ছিল চতুর্মুখী নির্যাতন। মুসলিমদের ধর্ম পালনের অধিকার দেয়া হচ্ছিল না।

মুসলিমদের ভূমি দখলকারী কমিউনিস্ট চীনা সরকারের এসব নির্যাতন, বৈষম্য এবিং ধর্ম পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানতে একটি মিছিল বের করে মুসলিমরা।

মুসলিমদের উক্ত সামান্য মিছিলের প্রতিবাদকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চীনা সরকার উইঘুরদের উপর চালায় বর্বরোচিত গণহত্যা।

Gulja Massacre

মিছিলে অংশ গ্রহণকারীদের দমনের নামকরে গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার মানুষকে। গুলি, ফাসি, বাড়িঘরে অভিযান এবং আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় অসংখ্য মুসলিমকে।

সেদিনের সেই গণহত্যার সময় থেকে এখন পর্যন্ত কেউ চীনের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেনি। ফলে দিনকে দিন চীনা নাস্তিক্যবাদী সন্ত্রাসী সরকার আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠেছে।

Gulja Massacre

বর্তমানে পূর্ব তুর্কিস্তানে **২০** থেকে **৩০ লক্ষ** মুসলিম বন্দী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। তাদের উপর চলছে অমানুষিক নির্যাতন। গণধর্ষণ, শ্রমদাসত্ব, মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট, জোরপূর্বক গর্ভপাত, অর্গান হারভেস্টিং-এ জোরপূর্বক ব্যবহার - এগুলো সেখানকার বন্দী মুসলিমদের জন্য নিত্যদিনের অনুসঙ্গ।

ভবিষ্যতের কোনো কল্পকাহিনী না, বরং উম্মাহর অতীত নির্লিপ্ততার ফল। পূর্ব তুর্কিস্তানের কোটি কোটি মুসলিমের জীবনের কথা। নীরবতার প্রাচীরের আড়ালে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের ওপর চালানো চীনের গণহত্যার চিত্র এটি। এই চিত্র ১৯৪৯ সালে যেমন ছিল, ১৯৯৭ সালেও তেমনি ছিল; আর এখন ২০২২ সালে এসেও ঠিক তেমনই।

অকেজো বিশ্বব্যবস্থা আর কৃত্রিম জাতিরাষ্ট্রের সীমানায় আটকে পরা উম্মাহর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে পূর্ব তুর্কিস্তানে নির্বিঘ্নে গণহত্যা চালাচ্ছে চীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নাৎসিদের চাইতেও অনেক হিসেবী এই গণহত্যা। আরো অনেক পরিপাটি চীনের এই আগ্রাসন।

তথ্যসূত্র:

১. Gulja massacre –

https://tinyurl.com/yc5uh93h

জামিন পেল মুসলিম গণহত্যার ডাক দেওয়া হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী নরসিংহানন্দ

ভারতের হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন শুধু উসকানীমূলক বক্তৃতার ভ্রান্ত অভিযোগ তুলে অনেক মুসলিমকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে বছরের পর বছর। অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলেও তাদেরকে কোন প্রকার জামিন দেওয়া হচ্ছে না।

অন্যদিকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও প্রকাশ্যে গণহত্যা চালানো আহ্বান জানাচ্ছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। অনেকে আবার মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করতে উৎসাহ দিয়েছে। ভারতকে ***হিন্দু রাষ্ট্র*** বানানোর শপথ নিচ্ছে। তবুও হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

অবশেষে জাতিয় ও আন্তর্জাতিক প্রবল চাপের মুখে লোক দেখানো জন্য জ্যোতি নরসিংহানন্দকে আটক করা হয়েছিল।
গতকাল সোমবার ৭ই ফেব্রুয়ারী হরিদ্বারের একটি আদালত হিন্দু ধর্মীয় নেতা ইয়াতি নরসিংহানন্দকে হরিদ্বার 'ধর্ম সংসদ'-এর সাথে সম্পর্কিত একটি মামলায় জামিন দিয়েছে। অথচ এই নরসিংহ মাত্র এক মাস আগেই মুসলমানদের গণহত্যার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। মুসলিম নারীদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করেছে।

অনুষ্ঠানের একটি অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ-স্ট্রিম করা হয়েছিল। কিছু বক্তৃতার ভিডিও ভাইরালও হয়েছে। তার বিদ্বেষমূলক বক্তৃতাগুলো এখনো ইন্টারনেটে দেখা যাচ্ছে।

এতকিছুর পরও তার জামিন মঞ্জুর করে ***হিন্দুত্ববাদী আদালত*** বলেছে, আদালত বিবেচনায় নিয়েছে যে নরসিংহানন্দকে এখনও পর্যন্ত কোনও মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। গত বছরও জ্যোতি নরসিংহানন্দের বিরুদ্ধে তিনটি এফআইআরও দায়ের করা হয়েছিল।

ভারতের মুসলিমরা অপরাধ না করেও দোষী, জেলে বন্দী। জামিন হয়না। আর হিন্দু হলে তাদের সাত খুন মাফ। আর যদি কোন কারণে জেলে নেওয়াও হয় তাহলেও সহজেই জামিন হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র:

১। Haridwar 'Dharam Sansad': Religious Leader Yati Narsinghanand Granted Bail https://tinyurl.com/ycksfmef

---

ইথিওপিয়ান সামরিক ঘাঁটিতে আশ-শাবাবের তীব্র হামলা, হতাহত ১৫ এরও বেশি

সোমালিয়ার উপসাগরীয় অঞ্চলে ক্রুসেডার ইথিওপিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ইথিওপিয়ার সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার সকালে দিনসর শহরে ইথিওপিয়ার একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একে একে **২৪ টি মর্টার হামলা** চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন**। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর মাঝে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং সামরিক যানবাহনের ক্ষতি হয়েছে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য সূত্রে জানা গেছে, মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত মর্টারের আঘাতে ক্রুসেডার ইথিওপীয় সামরিক ঘাঁটিতে বড়ধরণের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে **২টি** গাড়ি, **১টি** সামরিক ট্রাক এবং বেশ কয়েকটি তাঁবু ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে **৩** ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয় এবং আরও **৪** ক্রুসেডার গুরতর আহত হয়।

এদিকে আজ রাজধানী মোগাদিশুতেও একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন পরিচালনা করেছেন **মুজাহিদগণ**। যাতে গাদ্দার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ **২** কর্মকর্তা নিহত হয়।

অপরদিকে যুবা রাজ্যের বারুলী শহরেও এদিন দুর্দান্ত একটি সামরিক অভিযান চালান **হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন**। যাতে **৬** গাদ্দার সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

কাশ্মীরি মুসলিম সাংবাদিককে অন্যায়ভাবে ১০ দিনের রিমান্ডে নিলো দখলদার ভারতীয় বাহিনী

স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরিদের পক্ষে লেখায় অন্যায়ভাবে ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হলো কাশ্মীরের মুসলিম **সাংবাদিক** ফাহাদ শাহ্কে। গত শনিবার ৫ ফেব্রুয়ারী পুলওয়ামা জেলার স্থানীয় একটি *আদালত* এ আদেশ দেয়।

এমনকি জামিন চেয়ে ফাহাদের আবেদনও নাকচ করে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীদের কথিত *'আদালত'*। উল্টো তাঁকে ১০ দিনের রিমান্ড দেওয়া হয়। তবে রিমান্ডে কাশ্মীরি মুসলিমদের উপর দখলদার হিন্দুত্ববাদী পুলিশ যে অকথ্য নির্যাতন চালায়, সেটা জানার পরেও ফাহাদের নিরপত্তার খাতিরে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেনি *হিন্দুত্ববাদী আদালত*।

সন্ত্রাসী ভারতীয় বাহিনীর নানা অপকর্ম সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার কারণেই মূলত ফাহাদ শাহ্কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এবং সুনির্দিষ্ট কোন কারণ উল্লেখ না করেই তাঁকে রিমান্ডে দেওয়া হয়েছে।

ফাহাদ শাহের এই ঘটনা থেকে এটা আবারো প্রমাণিত হল যে, দখলদার হিন্দুরা সেখানে কাশ্মীরি মুসলিমদের সাথে যখন যা ইচ্ছা তখন তা-ই করবে। এবং এজন্য তারা কোন আইনের ধার ধারবে না, না ধার ধারবে তাদেরই ঘোষিত মানবাধিকার রেজুলেশনের।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারতের এমন কাজকর্ম শুধু মুসলিম বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশই নয় বরং এটি **কথিত মানবাধিকার নিয়ে তাদের দ্বিমুখীতা ও দ্বিচারিতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।**

তথ্যসূত্র:

১। কাশ্মীরে গ্রেপ্তার সাংবাদিক ফাহাদ ১০ দিনের রিমান্ডে https://tinyurl.com/3z7526ss

---

ফটো রিপোর্ট | তীব্র খরায় ক্ষতিগ্রস্ত আরও ৬২০টি পরিবারে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেছে আশ-শাবাব

বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **আল-কায়েদা** সংশ্লিষ্ট **হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা** ময়দানে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর হলেও, তাঁরা মুসলিমদের ব্যাপারে খুবই নমনীয় ও যত্নশীল। একারণেই তাঁরা খরা আর বিভিন্ন দুর্ভিক্ষের সময় নিজেদের সমর্থের সবটুকু নিয়ে জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান।

সেই ধারাবাহিকতায় **হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন** তাদের ত্রাণ কমিটির মাধ্যমে দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়ায় খরায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন।

সাম্প্রতিক দিনগুলিতে হারাকাতুশ শাবাব দেশের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল বকুল রাজ্যে জনসাধারণকে প্রচুর পরিমানে খাদ্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন।

চলতি সপ্তাহে বকুল অঞ্চলের গারসওয়েন এবং আল-আনসার এলাকায় **৫০০ টিরও বেশি পরিবারে** খাদ্য সহায়তা বিতরণ করছেন মুজাহিদগণ।

একইভাবে জালাজদুদ রাজ্যের জালহারেরি জেলায়ও খরা-কবলিত পরিবারগুলিকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন মুজাহিদগণ। শহরের এবং আশেপাশের প্রায় **১২০টি পরিবারকে** খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। **আশ-শাবাব কর্মকর্তারা** বলছেন যে, তাঁরা ত্রাণ বিতরণের এই প্রকল্প চালিয়ে যাবেন। যার মাধ্যমে উপকৃত হবেন দেশের হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ।

তীব্র খরায় জখন মানুষ একমুঠো খাদ্যের জন্য হাহাকার করছেন, তখন **হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন** তাদেরকে বস্তায় বস্তায় খাদ্য সহায়তা দিতে শুরু করেছেন। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের মুখে ফুটেছে সুখের হাসি।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ এভাবেই তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি অঞ্চলে অভাবী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। হোক না তা **পশ্চিম** কিংবা **পূর্ব আফ্রিকায়, ইয়েমেন** কিংবা **খোরাসানের** ভূমিতে।

নীচে **আশ-শাবাব মুজাহিদদের** ত্রাণ বিতরণের হৃদয় জোড়ানো কিছু ছবি দেখুন…

https://alfirdaws.org/2022/02/08/55530/

০৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

এবার কাশ্মীরি মুসলিমদের উচ্চশিক্ষা থেকেও বঞ্চিত করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার

দখলকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলিমদের মৌলিক চাহিদাগুলো খর্ব করার পর এখন সেখানকার মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থার পেছনে লেগেছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার। মুসলিমদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সরাসরি অন্যায়ভাবে বাধা দিচ্ছে উগ্র মোদির সরকার। বেশ কিছু মুসলিম যুবকের অভিযোগ যে, উগ্র বিজেপি সরকার তাদের পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে যেতে বাধা দিচ্ছে।

এদের একজন শ্রীনগরের আসাদুল্লাহ মীর বলেছেন, তিনি ও তাঁর দুই বন্ধু ডাক্তারি শিক্ষার জন্য লাহোরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাকিস্তানি ভিসার জন্য আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় অনাপত্তি পত্র (এনওসি) দিতে অস্বীকার করে।

শুধু এনওসি প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমেই বিষয়টি শেষ হয়ে যায়নি। ঐ ঘটনার পর থেকেই তদন্তকারী সংস্থাগুলো তাঁকে ও তাঁর আরও দুইজন বন্ধুকে হয়রানি করতে শুরু করে। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন এজেন্সির লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করে যে, আপনি কেন পাকিস্তানে শিক্ষার জন্য যেতে চান?'

পাকিস্তানে আসার জন্য ছাত্রদের কী কী অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয় সে সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ নামের এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন যে, 'ছাত্রদের বিভিন্ন উপায়ে ভয় দেখানো হয় এবং উপহাস করা হয়। পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি পেতে তাদের অফিসের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।'

বিশ্লেষকদের মতে, কাশ্মীরি মুসলিমদের সাথে ঘটে যাওয়া এসব হিংসাত্মক ঘটনা দখলদার ভারতের 'হিন্দুত্ববাদ' প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। বর্তমানে কাশ্মীরি মুসলিমদের একে একে সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পর দখলদার ভারত সরকার তাদের উপর চূড়ান্ত গণহত্যা চালানোরই পরিকল্পনা করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:
১। কাশ্মীরিদের উচ্চশিক্ষায় বাধা দিচ্ছে মোদি সরকার https://tinyurl.com/29vx6uev

---

পাক-আফগান সীমান্তে টিটিপির বীরত্বপূর্ণ হামলা : হতাহত ১৩ গাদ্দার পাকি সেনা

আফগানিস্তান সীমান্তের অন্যতম উপজাতীয় এলাকা কুররাম এজেন্সিতে পাকিস্তানি গাদ্দার সেনাদের উপর সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। এতে দেশটির **৮** গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও **৫** সেনা গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুর্রাম এজেন্সির সাদা এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি সামরিক চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সূত্রটি নিশ্চিত করেছে যে, হামলাটি গাদ্দার সেনাবাহিনীর "সীমান্ত ইউনিট"-এর বিরুদ্ধে চালানো হয়েছে। হামলায় গাদ্দার সেনাদের চৌকিটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

পাকিস্তান নিশ্চিত করেছে যে, প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি'র উক্ত হামলায় পাকিস্তান গাদ্দার সেনাবাহিনীর অন্তত **৫** সেনা নিহত হয়েছে।

একইভাবে TTP মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বিবৃতি হামলাটির সুসংবাদ নিশ্চিত করেছেন।

টিটিপির মুখপাত্রের দেওয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত রবিবার মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় *"এফসি ফোর্স"* এর এক কর্নেল সহ **৫** সৈন্য নিহত এবং অন্য **৪** সৈন্য আহত হয়েছে।

ঐদিন রাতে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিন ওয়াম সীমান্তে আরও একটি গেরিলা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে পাকিস্তানের **৩** গাদ্দার সেনা নিহত এবং অন্য **১** সেনা আহত হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে সংঘাত বেড়েছে। টিটিপিও পাকিস্তানি গাদ্দার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ ত্বরান্বিত করেছেন। আর তাঁরা এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, পাকিস্তানে

যতদিন পর্যন্ত শরিয়াহ্/ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত শারিয়তের শত্রু পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চলবে।

টিটিপি'র এসকল হামলাকে তাই কাবুল বিজয়ের পর এই অঞ্চলের মুসলিমদের নতুন বিজয়ের ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই দেখছেন হকপন্থী উলামাগন।

বিলাসবহুল গাড়ি আর সশস্ত্র দেহরক্ষী ছাড়াই হেঁটে হেঁটে মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছেন আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মোত্তাকি (হা.)। সাথে নেই কোন নিরাপত্তা প্রহরী বা বিলাসবহুল সরকারি গাড়ি। চারদিকে পড়ছে ভারী তুষারপাত, এরমধ্য দিয়েই কোন ভয়ভীতি ছাড়াই তিনি হেঁটে চলছেন নিজের অফিসের দিকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শাইখের এমনই একটি ভিডিও অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কোন প্রটোকল ছাড়াই ভারী তুষারপাতের মধ্যে হেঁটে হেঁটে অফিসে যাচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এসময় তাঁর সাথে নেই নিরাপত্তারক্ষীরাও। এমন দৃশ্য বর্তমান জামানায় বিরল বলেই মনে করা হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন সামাজিক কর্মী লিখেছেন যে, আফগান জাতি তাদের নেতা হিসাবে এমন লোকদের গ্রহণ করেছেন, যারা সরল, বিনয়ী এবং দেশপ্রেমিক। যাদের মাঝে একটি সুসংগঠিত আফগান গড়ে তুলার মত সমস্ত গুণাবলী রয়েছে।

আরেকজন সামাজিক কর্মী লিখেছেন যে, এক সময় লোকেরা সাইকেলে অফিসে যাওয়ায় ডাচম্যানের উদাহরণ দিত। আর এখন আমরা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উদাহরণ দিই। যিনি শুধু নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই হাঁটছেন না, বরং সরকারী নেতা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে পার্থক্যটি অদৃশ্য করে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন আফগানিস্তান এখন নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ।

অপর এক ব্যক্তি লিখেছেন, দখলদারিত্বের অবসানের মধ্য দিয়েই আমরা শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রথম ধাপ অতিক্রম করেছি। আর এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পায়ে হেঁটে অফিসে যাচ্ছেন, যার অর্থ হচ্ছে আফগানিস্তান এখন বহিরাগত ও ভিতরের দুশমনদের থেকেও নিরাপদ।

০৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

পাকিস্তান থেকে গুয়ানতানামো কারাগারে মুহাম্মদ আল-কাহতানী, এবার সৌদি কারাগারে স্থানান্তর

২০০২ সাল থেকে কুখ্যাত গুয়ানতানামো কারাগারে বন্দীত্বের জীবন কাটাচ্ছেন মোহাম্মদ আল-কাহতানি। এবার আমেরিকার গোলাম আলে-সৌদের কারাগারে তাকে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

মুহাম্মদ আল-কাহতানি, যাকে ২০০১ সালের ডিসেম্বরে গাদ্দার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বন্দী করেছিল। পরে নগন্য এই দুনিয়ায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে মুহাম্মদ আল-কাহতানীকে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করে পাকিস্তান। তাকে বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার সদস্য এবং ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে রক্ষার জন্য দখলদার মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার অভিযোগ এনে বন্দী করা হয়। পরে গাদ্দার পাকিস্তানের সহায়তায় তাকে কুখ্যাত গুয়ানতানামো কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। যেখানে তাঁর উপর চালানো হয় অমানবিক সব নিষ্ঠুর নির্যাতন।

গতকাল ৫/২/২২ তারিখে ক্রুসেডার মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের দেওয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বন্দীদের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাহতানিকে সৌদি আরবে স্থানান্তর করা হবে।

চলতি বছরের মার্চ মাসে কাহতানিকে সৌদি আরবে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে। উদ্বেগ রয়েছে যে, আমেরিকার হুকুমের গোলাম সৌদি আরব প্রশাসন কাহতানির উপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করবে এবং তা অব্যাহত রাখবে। কেননা আলে-সৌদ সরকার মুসলিম প্রতিরোধ বাহিনীর বন্দীদের সাথে খারাপ আচরণের জন্য পরিচিত।

গুয়াতানামোতে মুহাম্মদ আল-কাহতানির উপর চালানো হয় অমানবিক সব নির্যাতন। দেওয়া হয় নি তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা। এই কারণে তাঁর মানসিক ও স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি হয়েছে। বর্তমানে তাঁর সুচিকিৎসার প্রয়োজন।

অথচ এই পশ্চিমা ও এদের দালালরাই মানবতা আর নৈতিকতার বুলি সবচেয়ে বেশি আওড়ায়। আর মুসলিমদের বেলায় এরা এদের নিজেদের সংজ্ঞায়িত মানবতার ও ধার ধারে না।

গুরুগ্রাম: উগ্র হিন্দুদের বাধার সম্মুখীন মুসলিমদের নামাজ

গুরুগ্রাম। ভারতের ব্যয়বহুল একটি শহর। দীর্ঘ স্বপ্ন এবং চটুল প্রতিশ্রুতি এই শহরের বৈশিষ্ট্য। দিল্লির উপকণ্ঠে শহরটির অবস্থান। বড়ো বড়ো দালানকোঠা, টেক জায়ান্টদের অফিস এবং অগণিত মদের বার ও ক্লাব শহরটিকে জাঁকজমকভাবে তুলে ধরছে। এসব অন্ধকারাচ্ছন্ন আলো শহরটিকে যেন এমন বানিয়েছে, যেখানে ব্যক্তির ধর্মের কোনো গুরুত্ব নেই।

গত তিন বছর ধরে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা খোলা ময়দানে জুমুআর সালাত আদায়ের বিরোধিতা করছে। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে হিন্দুদের এই উগ্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এক শুক্রবারে গুরুগ্রাম

গুরুগ্রাম নাগরিক একতা মঞ্চ-এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা আলতাফ আহমেদ। তিনি বলছেন, "আমি আলতাফ আহমেদ। আমার জন্ম দিল্লিতে। সেখানে আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন। আমার জীবনের ত্রিশ বছর কেটেছে দিল্লিতে। বিয়ে করার পর আমি গুরুগ্রামে স্থায়ী হই। এখানে আমি একটি আইটি কোম্পানিতে চাকরি করতাম। গত ১৫ বছর ধরে আমি গুরুগ্রামে বাস করছি। সম্প্রতি আমি চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছি।

আমি আগে সেক্টর ৪৭-এ নামাজ আদায় করতাম। এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই আজ আমি সেক্টর ৪৪-এ জুমুআর নামাজ আদায়ের চিন্তা করছি। তবে আমার কাছে ফোন আসছে যে, সেখানেও নাকি সমস্যা করা হচ্ছে "

জনাব আলতাফের স্ত্রী হেন্না আহমেদ। তিনি বলছেন, "আলতাফ জুমুআর নামাজ আদায় করতে গেলে আমার ভয় হয়, জুমুআর নামাজ আদায়ের সময় খারাপ কিছু হয়ে যায় কি না..! তাই আমি সর্বদা তাকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হয়ে নিই যে, সে জুমুআর নামাজ আদায় করে কোথায় যাবে। যেন আমি জানতে পারি সে কোথায় আছে।"

গুরুগ্রামে দেড় লাখ মুসলিম বাস করেন। এত বিশাল সংখ্যক মুসলিমের জন্য সেখানে কার্যকরী মসজিদ আছে মাত্র ১৩টি। যার কারণে মুসলিমরা খোলা ময়দানে নামাজ আদায় করতে বাধ্য হন। এই খোলা স্থানগুলোর বেশিরভাগই এখন হিন্দুদের আক্রমণের শিকার। প্রতি জুমুআতেই এগুলোতে তারা আক্রমণ করছে।

"পুরো একটি জাতিকে নির্যাতন করা হয়েছে, বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে" বলছিলেন আলতাফ আহমেদ। মুসলিমদের উপর উগ্র হিন্দুদের এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "এই দেশ কি আমাদের নয়? আমাদের কি কোনো স্বাধীনতা নেই? আমরা মুসলিমরা সপ্তাহে মাত্র একবার জুমুআর নামাজ আদায় করি। গুরুগ্রাম প্রশাসন মসজিদের জন্য আমাদের জমি বরাদ্দ দেয় না। তারা কি আমাদেরকে নামাজ আদায়ের জন্য জমি দিয়ে এই সমস্যাটির সমাধান করতে পারে না? পরিকল্পনা করে এটিকে নয়া শহর বানানো হচ্ছে। এখানে অনেক ভূমি এখনও খালি আছে। মন্দির, গুরুদ্বার বানানোর জন্য জমি বরাদ্দ দিচ্ছে। তবে মসজিদ বানানোর জন্য আমাদেরকে জমি বরাদ্দ দিচ্ছে না।"

তিনি বলেন, "এটা খুবই জঘন্য। নামাজ আমাদের ইসলামের মৌলিক ভিত্তি। আর নামাজকেই এরা আক্রমণ করছে। গরীব মানুষদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এটা কেবল নামাজের উপরই আক্রমণ নয়, এটা মুসলিমদের উপর নির্যাতন। মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে।"

আলতাফের স্ত্রী হেন্না আহমেদ বলেন, "আমার ছোটো মেয়ে তখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। একদিন স্কুল থেকে ফিরেই সে কান্না শুরু করে দেয়। সে বলছিল, আমার বান্ধবীরা আমাকে 'পাকিস্তানী' বলে ডেকেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, কেন?

'কারণ আমি একজন মুসলিম'—আমার মেয়ে জবাব দেয়।"

তিনি আরও বলেন, "আমি ঐ শিশুদের দোষারূপ করছি না। তারা এগুলো শিখেছে নিজেদের পরিবার থেকে। তাদের পারিবারিক পরিবেশই এমন। আজকাল আপনি টিভি স্ক্রিনে তাকালে দেখবেন, মিডিয়া সর্বদা মুসলিমবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। আর এভাবে ইসলামবিদ্বেষ প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে।"

তবে বিষয়গুলো আশির দশকে এতটা খারাপ ছিল না বলে মনে করেন আলতাফ আহমেদ। বিগত কয়েক বছরে উগ্র হিন্দুরা খুব বেশি হিংস্র হয়ে ওঠেছে। ২০১৮ সালে গুরুগ্রামে ১০০ এর বেশি নামাজ আদায়ের জন্য খোলা ময়দান ছিল, এখন ২০২১ সালে এসে তা ২০ এর চেয়েও কমে গেছে। গুরুগ্রামে মাত্র ৩ বছরে ৮০ শতাংশের বেশি নামাজের জন্য বরাদ্দ থাকা খোলা ময়দান কমেছে।

এভাবে সমগ্র ভারতেই আজ মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে হিন্দুরা। মুসলিমদের নামাজ আদায়ের অধিকারও কেড়ে নিচ্ছে। অথচ এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজ কেউ কিছু বলছে না। জাতিসংঘ কিংবা কথিত মানবাধিকার সংগঠনগুলো তো না-ই, বাংলাদেশে কল্পিত সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে সরব ব্যক্তিরাও আজ ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর নির্যাতনে চুপ। তাদের এই নিশ্চুপ ভূমিকা মুসলিমদের সামনে শত্রু-মিত্রের সংজ্ঞা আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

মুসলিমদের উপর এই নির্যাতনকে ভারতের অভ্যন্তরীণ ইস্যু বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এই অঞ্চলের বরং সমগ্র বিশ্বের মুসলিমরা একই দেহের অংশ। সেই মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে আজও মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সন্ত্রাসীদের হাত থেকে এই উপমহাদেশকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। এই অঞ্চলের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে মুসলিমদের মাঝে সব ধরনের ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ইসলামের আলোকে সমাধানের পথ বের করতে হবে।

লেখক: **সাইফুল ইসলাম**

তথ্যসূত্র:

1. Gurugram Namaz | Looking for Space and Dignity to Pray in 'Millennium City', The Quint; https://tinyurl.com/4np8b87r

---

যারা ইসলাম পালন করতে চায় তাদের পাকিস্তানে যাওয়া উচিত: উগ্র হিন্দু নেতা

ভারতে ইসলাম বিরোধী হামলা দিন দিন বেড়েই চলছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ক্ষমতাসীন উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির এক হিন্দু নেতা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবারও বিবৃতি দিয়েছে।

বিবৃতিটি কর্ণাটক রাজ্যের একজন সংসদ সদস্যের, যেখানে সে বলেছে, মুসলিম শিক্ষার্থীদের মাথায় স্কার্ফ পরে স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

বিবৃতিতে ঐ উগ্র হিন্দু নেতা আরও বলেছে যে, কর্ণাটকে উর্দু শিক্ষা প্রদানকারী মাদ্রাসা এবং স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। সে আরও একধাপ এগিয়ে মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলে, "তোমরা যদি উর্দুতে কথা বলতে চাও, মাথার স্কার্ফ পরতে চাও এবং ইসলামের উপর বাঁচতে চাও তবে পাকিস্তানে যাও।"

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতে মুসলমানদের উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদিদের হামলা ও অত্যাচার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আশংকা করা হচ্ছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে মুসলমানদের উপর খুব শীগ্রই গণহত্যা চালানো শুরু হবে। তাই অনেক চিন্তাশীল মুসলিম নেতারা মনে করেন, মুসলিমদেরর এখনই উচিত এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। নয়তো ভারতীয় মুসলিমদের পরিণত হতে পারে খুবই ভয়াবহ।

তথ্যসূত্র:

১। Modi regime parliamentarian threatens 200 million Muslims by telling them to move to Pakistan https://tinyurl.com/ewfzkufy

---

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের হামলায় ২টি ঘাঁটি ছেড়ে ইথিউপিয়ায় পালিয়েছে গাদ্দার বাহিনী

সম্প্রতি দক্ষিণ সোমালিয়ার উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে গাদ্দার বাহিনী ও ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে। কয়েক ঘন্টার লড়াইয়ে এখন পর্যন্ত **২**টি সামরিক ঘাঁটি ও বিস্তীর্ণ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন প্রতিরোধ বাহিনী **আশ-শাবাব**।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্রে বলা হয়েছে, গতকাল ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেলে সোমালিয়ার বে রাজ্যে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এবং সোমালি গাদ্দার সরকারের 'দক্ষিণ পশ্চিম' প্রশাসনের মিলিশিয়াদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে।

প্রতিরোধ বাহিনী **হারাকাতুশ শাবাব** রাজ্যটির দিনসর জেলা এবং এর আশেপাশের ২টি মিলিশিয়া ঘাঁটিতে বড়সড় আক্রমণ শুরু করেছেন। সূত্রটি নিশ্চিত করেছে যে, সোমালি মিলিশিয়ারা হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের প্রচণ্ড আঘাতের সামনে টিকতে পারেনি। ফলে কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের পর গাদ্দার সেনারা তাদের ২টি ঘাঁটি থেকে পালিয়েছে। এবং জেলাটির ম্যাকমাল বিমানবন্দর হয়ে ইথিওপিয়ান সামরিক ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

দিনসরের প্রত্যক্ষদর্শীরা মিডিয়াকে বলেছেন যে, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদেরকে শহরের আশেপাশের এলাকায় বিস্তৃত হতে দেখেছেন। তারা ধারণা করছেন যে, এভাবে অভিযান চলতে থাকলে যেকোনো মূহুর্তে আশ-শাবাবের হাতে শহর ও বিমানবন্দরের পতন ঘটতে পারে।

এদিকে আল-আন্দালুস ইসলামি রেডিও স্টেশন থেকে জানানো হয়েছে যে, গতকালের প্রথম কয়েক ঘন্টার সংঘর্ষেই আশ-শাবাবের হামলায় কমপক্ষে **১০** সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও আরও কয়েক ডজন গাদ্দার সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। যাদের লাশ নিয়ে কোনরূপ পালাতে সক্ষম হয়েছে গাদ্দার সৈন্যরা।

এদেকি শাহাদাহ এজেন্সি রিপোর্ট করেছে যে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ঘাঁটি ২টি বিজয়ের পর সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত হিসেবে বাজেয়াপ্ত করেছেন। যেগুলো ইসলামি রাজ্যের প্রসারে ব্যবহার করা হবে।

০৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২

মালিতে আল-কায়েদার হাতে বন্দী ২ রাশিয়ান ভাড়াটে সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে দখলদার রাশিয়ার ভাড়াটিয়া সৈন্যরা। যুদ্ধের ফলাফল এখনো প্রতিরোধ বাহিনীর দিকেই। ফলে তাঁরা রুশ সেনাদের হত্যা করার পাশাপাশি বন্দী করতেও শুরু করেছেন।

স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, সম্প্রতি মালিতে একটি যুদ্ধে অংশ নেয় রাশিয়ার ভাড়াটে সামরিক সংস্থা ওয়াগনার। দখলদার এই ভাড়াটিয়া সৈন্যরা বিজয় তো দূরের কথা, নিজেদের দুই সৈন্যকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে ছেড়েই ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এর বিরুদ্ধে মালির ক্বিদাল রাজ্যে সম্প্রতি একটি অভিযান চালায় দখলদার রাশিয়ার ভাড়াটিয়া সৈন্যরা। আল-কায়েদা যোদ্ধাদের সাথে তীব্র লড়াইয়ের এক পর্যায়ে পরাস্ত হয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালায় রুশ সেনারা। এসময় হতাহত হয় অনেক রুশ সেনা। এছাড়াও আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদগণ দুই রুশ ভাড়াটে সৈন্যকে আটক করতেও সক্ষম হন।

মালিতে এটিই আল-কায়েদার হাতে প্রথম বন্দী রুশ সেনাদের ঘটনা। যদিও এর আগের কয়েকটি অভিযানে আল-কায়েদার হাতে চরম মার খেয়ে হতাহত সেনাদের নিয়ে ময়দান ছেড়েছে নতুন এই দখলদার সেনারা।

সোমালিয়ায় মুজাহিদদের অসাধারণ সব হামলায় উচ্চপদস্থ ২ কর্মকর্তাসহ হতাহত ২০ গাদ্দার

সোমালিয়ায় অপ্রতিরোধ্য আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। দলটির একের পর এক সফল অভিযানে বিধ্বস্ত কুফ্ফার জোট বাহিনীগুলো।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের এসব ধারাবাহিক বিজয় অভিযানের অংশ হিসেবে ৫ ফেব্রুয়ারি শনিবারও সোমালিয়া জুড়ে কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন। যার ৩ টিতেই কমপক্ষে ১৮ গাদ্দার হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদ সূত্র শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, এদিন প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যে সোমালি গাদ্দার সেনাদের টার্গেট করে একটি অতর্কিত সফল অভিযান চালিয়েছেন। মুজাহিদদের

পরিচালিত উক্ত হামলায় সর্বনিম্ন ১১ গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ ২টি ক্লাশিনকোভ সহ অন্যান্য কয়েকটি অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

একই রাজ্যে এদিন আরও ২টি পৃথক অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যার একটি দখলদার কেনিয়ান সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমা হামলার মাধ্যমে চালানো হয়। যাতে ২ ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়। মুজাহিদগণ অন্য অভিযানটি চালান গাদ্দার সোমালি সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে। এখানেও বেশ কিছু গাদ্দার সেনা হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানানো হয়।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের অপর একটি সফল অভিযান চালান রাজধানী মোগাদিশুর জারসাবালি এলাকায়। যেখানে দেশটির গাদ্দার গোয়েন্দা এজেন্সির সদর দফতর টার্গেট করে হামলাটি চালান মুজাহিদগণ। যার মাধ্যমে এক অফিসার সহ সোমালি সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার ৫ সদস্যকে হত্যা করেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সেই সাথে সদর দফতর থেকে প্রচুর পরিমানে অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার করেন মুজাহিদগণ।

এমনিভাবে সোমালিয়ার বে রাজ্যে এদিন ২টি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। যার একটি চালানো হয় পশ্চিমাদের হাতের পুতুল সোমালিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী "মোহাম্মদ আবু বকর আবদি" কে টার্গেট করে। এই হামলায় সে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও তার কিছু দেহরক্ষী হতাহত হয়।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় টার্গেট কিলিং অপারেশনটি চালান বাইদাউয়ে শহরের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা "আবদি শেখ মোহাম্মদ" লক্ষবস্তু করে। মুজাহিদগণ তাদের লক্ষপানে সফলভাবে আঘাত করলে উক্ত গাদ্দার কর্মকর্তা ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

উল্লেখ্য যে, এদিন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন রাজধানী মোগাদিশু, হাইরান ও বে রাজ্যে আরও ৪টি সফল অভিযান চালিয়েছেন। তবে এসব হামলার বিস্তারিত তথ্য এখনো জানা যায় নি।

০৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২২

আবারো মার্কিন হামলায় সিরিয়ান শিশু সহ বেসামরিক মুসলিম নিহত

কথিত **আইএস** প্রধান আবু ইব্রাহীম আল হাশেমি'কে হত্যার কাল্পনিক দাবি করে বেসামরিক সিরিয়ান মুসলিমদের হত্যার দায় আড়াল করতে ছাচ্ছে সন্ত্রাসী **অ্যামেরিকা**। তাদের ঐ অভিযানে মার্কিন সন্ত্রাসী সেনারা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে কয়েকজন শিশুকেও।

গতকাল ৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর সিরিয়ার তুরস্ক সীমান্ত সংলগ্ন আত্মেহ শহরে এই সন্ত্রাসী হামলা চালায় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র অ্যামেরিকার বর্বর সৈনিকরা।

https://ibb.co/55MgsJF

তাদের সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট **জো বাইডেনের** সরাসরি নির্দেশে ঐ অভিযান চালানো হয়েছে বলে বাইডেন নিজে গর্ব করে বলেছে। আর সাধারণ বেসামরিক মুসলিম হত্যার অপরাধ আড়াল করতে এখন তারা আইএসের কথিত প্রধানের নিহতের কথা বলছে।

https://ibb.co/pz6bxTJ

এমন নিরলজ্জতা ও দ্বিচারিতা মার্কিনীরা আগেও করেছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ ছিল আফগানিস্তান থেকে পালানর পূর্বে কাবুলে আইএস সদস্য হত্যার নামে শিশু সহ ৭ বেসামরিক আফগান মুসলিমকে হত্যা। অথচ ঐ আফগান পরিবারের কেউ কেউ তাদের হয়েই কাজ করেছে দীর্ঘদিন।

https://ibb.co/CHwFmmQ

এভাবেই যুগ যুগ ধরে নারী ও শিশু সহ নিরীহ বেসামরিক মুসলিমদের হত্যা করে যাচ্ছে অ্যামেরিকা। হলুদ মিডিয়াও তাদের প্রভু সন্ত্রাসী অ্যামেরিকার এসব কুকর্ম ও অপরাধে বরাবরই আড়াল করে যায়। অপরাধ ঢাকতে মার্কিনীদের মুজাহিদ হত্যার বানোয়াট দাবিকে তারা জোরেশোরে প্রচার করে যেন তাদের মার্কিনী প্রভুদের দোষ সহজেই আড়াল করা যায়।

বিশ্লেষকরা তাই মনে করছেন, আফগানের মতো করে অন্যান্য অঞ্চলেও সন্ত্রাসী মার্কিনীদের সম্মিলিতভাবে শায়েস্তা করতে পারলেই কেবল মুসলিম উম্মাহ আপনজন হারানোর এই নারকীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

তথ্যসূত্র
ভিডিও লিংক https://tinyurl.com/2s4ec3f5

মার্কিন প্রশিক্ষিত সেনাদের উপর আশ-শাবাবের দুর্দান্ত অভিযান : হতাহত ২০ শত্রুসেনা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত গাদ্দার সেনাদের উপর **২** টি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করেছেন উম্মাহপ্রেমী ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **হারাকাতুশ শাবাব**। এতে ৯ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও **১১** গাদ্দার সেনা আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, **আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা**'র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা ৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সোমালিয়ায় বীরত্বপূর্ণ দু'টি সফল অভিযান চালিয়েছেন।

সূত্রটি জানায়, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা এদিন সকালে তাদের প্রথম অভিযানটি চালান দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে। যেখানে পশ্চিমাদের গোলাম সোমালি গাদ্দার সেনাদের লক্ষ্য

করে মুজাহিদগণ প্রথমে বোমা হামলা চালান। এরপর তাঁরা গুলি চালানো শুরু করেন। মুজাহিদগণ অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের অভিযান সম্পন্ন করে নিরাপদে ফিরে আসেন।

এই অভিযানের সময় মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনীর ৩ সৈন্যকে হত্যা করেন এবং আরও ৬ সৈন্যকে গুরতর আহত করেন। ফেরার পথে মুজাহিদগণ গাদ্দার সৈন্যদের কাছে থাকা কয়েকটি ক্লাশিনকোভ ও BK অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এদিন সন্ধ্যায় মুজাহিদগণ তাদের সবচাইতে সফল অভিযানটি চালান রাজধানী মোগাদিশুর ইলশা এলাকায়। যেখানে মুজাহিদদের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয় দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একদল গাদ্দার সৈন্য। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে যখন গাদ্দার সৈন্যরা সামরিক গাড়িতে করে শহরে ভ্রমণ করছিল। আর তখনই মুজাহিদরা হামলা চালালে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ৬ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আরও ৫ গাদ্দার সৈন্য আহত হয়।

বিশ্বব্যাপী এভাবেই আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা পশ্চিমা দখলদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসরদের পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছেন। এসকল অভিযান তাই বিশ্বব্যাপি মুমিন হৃদয়ে প্রশান্তি ও আশার পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

বুর্কিনা ফাঁসোতে আল-কায়েদার অভিযান : ৩ অফিসারসহ নিহত ৫, বন্দী ২

অপ্রতিরোধ্য গতিতে পশ্চিম আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **আল-কায়েদার** বিজয় অভিযান। প্রতিনিয়ত তাদের এসব বীরত্বপূর্ণ হামলার শিকার হচ্ছে কুফ্ফার বাহিনীর সদস্যরা।

গত সপ্তাহ জুড়ে মুজাহিদগণ তেমনই কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন বুর্কিনা ফাঁসোতে। যার ২ টির সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আমাদের হাতে পৌঁছেছে।

স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **জেএনআইএম** গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি বুর্কিনা ফাসোর দুটি এলাকায় দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন।

যার প্রথমটি চালানো হয়েছে দেশটির বুলগৌ এলাকায়। যেখানে একটি স্বর্ণের খনিতে কাজ করছিল AVERO RESOURCES MINING নামক একটি কোম্পানি। যারা ক্রুসেডার ফ্রান্সের হয়ে দেশটির মূল্যবান সব স্বর্ণ নামমাত্র কিছু মূল্য দিয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশ ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত এবং উম্মাহর কল্যাণকামী বীর মুজাহিদরা এটি সহ্য করতে পারেননি। তাই তাঁরা ক্রুসেডারদের হয়ে কাজ করা প্রত্যেকটি বাহিনীকে টার্গেট করে হামলা চালান।

আর সেই ধারাবাহিকতায় এই স্বর্ণের খনিটিতেও হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেখানে মুজাহিদগণ প্রথমে ক্রুসেডারদের সহায়তাকারী দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৩ অফিসারকে হত্যা করেন এবং আরও ২ অফিসারকে বন্দী করে নিয়ে যান। এছাড়াও ঘটনাস্থলে আরও অনেক গাদ্দারকে হত্যা ও গুরতর আহত করেন

মুজাহিদগণ। ধারণা করা হচ্ছে, এখানে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় কয়েক ডজন গাদ্দার নিহত ও আহত হয়েছে।

এদিন প্রতিরোধ বাহিনীর বীর মুজাহিদগণ আরও একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালান বুর্কিনা ফাঁসো ও আইভরিকোস্ট সীমান্তের হেলিন্তিরা এলাকায়। যেখানে মুজাহিদগণ ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম বুর্কিনা ফাঁসোর সেনাদের টার্গেট করে আইইডির বিস্ফোরণ ঘটান। যাতে অন্ততপক্ষে ২ গাদ্দার সেনা নিহত হয়। সেই সাথে আরও বেশ কিছু সেনা আহত হয়।

মুজাহিদদের হামলায় দিশেহারা হয়ে ইতিমধ্যে বুর্কিনা ফাঁসো সরকারের পতন ঘটেছে, সেখানে সেনাবাহিনী সরাসরি ক্ষমতা দখল করে এখন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। তবে ঐ পশ্চিমা গোলামদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ইসলামের বিজয়াভিযান এগিয়ে নিচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জেএনআইএম এর বীর মুজাহিদগণ।

পাক-তালিবানের জোড়ালো হামলার শিকার গাদ্দার পাকি-আর্মির হতাহত ৮

পাকিস্তানে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর ৩টি সফল অভিযান পরিচালনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। এর ২ টিতেই সামরিক বাহিনীর অন্তত **৮** সদস্য হতাহত হয়েছে।

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, যা সংক্ষেপে টিটিপি নামে পরিচিত। দলটি পূর্বেকার মাসগুলোর মত চলতি ফেব্রুয়ারি মাসেও পাকিস্তান গাদ্দার প্রশাসনের সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনার অংশ হিসেবে প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধারা গত ২ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে পাকিস্তানি গাদ্দার সামরিক বাহিনীগুলোর উপর ৩টি হামলার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যার প্রথমটি চালানো হয়েছে বাজোর এজেন্সীর আগ্রা এলাকায়। যেখানে গাদ্দার 'এফসি' বাহিনীর একটি গাড়িতে বোমা হামলা চালানো হয়।

টিটিপির মুখপাত্র- মুহাম্মদ খোরাসানীর (হা.) বর্ণান মতে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের উক্ত বোমা হামলার ঘটনায় গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে তখন গাড়িতে থাকা ৪ এফসি সদস্য গুরুতর আহত হয়।

এই হামলার একদিন পর অর্থাৎ গত ৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের নওশেরা জেলায় হামলা চালান প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির বীর মুজাহিদরা। হামলার বিষয়ে টিটিপির মুখপাত্র জানান, প্রতিরোধ বাহিনীর টার্গেট কিলিং স্কোয়াডের বীর মুজাহিদরা এই হামলার মাধ্যমে দালাল পুলিশের এক এএসআই এবং অপর এক কনস্টেবলকে গুলি করে হত্যা করেন। সেই সাথে দেসটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর আরও দুই সদস্যকে গুলি করে গুরুতর আহত করেন মুজাহিদরা।

এদিকে আজ ৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আরও একটি বরকতময় হামলার কৃতিত্ব গ্রহন করেছে মুজাহিদ বাহিনীটি। দলটির মুখপাত্র তাঁর টুইট বার্তায় জানান, আজ বেলা ১১ টায় বীর মুজাহিদরা ডেরা ইসমাইল খান জেলায় ঐ সফল হামলাটি চালিয়েছেন। যা গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান টার্গেট করে চালানো হয়েছে। এতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর গাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং আগুনে পুড়ে যায়। তাই ধারণা করা হয় যে, এসময় গাড়িটিতে থাকা সমস্ত গাদ্দার সৈন্যই নিহত ও আহত হয়েছে।

টিটিপি'র এসকল লাগাতার অভিযানের বদৌলতে গাদ্দার পাকি আর্মি ও প্রশাসন উম্মাহর সাথে তাদের কৃত গাদ্দারির ফল ভালভাবেই ভোগ করছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

ভারতে হুমকির মুখে স্বাধীন সাংবাদিকতা : হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় এক বছরে নিহত ৬ সাংবাদিক

হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে কথিত গণতন্ত্রের বৃহৎ দেশ দাবি করে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে কটূক্তি ও বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। অথচ হিন্দুত্ববাদীদের অপরাধ গণমাধ্যমে তুলে ধরায় তাদের আক্রোশের বলি হতে হয় নিরপেক্ষ গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদেরকে। তবে যারা হিন্দুত্ববাদের পা-চাটা দালাল হয়ে হলুদ সাংবাদিকতা করে তাদের কদর অনেক বেশি। তাদের কাজই হল মিথ্যাকে সত্য আর তিলকে তাল বানিয়ে প্রভুদের খুশি রাখা।

রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ (আরআরএজি) ইন্ডিয়া প্রেস ফ্রিডম রিপোর্ট ২০২১ অনুসারে, বিগত এক বছরে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা কমপক্ষে **৬** সাংবাদিককে হত্যা করেছে। ১০৮ জন সাংবাদিকের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। এবং **১৩** টি মিডিয়া হাউসকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাংবাদিক/মিডিয়া প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালানো হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে **২৫** টি। তারপরে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, দিল্লি, বিহার, আসাম, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গোয়া ও মণিপুর, কর্ণাটকসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রায় **১০০** টি হামলা চালানো হয়েছে।

নিহত ছয় সাংবাদিকের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে একজন করে সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। আটজন মহিলা সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত ২০১৯ সালে মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বাতিল করার পর থেকেই সাংবাদিকদের উপর হিন্দুত্ববাদী ভারতের নিপীড়ন বেড়েছে। মুসলিম দমনের উদ্দেশ্যে রচিত তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী আইনে তদন্তের নামে হয়রানি করা হচ্ছে। অসংখ্য সাংবাদিককে গ্রেফতার ও মারধরের ঘটনাও ঘটেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের একজন সাংবাদিক আল-জাজিরাকে জানায়, ভারতীয় গোয়েন্দা, পুলিশ এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অভিযান, হয়রানি এবং জিজ্ঞাসাবাদ কাশ্মীরে একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি সরকার কাশ্মীরে সাংবাদিকতাকে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে।

তিনি আরও জানায়, এখানে সাংবাদিকতা পুরোপুরি অপরাধমূলক। সাংবাদিকরা শুধু নিজেদের জীবন নিয়ে নয়, পরিবারের জন্যও ভীত, কারণ তারাও এখন হয়রানির শিকার হচ্ছে। আমাদের সবকিছুই এখন ঝুঁকিতে রয়েছে।'

এসব কারণে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস-এর ২০২১ সালের বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স ভারতকে ১৮০ টি দেশের মধ্যে **১৪২**-এ স্থান দিয়েছে। এটিকে "সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশগুলির মধ্যে একটি" বলে অভিহিত করেছিল। কারণ "মিডিয়ার উপর হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার প্রচুর চাপ বাড়িয়েছে।"

অপশাসনের প্রশ্ন বা সমালোচনাকারী সাংবাদিকদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ হয়েছে। চাকরির নিরাপত্তাহীনতা সহ সাংবাদিকদের নিয়মিতভাবে হুমকি দেওয়া হয়, ভয় দেখানো হয়, গ্রেপ্তার করা হয়, মামলা করা হয়—এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অভিযোগের মাধ্যমে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়।

সাংবাদিকদের মধ্যে যারাই বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয় বা UAPA-এর মতো কঠোর আইনের অধীনে গ্রেপ্তার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যাতে প্রমাণ সরবরাহ করার প্রয়োজন ছাড়াই একতরফাভাবে ব্যক্তিদের সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করে। ফলে সাংবাদিকতার জন্য ভারত সত্যিই একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা হয়ে উঠেছে।

রেলস্টেশন নির্মাণে সন্ত্রাসী বিএসএফের বাধা : আওয়ামী মন্ত্রীর চেষ্টাও ব্যর্থ

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (*বিএসএফ*) বাধায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে ডাবল লাইন, দুটি স্টেশন ও সেতুর নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে। শূন্যরেখার ১৫০ গজের ভেতর নির্মাণ কাজ হচ্ছে- এমন বানোয়াট অভিযোগে বিএসএফের বাধার মুখে গত বছরের ৪ এপ্রিল থেকে এই নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে। এতে মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জানিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বলছে, এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ে তারা কাজ শেষ করতে পারবে না।

ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলজংশন থেকে লাকসাম রেলজংশন পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ চলছে। আখাউড়া থেকে শশীদল পর্যন্ত প্রায় ৩২ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ, ৬টি রেলওয়ে স্টেশন, ব্রিজ, কালভার্ট তৈরির কাজ পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তমা কনস্ট্রাকশন। রেললাইন নির্মাণকাজের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলছে রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণের কাজ। কসবা রেলওয়ে স্টেশন ও সালদানদী রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণকাজ শুরু করে প্রায় অর্ধেক কাজ শেষ হওয়ার পর কাজে বাধা দেয় বিএসএফ।

অথচ কসবা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার সমর দে নিশ্চিত করে বলেন যে, কসবা রেলওয়ে স্টেশনটি ভারতীয় সীমান্তের ১৫০ গজের বাইরে। এ স্টেশনটি ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ ব্যক্তি আরও বলেন, ভারতীয় বিএসএফের বাধার কারণে স্টেশনের নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে।

বিষয়টি সমাধানের জন্য সম্প্রতি স্থানীয় সাংসদ আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এরপর দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ে জটিলতা নিরসনে আলোচনা হলে গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে পুনরায় বাংলাদেশ রেল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় কসবার রেলস্টেশন, সালদানদী ব্রিজ ও সালদানদী রেলস্টেশনের কাজ। কাজ শুরু হওয়ার তিন দিনের মাথায় পুনরায় বিএসএফ কসবা রেলস্টেশন ও সালদানদী রেলস্টেশন নির্মাণের কাজে বাধা দিলে কাজ বন্ধ রাখেন তমা কন্সট্রাকশনের লোকজন।

বাংলাদেশ রেলওয়ের সিভিল ডিপার্টমেন্টের প্রকৌশলী সোহেল রানা মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকার পর গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে কাজ শুরু হলেও বিএসএফের বাধায় এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ২৭ ডিসেম্বর বিকেল থেকে আবারও কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

বিশ্লেষকরা এখন তাই প্রশ্ন তলছেন যে, বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী ও ভারতীয় হাইকমিশনার মিলে সমস্যা সমাধানের পরেও বিএসএফ আবার কাজে বাধা দেওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, তাদের কাছে এদেশের কোন মন্ত্রীর কোন মূল্যই নেই। এই ঘটনা আরও প্রমাণ করে যে, ভারতীয় হাইকমিশনার সহ অন্যান্যরা বাংলাদেশের মানুষের সাথে কেবল বন্ধুত্বের ফাঁপা বুলেই দেয়, বাস্তবে তারা বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। আর তাদের এসব ফাঁপা বুলির বাস্তবে কোন মূল্যই নেই।

এ বিষয়ে বিজিবি কর্তৃপক্ষ বেশি কিছু জানাতে রাজি হয়নি। গতকাল ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৬০ বিজিবির অধীন কসবা কোম্পানি কমান্ডার মো. আবদুস ছোবান বলেন, বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ।

বিজিবি'র এমন নির্লিপ্ততাও সচেতন মহলে প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, বিজিবি কি এখন সীমান্তে তাদের মূল দায়িত্ব আগ্রাসী সত্রুর মকাবিলা ছেড়ে এদেশের মুসলিমদের বুকে গুলি ছোরার হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করে চলেছে?

ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাই মনে করেন যে, এদেশের মুসলিদের এখন সময় এসেছে ঘরের ও বাইরের শত্রুকে ভালো করে চিনে নেওয়ার, এবং তাদের ভবিষ্যৎ আসন্ন বিপদ মোকাবিলার চিন্তা-ফিকির করার। তা না হলে অচিরেই হয়তো হিন্দুত্ববাদী শক্তি ও তাদের এদেশীয় দোসরেরা মিলে বাংলার মুসলিমদের ভাগ্যে এক মহাবিপর্যয়ের অবতারনা করবে।

তথ্যসূত্র

বিএসএফের বাধায় দুটি রেলস্টেশন ও একটি সেতুর নির্মাণকাজ ১০ মাস ধরে বন্ধ
https://tinyurl.com/swcdsvht

০৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০২২

আফগানিস্তানে তালিবান প্রশাসন খুলে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় : পর্দা করে ক্লাসে ফিরছে মেয়েরাও

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসের দোহাই দিয়ে বন্ধ রাখা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ও ব্যক্তিজীবনে নানান সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু হলুদ মিডিয়াগুলো বরাবরের মতই এবিষয়টিকে ভাল হিসেবে তুলে ধরছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার জন্য বাহবা দিচ্ছে কারো কোন খতির তোয়াক্কা না করেই।

তবে আফগানিস্তানের বেলায় পশ্চিমা দালাল হলুদ মিডিয়াগুলোর সুর ভিন্ন রকমের। নানা রকম ভুলভাল রিপোর্ট করে বিশ্বের সামনে তালেবানদের প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তালিবান নারী শিক্ষা বন্ধ করে দিচ্ছে, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিচ্ছে - এমন নানান মিথ্যা সংবাদ বার বার প্রচার করে যাচ্ছে তারা।

যদিও গত বছরের আগস্টে তালেবান ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই আফগানিস্তানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে তালেবানরা ঘোষণা দিয়েছিলেন, নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে সবকিছু আগের মতই আবার চালু করে দেওয়া হবে। তবুও এই মিথ্যা প্রচারকারিদের মিথ্যা প্রচারণা থেমে থাকেনি।

তবে তালিবান প্রশাসন ঠিকই ধারাবাহিকভাবে তাদের কথা রেখে যাচ্ছে, একে একে খুলে দিচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গত বুধবার (০২-০২-২২) থেকে খুলে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যথাযথ পর্দার ব্যবস্থার সাথে ছাত্রদের সঙ্গে ক্লাসে ফিরেছেন ছাত্রীরাও।

দেশটির শিক্ষা কর্মকর্তারা রয়টার্সকে বলেছেন, ছেলে শিক্ষার্থীদের থেকে শারীরিকভাবে দূরত্ব পালনের শর্তে মেয়েদের ক্লাসে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যা তেমন অসম্ভব কোন শর্ত নয়। বরং আল্লাহ তায়ালার শরয়ী বিধান।

দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় শহর জালালাবাদের একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, চলতি সপ্তাহে খুলে যাওয়া আফগানিস্তানের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় নানগরহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক দরজা দিয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ করতে দেখেছেন তিনি।

দেশটির সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির প্রশংসা করেছে জাতিসংঘ। দেশটিতে নারী শিক্ষার্থীরা যে ফিরতে যাচ্ছেন তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় আফগানিস্তানে নিযুক্ত জাতিসংঘ মিশন বলছে, ছেলে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খুলে দেওয়ার ঘোষণাকে স্বাগত জানায় জাতিসংঘ। এটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রত্যেক তরুণ মানুষেরই শিক্ষার সমান অধিকার রয়েছে।

আফগানিস্তানের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, নারী শিক্ষার্থীদের আলাদা রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, শ্রেণিকক্ষে আলাদা বসা অথবা ছেলে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ক্লাসের ব্যবস্থা করা।

নানগরহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান খলিল আহমাদ বিহসুদওয়াল বলেন, প্রতিষ্ঠানের ছেলে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীরা আলাদা ক্লাসে অংশ নেবে; এই চর্চা ইতোমধ্যে অনেক প্রদেশে চালু রয়েছে।

বুধবার কেবলমাত্র দেশটির উষ্ণতম প্রদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজধানী কাবুলসহ শীতপ্রবণ অঞ্চলের সব বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় চালুর কথা রয়েছে।

কথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরা আফগানিস্তানের ব্যাপারে নাক গলালেও, অন্যান্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের ব্যাপারে উল্টো প্রশংসা করে। কথিত নারীবাদীরা আফগানিস্তানের মুসলিম নারীদের জন্য মায়াকান্না করলেও সহশিক্ষার কুফলে অগণিত নারী ধর্ষিত হচ্ছে, ইফটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে, অনেক নারী বিবাহ ব্যতিত ঝুকিপূর্ণ গর্ভধারণ করছে, নবজাতকের লাশ ডাস্টবিনে নিক্ষেপ হচ্ছে - এই বিষয়গুলো তারা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়।

এদের প্রতিটা অভিযোগের জবাব তাই একে একে দিয়ে যাচ্ছেন ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসন।

তথ্যসূত্র :

১. আফগানিস্তানে খুলে গেল বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাসে ফিরল মেয়েরাও https://tinyurl.com/2p8bwx96

২. নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্কুল খোলা রাখায় সিলেটে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা https://tinyurl.com/ywhux7ad

---

নামাযে বাধাদান : গণহত্যার অজুহাত তৈরিতে হিন্দুত্ববাদের নতুন অস্ত্র

হিন্দুত্ববাদীদের অন্তরে লুকায়িত আজন্ম মুসলিম বিদ্বেষ ধীরে ধীরে তীব্র আকার ধারণ করছে। ভারত জুড়ে সর্বত্রই মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদীদের জিঘাংসার শিকার হচ্ছেন।

নামাযকেন্দ্রিক মুসলিম ধার্মিকতার চর্চা জনসমক্ষে দেখতে পাওয়া যাবে ভারতের বিভিন্ন শহর-উপশহর ও গ্রাম-গঞ্জে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদের সবুজ মিনারে, ব্যস্ত রাস্তায় মুসলিমদের জমায়েতে এবং আযানের সুললিত উচ্চমধুর স্বরে। এর মধ্যে ভারতজুড়ে বহু মসজিদকে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে বা নতুন করে কিছু মসজিদ গড়ে উঠেছে।

কিন্তু রাম মন্দির পরবর্তী প্রেক্ষিতে এই নামাযকে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

ইদানিং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে– স্কুল, কলেজ, রেল স্টেশন, পার্ক বা নির্জন ফাঁকা জায়গায় মুসলিমরা নামায আদায় করতে গেলেই বজরং দল– বিশ্বহিন্দু পরিষদ জাতীয় সংগঠনগুলি তাদের শান্তিপূর্ণ নামাযে হামলা চালাচ্ছে।

নামায পড়ার জন্য মুসলিমদের শান্তিপূর্ণভাবে জড়ো হওয়া জমায়েতকে হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসী গুণ্ডারা ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। এখন বিভিন্ন স্থানে এটি একটি সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে দিল্লির নিকটস্থত গুরুগ্রামে (গুরগাঁও) প্রায় প্রতি জুম্মাবারেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।

হিন্দুত্ববাদীরা শুধুমাত্র বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নামাযকে সমস্যা হিসাবে তুলে ধরছে। নামাযকে *'হিন্দু বিরোধী'* বলে একটি ধারণা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে তারা। তবে দুঃখজনক হল, ভারতজুড়ে তাদের এই হিংসাত্মক উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদীদের সেই পুরনো দাবি– মুসলিমরা কেবলমাত্র আল্লাহর উপাসনা করে, দেশের পূজা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাদের আলাদা করে দেশভক্তির প্রমাণ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত– নামায পাঠ করাকে একটি নতুন ধারণায় পরিচিত করানোর প্রচেষ্টা হচ্ছে। ধারণাটি হল, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ও বিপরীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসলিমদের এই নামায পাঠ। জামাতবদ্ধভাবে রাস্তায় নামায পড়াকে যাতে এভাবেই দেখা হয়, তার জন্যই মুলত এসব চেষ্টা চলছে। যেন প্রকাশ্যে নামায পড়া অনুমোদনযোগ্যই নয়।

ঠিক এই যুক্তিই উত্তরাখণ্ডেেউগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন *বিশ্বহিন্দু পরিষদ* ও *বজরং দল* দিয়েছে। তারা উত্তরাখণ্ডের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে 'তদন্ত' দাবি করেছে। অভিযোগ– বদ্রীনাথধামে কিছু মুসলিম শ্রমিক ঈদ-উল-আযহার নামায আদায় করেছিল। এই মামলায়, উঠে আসে সেই প্রাচীন হিন্দুত্ববাদী শুচিতার যুক্তি। হিন্দুদের কথিত পবিত্র এলাকা ও শহরেও নামায পাঠ করা চলবে না। তাতে এলাকার এবং সেখানের মন্দিরের শুচিতা নষ্ট হয়।

হিন্দুত্ববাদীরা প্রচার করছে, আল্লাহর একত্ববাদ তাদের কথিত দেশাত্মবোধের সম্পূর্ণ বিরোধী। নামায হচ্ছে একটি অপবিত্র হিন্দুবিদ্বেষী কাজ এবং নামায নাগরিক এলাকায় জায়গার সংকট তৈরি করছে।

নামায বা সালাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই নামাজে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নামাজির সংখ্যা বর্তমান ভারতে এতটাই বেড়েছে যে, মসজিদে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষত বড় শহর ও মফস্বলগুলিতে। ফলস্বরূপ নতুন মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। আর এটাই হয়তো হিন্দুত্ববাদীদের উদ্বেগ ও জিঘাংসাকে অন্য মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে।

এছাড়া গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকদের চলে আসাও এই নামাযকেন্দ্রিক ধার্মিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গ্রাম থেকে আসা মুসলিম শ্রমিক– কারিগর– দক্ষ বা আধপটু কর্মীরা শিল্পাঞ্চলের নানা কারখানায় নিযুক্ত হচ্ছে। কিন্তু তাদের যথাযথ কোনও মসজিদ নেই। এই শ্রমজীবী মুসলিমরা ঘটনাচক্রে ফাঁকা জায়গায় বা নির্জন রাস্তায় নামায আদায় করে। কেননা নামায ছহীহ হওয়ার জন্য মসজিদ শর্ত নয়। পুরো পৃথিবীকেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের নামাযের জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন।

বিশেষ করে শুক্রবারের ২০-৩০ মিনিটের জন্য জুমুয়ার নামাযে বড় জমায়েত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই দৃশ্য ভারতে একটি স্বাভাবিক দৃশ্য হিসাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের নামায পড়া নিয়ে সব সময় গাত্রদাহ রয়েছে। তাদের এটা মেনে নিতে অসুবিধা হয়। তারা এটা মানতে নারাজ যে, যে ভারতকে ৬০০ বছর মুসলিমরা শাসন করতে পেরেছে, আজ সেখানে শুধু নামাজ পড়াতা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

হিন্দুত্ববাদী যুক্তি হল– সমস্ত ভারতীয়ই হিন্দু যদিও, তাদের উপাসনার পদ্ধতির মধ্যে ফারাক রয়েছে। এই যুক্তি থেকে প্রমাণ হয় যে– নামায নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের এই ইচ্ছাপূর্বক অস্বস্তি দূর হবার নয়। মুখে কথিত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কথা বললেও, নিজেদের কথিত বাণী অনুযায়ীই মুসলিমদের মেনে নিতে এদের যথেষ্ট অসুবিধা।

এই ইস্যু নিয়ে এতদিন হিন্দুত্ববাদীদের কৌশলী নীরবতার পিছনে ছিল নামাযের প্রতি সাধারণ হিন্দুদের মনোভাব। শুধুমাত্র নামায পড়ার কারণে মুসলিমদের 'বিপজ্জনক' হিসাবে তুলে ধরা যেকোনও হিন্দুত্ববাদী দলের কাছে ছিল কঠিন। কারণ– একজন সাধারণ হিন্দুর কাছে নামায আর পাঁচটা হিন্দু ধর্মীয় আচার আরাধনা মতোই বিবেচ্য হতো।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের ছড়ানো ক্রমাগত বিদ্বেষ, প্রোপাগান্ডায় এখন সকল হিন্দুরাই মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে। হিন্দুত্ববাদীদের সাথে তাল মিলিয়ে মুসলিমদের নামায়ে বাধা দিচ্ছে সকল শ্রেণী-পেশার হিন্দুরা। মুসলিমদের উপর হামলা চালাতো এখন তারা কুণ্ঠাবোধ করছেনা।

কেউ জানে না, মুসলিম সম্প্রদায় নামাযের বিরুদ্ধে এই নয়া অপপ্রচারের প্রতিক্রিয়ায় কী করবে। তবে ভারতীয় মুসলিমদের স্মরণ রাখতে হবে, এই সমস্যার জন্য মানবরচিত তন্ত্র মন্ত্রের কথিত সমান অধিকারে আইনি ব্যবস্থার আশ্রয়নিলে কোন লাভ হবে না। হিতে তা বিপরীত ফলই বয়ে আনবে। এর প্রমাণ মুসলিমরা বাবরি মসজিদ মামলার রায়েই পেয়েছে।

তাই এসব সমস্যার সমাধান মুসলিমদেরকে কুরআন-হাদিসেই খুঁজতে হবে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ ও উলামায়ে হক্কানি-রব্বানি।

লিখেছেন : মাহমুদ উল্লাহ্

০২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ধ্বসে পড়লো শেখ হাসিনার মডেল মসজিদ

বাংলাদেশের অবৈধ প্রধানমন্ত্রী দালাল হাসিনা গত বছর সারা দেশ জুড়ে ঘটা করে মডেল মসজিদ নির্মাণের উদ্বোধন করেছিল। ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র স্বরূপ তার ভাষায় 'ইসলামের প্রকৃত বাণী' তুলে ধরতে সে এই প্রকল্প হাতে নিয়েছিল।

তবে দালাল হাসিনার দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের চুরি আর অনিয়মের কালো তালিকা থেকে বাদ যায়নি এই মসজিদগুলোও।

দুর্বল সামগ্রি ব্যবহার ও ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাজের জন্য নেত্রকোনার বারহাট্টায় নির্মাণাধীন মডেল মসজিদ ভবনের একটি অংশ ধসে পড়ে গত রবিবার ৩০ জানুয়ারি তারিখে। এবার আল্লাহ্‌র ঘর মজসিদকেও এসব দুর্নীতিবাজ ও দলকানা প্রশাসন আর ঠিকাদারদের কুকর্মের বলি হতে হল।

আজ ২ ফেব্রুয়ারী আবার হাসিনার তাবেদার প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেখানে গিয়ে হাসিনার দলীয় ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের বাঁচাতে দায়সারা কথাবার্তা বলে চলে এসেছে, এক তদন্ত কমিটি গঠনের ঠুনকো আশ্বাস ছাড়া কার্যকর কোন কিছুরই ইঙ্গিত মিলেনি তাদের কথায়।

এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বরাবরের মতোই ঐ দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই নেওয়া হবে না।

আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ ভেঙ্গে পড়ার ঘটনাও এসব ইসলাম বিমুখ দুর্নীতিবাজদের বিবেকে কোন অনুরন তুলতে পারে না। এদের কাছ থেকে তাই এদেশের ইসলামপ্রিয় জনতা কোন ধরণের অনাগত ভবিষ্যতের বিপদের মুখে কোন ধরণের সহায়তা আশা করতে পারে কি না - এই প্রশ্ন রেখেছে সচেতন মুসলিম সমাজ।

তথ্যসূত্র :

১। ধসে পড়া মসজিদ পরিদর্শনে প্রকল্প পরিচালক, তদন্ত কমিটি গঠন https://tinyurl.com/56bktrkh

---

ইনফোগ্রাফি || ২০২২ সালের প্রথম মাসেই পাক-তালিবানের হামলায় ১০১ গাদ্দার সেনা খতম

পাকিস্তান ভিত্তিক সবচাইতে জনপ্রিয় ও সর্ব বৃহৎ সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী **তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান** (টিটিপি) নতুন একটি ইনফোগ্রাফি প্রকাশ করেছে। যেখানে চলতি বছরের প্রথম মাসে (০১/২২) দেশটির গাদ্দার বাহিনীর উপর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পরিচালিত অভিযানসমূহের বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

গত বছর নভেম্বরের ৯ তারিখ থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের ৯ তারিখ পর্যন্ত একমাসের যুদ্ধবিরতি শেষে পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর হামলার পরিধি বাড়িয়েছে টিটিপি। সেটি এখনো চলমান রয়েছে

সমানতালে। ধারাবাহিক হামলা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে টিটিপি ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসেই দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর প্রায় **৪২**টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সর্বোচ্চ **১২**টি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। পরের স্থানে রয়েছে ডেরা ইসমাইল-খান জেলা, যেখানে টিটিপির ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা **৫**টি অভিযান চালিয়েছেন। এরপর চিত্রাল ও বান্নুতে **২**টি করে মোট **৪**টি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। বাকি দুটি করে অভিযান পেশোয়ার, খাইবার এজেন্সি, বাজাউর এজেন্সি এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে চালানো হয়েছে।

এছাড়াও, রাজধানী ইসলামাবাদ, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, মাহমান্দ এজেন্সি, কুররাম এজেন্সি, লাক্কি মারওয়াত, তুল, কারাক এবং চামনে একটি করে হামলা চালিয়েছেন টিটিপি'র প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের এসব হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনী, পুলিশ, এফসি এবং গোয়েন্দা সদস্যরা।

টিটিপির হিসেবমতে, এসব অভিযানের তালিকার শীর্ষে রয়েছে বোমা হামলা এবং লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আক্রমণ, যেগুলো যথাক্রমে **১১**টি এবং **৯**টি।

এছাড়াও গাদ্দার সামরিক বাহিনীর সদস্যদের স্নাইপার দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে **৬** বার, অন্যদিকে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ পোস্ট এবং কনভয়গুলিকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল **১৪** বার।

ইনফোগ্রাফিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুজাহিদগণ তাদের এসব বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযানের মাধ্যমে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর **৪৮** সদস্যকে হত্যা এবং আরও **৫৩** সদস্যকে আহত করেছেন। সেই সাথে মুজাহিদগণ এক এফসি সদস্যকেও গ্রেপ্তার করেছেন। সবমিলিয়ে পাক-তালিবানের দুর্দান্ত এসব সফল অভিযানে গত মাসে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর **১০১** গাদ্দার সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

হতাহত হওয়া এসব গাদ্দারদের মধ্যে সেনা সদস্য রয়েছে **৪৮**, পুলিশ বাহিনীর **৩২** সদস্য, এফসি বাহিনীর **১৬** সদস্য, গোয়েন্দা বাহিনীর **২** সদস্য এবং ভাড়াটে বাহিনীর ৩ সদস্য।

ইনফোগ্রাফিতে চারটি পুলিশ পোস্ট এবং প্রায় **৪**টি পুলিশ ভ্যান ও **৩**টি সামরিক যান ধ্বংসের কথাও জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করার পর গত বছরের শেষ **২০** দিনে তালিবান কর্তৃক গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা ছিল **৪৫**টি। যা গত বছরের যেকোনো মাসের চেয়ে সর্বোচ্চ হামলার সংখ্যা।

https://j.top4top.io/p_22241zv0m0.jpg

০১লা ফেব্রুয়ারি, ২০২২

মালিতে অপ্রতিরোধ্য মুজাহিদরা : আল-কায়েদার অভিযানে নিহত ৪৭ মিলিশিয়া সন্ত্রাসী

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে কুফ্ফার বাহিনীর উপর একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে আসছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে **আল-কায়েদা** সংশ্লিষ্ট **জেএনআইএম** মুজাহিদদের বিজয় অভিযান।

নতুন এলাকা বিজয় ও ইসলামি সীমানা বিস্তারের পাশাপাশি, দেশটির জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সময়ই নানান সন্ত্রাসী মিলিশিয়া গ্রুপের বিরুদ্ধেও অভিযান চালাচ্ছেন উম্মাহর কল্যাণকামী এই বীর মুজাহিদরা।

তেমনই একটি অভিযান চালানো হয় গত ২৯/০১/২০২২ তারিখে, মালির মোপ্তি রাজ্য থেকে ৭ কিমি দূরে পশ্চিম ডুন্টাজা শহরে। সেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম ও সন্ত্রাসী মিলিশিয়া গ্রুপ ড্যাননা-আমসাগাউ এর মাঝে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, ঐদিন দুপুর থেকে শুরু হওয়া ঐ লড়াই পরের দিন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর তারা ঘটনাস্থলে **৪৭** মিলিশিয়া সদস্যের মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরা সবাই ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের রাতভর চালানো অভিযানে নিহত হয়েছে।

অন্য একটি স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, ঐদিন জেএনআইএম মুজাহিদগণ মালির আরও **৩টি** এলাকায় অভিযান চালিয়েছেন। হামলার স্থানগুলো হচ্ছে- সিন্দা, নিমিনিয়াম ও বাউন্দা এলাকা। তবে সূত্রগুলো এসব এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় কত শত্রু সদস্য হতাহত হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা জানায় নি।

মুসলিমদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিধানে মুজাহিদদের এমন অভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ইসলামি চিন্তাবীদ ও হকপন্থী উলামায়ে কেরাম।

আবারো ভারতকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' ঘোষণার দাবি জানিয়েছে উগ্র হিন্দু পুরোহিতরা

ভারতের হরিদ্বারে হিন্দু সংসদে গণহত্যার আহ্বান জানানোর প্রায় এক মাস অতিবাহিত হয়েছে। এবার হরিদ্বার ধর্ম সংসদের কোর কমিটি গত (২৯/০১/২২)প্রয়াগরাজে একটি "সন্ত সম্মেলন" করেছে। যেখানে উগ্র হিন্দুত্ববাদী

বক্তারা আবারও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য দিয়েছে। এবং ভারতকে "হিন্দু রাষ্ট্র" ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী পুরোহিত স্বামী স্বরূপ আনন্দ, যে হরিদ্বার ধর্ম সংসদে ঘৃণামূলক বক্তৃতা করেছিল। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

এবারো সে ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে জঘন্য বক্তব্য দিয়েছে।সে উগ্র নরসিংহানন্দ এবং জিতেন্দ্র তিয়াগীর মত কুখ্যাত অপরাধীদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে। দুজনেই হরিদ্বার বিদ্বেষী বক্তব্য ও অন্যান্য অধরাধের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে উত্তরাখণ্ডের কারাগারে বন্দী।

সে বলেছে, 'আমাদের ধর্মীয় 'যোদ্ধাদের' (যতি নরসিংহানন্দ এবং জিতেন্দ্র ত্যাগী) যদি এক সপ্তাহের মধ্যে মুক্তি না দেওয়া হয় তবে এই প্রচারণা আরও আক্রমনাত্মক হয়ে উঠবে। শুধু আক্রমণাত্মক নয়, এর ফল হবে ভয়াবহ। হতে পারে, এই দুই যোদ্ধার কারাবাসের ফলে ভগৎ সিং এসেম্বলিতে (বোমা হামলা) যা হয়েছিল। আমরাও তাই করব।' ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছিল তা উল্লেখ্য করেও হুমকি দিয়েছে।

আনন্দ আরও বলেছে: "এই জাতীয় ধর্ম সংসদ গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে... এই দেশ প্রশাসনের পিতার নয়। এদেশের ধর্মচারী এদেশকে পরিচালনার জন্য ছুটে চলেছে, দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। তারা এটি চালিয়ে যাবে।"

প্রয়াগরাজ অনুষ্ঠানে পাস হওয়া রেজুলেশনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সে বলেছে, তারা তিনটি রেজুলেশন পাস করেছে।
প্রথম প্রস্তাবটি ছিল তারা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করে এবং প্রধানমন্ত্রীকেও তা করার নির্দেশ দেয়। সে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণাকে "সাংবিধানিক ভুল" বলে অভিহিত করেছে। এবং প্রধানমন্ত্রীকে এই "সাংবিধানিক ভুল" সংশোধন করতে বলেছে। তারা ভারতকে শুধু হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে লিখতে বলেছে। আরেকটি প্রস্তাব হল ধর্মান্তর বিরোধী আইনকে কঠোর করা। যাতে যে কেউ ধর্মান্তরিত করে তার জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা।

এসব প্রস্তাব ছাড়াও কিছু ঘটনার ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে এসেছে যাতে উগ্র বক্তাদের উস্কানিমূলক বক্তব্য দিতে দেখা যায়।

একজন পুরোহিতকে গণহত্যামূলক বক্তৃতা করতে দেখা যায়। সে বলছে,"আমাদের ভগবান ও দেবদেবীদের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জনের পর, আমাদের অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে এবং যেখানেই প্রচার করা হয় সেখানে দেশবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। যদি তারা না থামে, তাদের (মুসলিমদের) গুলি কর।" উগ্র স্পিকার হিন্দুদের আরও সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য এবং তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য এই পুরোহিতদের হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানায়।

অন্য একজন হিন্দুত্ববাদী ধর্মযাজক বলেছে, যে সমস্ত ইসলামিক প্রতিষ্ঠান থেকে ফতোয়া জারি করা হয়, সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

দেওবন্দ এবং বেরেলির ইসলামিক সেমিনারি হল দুটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেগুলোর প্রতি হিন্দু সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য রাখতে বলেছে।

এই বিদ্বেষমূলক বক্তৃতাগুলি ছাড়াও, সুমেরু পীঠধীশ্বর জগদ্গুরু স্বামী নরেন্দ্রানন্দ সরস্বতী, এই ইসলাম বিদ্বেষী সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিল, সে ইসলামের বিরুদ্ধে চীনের নীতি গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

সে আরো বলেছে "ইসলাম মানবতা ও বিশ্বের জন্য একটি বড় হুমকি। একে চূর্ণ করতে হলে চীনের নীতি অবলম্বন করতে হবে এবং চীনের মতো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তা বন্ধ করা যেতে পারে।

মুসলিমদের শক্তিহীনতার সুযোগে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এখন প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। মুসলিম মুক্ত ভারত গড়তে মুসলিমদের গণহত্যার আহবান জানাচ্ছে। তাদের আগ্রাসন থেকে বাঁচতে সকল মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই বলে মত দিয়েছেন হক্বপন্থী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

১। Declaring India secular state a 'constitutional mistake': -https://tinyurl.com/2yxuh22n

২। ভিডিও লিংক – https://tinyurl.com/2p84mfb5